Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

রোহিনী নদীর তীরে

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

রোহিনী নদীর তীরে

শফীউদ্দীন সরদার ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে পাঠক সমাজে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় বিশটার বেশি ঐতিহাসিক উপন্যাসসহ তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশেরও অধিক। শফীউদ্দীন সরদার বাংলা ভাষায় ঐতিহ্য আশ্রিত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে একক একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযী– যার প্রায় প্রতিটি বইয়ের একাধিক সংস্করণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।বাংলা ভাষায় তাঁরই সমপর্যায়ের লেখক শফীউদ্দীন সরদার। **বইঘর**

'রোহিনী নদীর তীরে' শফীউদ্দীন সরদার রচিত একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূলত সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে মুসলিম শাসকবৃন্দের যে অবদান তাই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য।...

ধন-সম্পদের লোভে অনিন্দ সুন্দরী তুলসীবাঈ-এর পিতা মেয়ের বিয়ে দেন অতিশয় রুগ্ন কংকালসার মৃগী রোগীর সাথে। জোর করেই মেয়েকে পাঠিয়ে দেন শ্বশুর বাড়ি। সহসাই স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন তুলসীবাঈ-এর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ধরে-বেঁধে তাকে চিতায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করে। আর এর সব আয়োজন চলে সম্রাট আকবরের অগোচরে। ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হয় সেনাপতি সরদার আব্বাস খাঁ...শুরু হয় রাজপুতদের সাথে সরদার আব্বাস খাঁর সংঘাত, সংঘর্ষ।... শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত চিতার আগুন থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে তুলসী বাঈয়ের জীবন রক্ষা করে মুসলিম সেনাপতি। আনন্দ-বিরহ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতনের নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা রোমাঞ্চে ভরা অত্যন্ত নাটকীয় অসাধারণ একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম 'রোহিনী নদীর তীরে'। **রোকন**

শফীউদ্দীন সরদারের অন্যান্য বইয়ের মত 'রোহিনী নদীর তীরে' ঐতিহাসিক উপন্যাসটিও জনপ্রিয়তা পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সা প
বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা
ISBN 984 485 080 0
978984485-0804

রোহিনী নদীর তীরে

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

Rohini Nadir Tere

Written by : **Shafiuddin Sarder**

Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 0171581255

Price Tk.80.00 Only.

ISBN-984-485-080-0
BSP-110-2003
www.boighar.com

রোহিনী নদীর তীরে

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৩
www.boighar.com
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
বাসাপপ্র ১১০

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মূদ্রক
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ৮০.০০ টাকা মাত্র

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রোহিনী নদীর তীরে

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.boighar.com

রোহিণী নদীর তীরে

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

রোহিনী নদীর তীরে

www.boighar.com

রোহিনী নদীর তীরে

১

www.boighar.com
নদীর নাম রোহিনী। কে রেখেছে এ নাম, কেউ জানে না। এর পেছনে কোন কিংবদন্তি আছে কি না, সে তথ্য পাওয়া ভার। সবাই জানে নদীর নাম রোহিনী। এ নিয়ে কারো মতবিরোধ নেই। সুগভীর নাব্য নদী। পূব থেকে পশ্চিম দিকে ধাবিত। বাজপুতানার দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে গুজরাটের দিকে একটানা বয়ে যাচ্ছে আবহমান কাল ধরে। বালিকাঁকরের বুক চিরে আর টিলা পাহাড়ের কোল দিয়ে প্রবাহিত হলেও, রোহিনীর দুপাড় ঊশর নয়। মাঝে মাঝেই উপস্থিত সবুজের সমারোহ। তৃণগুল্ম বৃক্ষরাজির সগৌরব অস্তিত্ব। মরুর মরণ ছোবল একে নাশ করতে পারেনি। সমভূমি থেকে নদীর প্রবাহটা অনেক খানি নিচে। দুপাড় বেশ উঁচু। তাই বলে একেবারেই ক্ষীণকায়া নদী নয় রোহিনী। পার্বত্য নদীর চেয়ে অনেকখানি বড়োসড়ো। তলদেশে চিক চিক করছে বালি, উপরে ঢেউ খেলছে আলো ঝলমল পানি। শুভ্রস্বচ্ছ পানি। প্রশস্ত তীর বেয়ে পরিচ্ছন্ন রাস্তা। অশ্ব-শকট-পাল্‌কি ও পায়ে চলার পথ। নদী বরাবর একটানা।

এক অশ্বারোহী পথ চলছেন ধীর লয়ে। হাতে আছে লাগাম, কিন্তু টান নেই লাগামে। অশ্ব তার নিজ খেয়ালে ধীর গতিতে চলছে। অশ্বারোহী সরদার আব্বাস খাঁ। কিল্লাদার আব্বাস খাঁ। সাতাশ আঠাশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক। সুঠাম সুপুরুষ। অনিন্দ সুন্দর কান্তি। দুচোখে জ্বল জ্বল করছে হিম্মতের স্বাক্ষর। হিম্মতের সুবাদে বিশাল এক কিল্লার ভার পেয়েছেন কম বয়সে। হিম্মত তার বীর কুলের ঈর্ষনীয় ব্যাপার। কান্তি তার কামিনীকুলের সুখ নিদ্রার বৈরী।

রোকন ও বইঘর.কম

তাড়া নেই সরদারজীর। আরামে আয়েশে এগিয়ে আসছেন সামনে। সামনেই পাক ফৌজদারের বাড়িতে তাঁর দাওয়াত। ফৌজদারের শ্যালিকার শাদির আমন্ত্রণ। শাদির অনুষ্ঠান রাতে। হাতে কাজ না থাকায় আগেই বেরিয়ে পড়েছেন সরদার আব্বাস খাঁ। আর মাত্র ক্রোশ তিনেক পথ। তাই তাঁর তাড়া নেই। পথ চলছেন আরামে আলস্যে। www.boighar.com

কিন্তু আরামে আলস্যে সময়টা চলে না। সময় চলে ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট গতিতে। পথ চলতে চলতে সরদার আব্বাস কাঁ হঠাৎ খেয়াল করলেন, বেলাটা গড়িয়ে গেছে বিলকুল। আসরের ওয়াক্ত বয়ে যাচ্ছে সংগোপনে। পথেই নামাজটা আদায় না করলে অসময় হয়ে যাবে নামাজের। সজাগ হলেন খাঁ সাহেব। অশ্বের লাগাম টানলেন ছায়া ঘেরা এক গাছের কাছে এসে।

পাশেই বয়ে যাচ্ছে কুলু কুলু রোহিনী। গাছের নিচে পরিচ্ছন্ন দুব্বাঘাসের জায়নামাজ। নেমে পড়লেন অশ্ব থেকে। অশ্বটাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে অজু করার জন্যে পানির দিকে এগিয়ে এলেন সরদার আব্বাস খাঁ। নদীর উপর হেলে পড়া আর একটা পাতা বহুল মস্তবড় গাছ। যেন আলিঙ্গন করতে চায় নদীটাকে। সেই গাছের পাশ দিয়ে নামতে লাগলেন নদীতে। কয়েক কদম নামতেই এক বৃদ্ধাকণ্ঠের আওয়াজে চমকে উঠলেন আব্বাস খাঁ। অশরীরী কিছু নাকি? না, আওয়াজ আসছে ডাল পালার নিচে থেকে। এক বৃদ্ধা খেঁকিয়ে উঠে বলছে, আহ মলোয়া! এ ড্যাক্‌রা আবার এদিকে আসে ক্যান্? লম্পট, না লুটেরা? ওই-ওই, ভাগো-ভাগো–

সরদার আব্বাস খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন–হেলেপড়া গাছের নিচে প্রশস্ত এক বজরা বাঁধা। সামনের দিকের পাটাতনে বসে কথা বলছে বৃদ্ধাটি। বৃদ্ধার লক্ষ্যবস্তু তিনিই না অন্যকেউ, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আব্বাস খাঁ বললেন, জি, আমাকে কি বলছেন কিছু?

গলার তেজ বেড়ে গেল মুখরা বৃদ্ধার। বললো-তোমাকে নয়তো কি আমার সাত পুরুষের কুটুমকে? এদিকে আসছো কেন? মতলব কি তোমার?

ঃ আমি পানির কাছে যাচ্ছি। আমার পানি দরকার।

ঃ ওরে আমার কথা! সেই দরকারটা এখানে এসেই পড়লো? দশদিক কি শুকিয়ে গেছে?

ঃ জি?

ঃ ওসব বুজরুকি রাখো। ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও। নইলে চিৎকার দিয়ে লোক জুটিয়ে ফেলবো।

ঃ চিৎকার দেবেন? কেন, চিৎকার দেবেন কেন?

ঃ নইলে কি সোহাগ করে বজরায় তুলে নেবো তোমাকে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাজ্জব! আমি বজরায় যাবো কেন? পনি দরকার তাই পনির দিকে যাচ্ছি।

ঃ দরকার পানি নয়। পানির টানে এদিকে তুমি আসছো না। আসছো অন্য টানে। বুড়ো হয়ে গেছি বলে কি কিছুই বুঝিনে আমি?

আব্বাস খাঁর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। বললেন, কি মুস্কিল! অন্য টানে মানে?

ঃ ফের চালাকী? ছাদের দিকে কি নজর তোমার যায়নি? অমনি অমনি হুট করে নিচে নেমে আসছো?

ঃ ছাদের দিকে!

ঃ এই বজরার ছাদের দিকে। ছাদের উপর বসে থাকা মেয়েটার ঐ দবদবে রূপ নজর তোমার কাড়েনি–এই কথা বলতে চাও? মরার পুত! তুমি যাবে, না লোক ডাকবো চিৎকার দিয়ে?

সরদার আব্বাস খাঁর নজর এবার ছাদের দিকে গেল। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, উদ্ভিন্ন যৌবনা এক রূপসী তরুণী ছাদের উপর বসে। টকটকে গায়ের রং। মুখাকৃতি পটে আঁকা। ঘনকৃষ্ণ কেশদাম পিঠ ঢেকে স্তূপাকারে জমা হয়েছে পেছনে। তাঁর দিকেই চেয়ে আছে মেয়েটিও। দূরত্ব সামান্য। উপর নিচের ব্যাপার। ডাল পাতার নাম মাত্র আড়ালটা সরিয়ে নিলে হাত্ পনেরোর অধিক নয়। বেখেয়ালেই পলকখানেক চেয়ে রইলেন খাঁ সাহেব। তা দেখে বুড়িটা ফের ঝংকার দিয়ে উঠলো। বললো, তবেরে আবাগীর পুত! কথা আমার কানেই কিছু যাচ্ছে না নাকি? দাঁড়িয়ে রইলে যে!

খেয়াল হতেই আব্বাস খাঁ নামিয়ে নিলেন চোখ। বুড়ির গালমন্দে কর্ণপাত না করে নামতে লাগলেন নিচে। নজর তাঁর পায়ের দিকে। বিগড়ে গেল বুড়ি। তটস্থ হয়ে উঠে এবার তরুণীটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই খেয়েছেরে! ও দিদিমনি, শিগ্গির শিগ্গির ছইয়ের ভেতরে যান। আমি সবাইকে ডাক দিই। ড্যাক্‌রাটার পাখা উঠেছে মরণের!

বুড়িটা উঠে দাঁড়াতে গেল। তাকে ধমক দিয়ে তরুণীটি বললো-আহ! এ সব কি হচ্ছে? তুমি থামো!

থতমত খেয়ে বুড়ি বললো-থামবো! ঐ ল্যাংখেকোর মতলবটা যে ভাল নয়, তা বুঝতে পারছেন না কেন?

ঃ খবরদার সিংগীর মা! মুখ তুমি সামলাবে না আমিই গিয়ে লাগাম পরাবো মুখে তোমার?

ঃ ওমা! আমার দোষটা হলো কি!

ঃ কি বলছো অভদ্রের মতো? দেখতে পাচ্ছো না, উনি একজন ভদ্রলোক?

ঃ ভদ্দরলোক!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ পোশাক-আশাক-চেহারাটায় চোখ পড়ছে না তোমার? চোখদুটো খুলে রেখে কথা বলছো নাকি?

ঃ দিদি মনি!

ঃ লেবাস দেখে বুঝতে পারছো না, উনি একজন রাজপুরুষ? খারাপ লোকের চেহারা লেবাস কি এই রকম হয়?

কণ্ঠে জোর দিয়ে সিংগীর মা বললো-হয় দিদিমনি, হয়-হয়। এ বয়সে কম দেখিনি। কুমতলবের বেলায় রাজপুরুষ মুদ্দোফরাস সবই এক সমান। এখনও ছেলে মানুষ তাই কোন জ্ঞানগম্মি হয়নি আপনার।

ঃ সিংগীর মা!

ঃ পেশাক আশাক আর চেহারায় কিছুই এসে যায় না দিদিমনি। ওসব দেখে ভালমন্দ কিছুই স্থির করার উপায় নেই।

ঃ না থাকে এখন দেখে স্থির করো।

এদের এই বিতর্কে কান না দিয়ে সরদার আব্বাস খাঁ পানির কাছে এলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে অজু সমপন্ন করে নিরবে উপরে উঠে গেলেন। তা দেখে সিংগীর মা বিস্মিত কণ্ঠে বললো-ওমা! সত্যিই তো ড্যাকরাটা হামলা করতে এলো না!

ঃ ফের,

ঃ থুড়ি দিদিমনি! থুড়ি-থুড়ি। আসলেই তাহলে ভদ্দর লোক ওটা। কোন লম্পট লুটেরা নয়।

ঃ এখন বুঝতে পারলে?

ঃ পারবো না কেন? চেহারাটা কি সুন্দর। বিলকুল কাত্তিক ঠাকুরের মতো।

উপরে এসে সরদার আব্বাস নিরবে নামাজ আদায় করলেন। অনেকক্ষণ যাবত দোআ-দরুদ পড়লেন। এর পরে পেছন ফিরে বসেই দেখলেন, নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে ছাদের উপর বসে থাকা সেই তরুণী। হুরীপরী বিনিন্দিতা অপরূপা সেই নারী। হাসি-হাসি মুখ তার।

তখন তিনি মেয়েটাকে কিছুটা দূর থেকে দেখেছিলেন। এবার একদম সামনা সামনি দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। এরূপ সাধনা করেও মেলে না। মোহমুগ্ধ হয়ে নিমেষ খানেক চেয়ে থাকার পর বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন-একি আপনি!

তরুণীটিও একদৃষ্টে চেয়েছিল সরদার আব্বাস খাঁর মুখের দিকে। নজর নামিয়ে নিয়ে সে সলজ্জ হাসি মুখে বললো-আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ঃ ক্ষমা! www.boighar.com

ঃ আমার পরিচারিকার কথায় নিশ্চয়ই আপনি মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন দিলে আপনি। তার হয়ে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি!

ঃ সে কি! তার কি দরকার?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ দরকার আছে। তার জন্যে সবাই আমরা হেয় হতে পারিনে। সিংগীর মা, মানে ঐ বুড়িবেটি, অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষ। ভদ্র অভদ্র চিনতে হামেশাই সে ভুল করে। কিন্তু আমি তো তা নই। একজন ভদ্র লোকের অসম্মান আমার নিজেরও অসম্মান। তার আচরণের জন্য আমি যদি ক্ষমা চেয়ে না নেই, তাহলে তো আমাকেও ঐ একই সমান ইতরজন মনে করবেন আপনি। ভাববেন, সবাই আমরা ঐ একই জাতের। এটা কি মেনে নেয়া যায়, বলুন?

ঃ বলেন কি?

ঃ আসলে ঐ সিংগীর মাটাও খারাপ মেয়ে নয়, বুঝলেন? অন্তরটা তার সফেদ। লোক চিনতে না পারলেই বিগ্‌ড়ে যায় বেচারী। আল্‌তু ফাল্‌তু কথা বলে। বিশেষ করে আমার দিকে কেউ এলেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এ ছাড়া সিংগীর মায়ের মাথায় একটু ছিটও আছে।

ঃ হ্যাঁ, সে তো বুঝতে পারলাম। তা আপনারা সেরেফ দুজন জেনানা এই বজরায়! বিরান বিভূঁই জায়গায়! মাঝি মাল্লারা কোথায়? সাথে মাঝিমাল্লা তো নিশ্চয়ই আছে?

www.boighar.com

ঃ আছেন, সবাই আছেন। আমাদের অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, লোক লস্কর, মাঝি মাল্লা-সবাই আছেন। ঐ যে ঐ টিপিটার ওপারে অস্পষ্ট কিছু কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন না? ওখানে সবাই আছেন। এক ডাকে এসে পড়বেন। তাছাড়া মাঝে মাঝেই লোক আসছেন ওখান থেকে। আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছেন।

কান খাড়া করে সরদার আব্বাস খাঁ অনুভব করলেন, সত্যিই অনেক লোকের অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে ওখান থেকে। প্রশ্ন করলেন-উনারা ওখানে কেন?

ঃ অর্ঘ্য দিতে গেছেন। ওখানে এক দেবমন্দির আছে। প্রতিবছর আমরা এখানে এ সময় অর্ঘ্য দিতে আসি। অর্ঘ্য সামগ্রী বয়ে নিয়ে মাঝি মাল্লারাও সাথে গেছে।

ঃ তাহলে আপনারা এখনে যে? আপনারা যান নি?

ঃ গিয়েছিলাম তো। দুপুরের দিকে আমরা এখানে এসেছি। রোদের মধ্যে ঐ সব হৈচৈ বাদ্যিবাজনা ভাল লাগলো না বলে সিংগীর মাকে সাথে নিয়ে আমি এই বজরায় ফিরে এসেছি।

ঃ বাদ্যিবাজনা! কৈ, কোন বাজনা শুনতে পাচ্ছিনে তো।

ঃ সব শেষ হয়ে গেছে যে। অর্ঘ্য নিবেদন, পূজা-অর্চনা, সব শেষ। এখনই সবাই ফিরে আসবেন।

ঃ ও আচ্ছা।

তরুণীটি এবার হাসি মুখে বললো-ক্ষমাটা পেলাম তো?

রোকন ও বইঘর.কম

সরদার আব্বাসও হেসে বললেন-আরে দূর-দূর! ক্ষমার কথা কি বলছেন? আমি কিছু মনেই করিনি। ক্ষমা করবো কি?

ঃ তবু–

ঃ 'তবু' 'কিন্তু' নেই। আপনি খুব ভাল মেয়ে, তাই এসব নিয়ে এত ভাবছেন। আপনাকে আমার মনে থাকবে অনেকদিন।

তরুণীটি সাগ্রহে প্রশ্ন করলো-সত্যি? সত্যি বলছেন!

আব্বাস খাঁ বললো-সত্যি-সত্যি আপনি কি ভোলার মতো মেয়ে? আপনাকে একবার দেখলে কি আর ভোলা যায়!

মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে আকুল কণ্ঠে বললো-আমারও বুঝলেন, আমারও আপনাকে মনে থাকবে অনেক দিন। আপনাকেও দু'দিনেই আমি ভুলে যেতে পারবো না। এমন চরিত্র এমন চেহারার মানুষ কটা আছে দুনিয়ায়?

এদের এই কথাবার্তার মধ্যেই ঢিপির আড়াল থেকে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো অনেক লোক। কয়েক জন উচ্চস্বরে হাঁক দিলো-হুশিয়ার! কৌন হ্যায়! কে ওখানে-কারা ওখানে?

মেয়েটি চমকে উঠে বললো-ওরে বাপরে! আমি পালাই! আমি পালাই! আমাকে চিনতে পারলে আর আস্ত রাখবেন না কেউ। বেজায় ক্ষেপে যাবেন আমার অভিভাবকেরা।

ঃ কেন?

ঃ আমার যে বজরা থেকে নেমে আসার হুকুম নৈই। তার উপর অচেনাজনের সাথে কথা বলছি জানলে, আর কি রক্ষে আছে!

বলতে বলতেই বজরার দিকে ছুটে গেল তরুণীটি। অশ্বপৃষ্টে সওয়ার হয়ে সরদার আব্বাস খাঁও আপন পথ ধরলেন। অহেতুক জবাবদিহির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হলো না তাঁর।

অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে সরদার আব্বাস খাঁ আপন পথে ছুটতে লাগলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। ঐ তরুণীটির মধ্যেই এখনও তিনি গভীরভাবে নিমগ্ন। যেন তরুণীটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চোখের সামনে। তরুণীটির নয়নাভিরাম কান্তি যেন তখনও তৃপ্ত করছে নয়ন যুগল তাঁর। সেই সৌন্দর্যের সুবাস যেন তখনও স্পর্শ করছে তনুমন। এমন অতুলনীয় রূপচ্ছটা আর মোহময় মুখাকৃতি জিন্দেগীতে আর কখনো দেখেছেন বলে সরদার আব্বাস খাঁ খেয়াল করতে পারলেন না। নারী জগতের সাথে সম্পর্ক তাঁর কম। তবু তাঁর সাতাশ আটাশ বছরের এই জিন্দেগীতে সে জগতের যতটুকু সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, এমনটি আর কখনো দেখেননি। দেখেননি বলেই হয়তো তাদের ব্যাপারে আজকের মতো এত আগ্রহ পয়দা হয়নি দিলে তাঁর।

রোকন ও বইঘর.কম

আজ বান ডেকেছে মরা গাংগে। এ যাবত যা নিয়ে তেমন কিছু আদৌ তিনি ভাবেননি, এই তরুণীটিকে দেখার পর সেই ভাবনাই আজ তাঁকে জাপ্‌টে ধরেছে আষ্টে পৃষ্ঠে। অশ্বারোহে ছুটছেন আর ভাবছেন, যদি জীবন সঙ্গিনী করার কোন প্রশ্ন ওঠে আদৌ, তবে তো এমনটিই চাই। এমনটিই একমাত্র কাম্য হতে পারে তাঁর। ক্ষণিকের তরে হলেও যে অনুপম সৌন্দর্য আর সুচারু আচরণ তিনি মেয়েটির মধ্যে দেখেছেন এমনটি ছাড়া আর কোন কিছুই কাম্য হতে পারে না তাঁর। এমনটিই চাই, অর্থাৎ একেই চাই– www.boighar.com

এ কথা মনে আসতেই হায় হায় করে উঠলেন আব্বাস খাঁ। মাথায় হাত দিলেন। কি সর্বনাশ, মেয়েটির নামটা তো শোনা হলো না! তার পরিচয় ঠিকানা–কিছুই তো জানা হলো না! তাহলে? আবার তার সাক্ষাত পাবো কি করে? কোথায় খুঁজে বেড়াবো তাকে! বিশাল এই দেশের কোথা থেকে এলো আর কোথায় চলে গেল, তার হদিস দেবে কে? হায়-হায়! মুহূর্তের স্বপ্নের মতোই যে মিথ্যা হয়ে গেল সব। www.boighar.com

অবশিষ্ট পথটুকু এমনই হা হুতাশের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এলেন সরদার আব্বাস। অবশেষে "আঙ্গুর ফল টক"–এই প্রবাদের মতোই নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিলেন তিনি। মেয়েটি স্বজাতীয়া নয়, বিজাতীয়া বিধর্মী মেয়ে। খুঁজে পেয়েও লাভ নেই। শাদির প্রশ্ন এখানে একেবারেই অবান্তর। জীবন সঙ্গিনী রূপে যাকে পাওয়া কখনো সম্ভব নয়, তার পুনর্দর্শনে চিত্তবেদনাই বাড়বে শুধু, সমাধান কিছু হবে না। স্বপ্ন হয়ে এলো যে সে স্বপ্ন হয়েই থাক। বাস্তবে তা টানতে যাওয়া বাতুলেই শোভা পায়।

দাওয়াতদাতা ফৌজদার আসাদবেগের বাড়িতে এসে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন বেলা বেশি বাকি নেই। মাগরিবের পরেই শাদির অনুষ্ঠান। শাদি "অন্তে ওলিমা" অর্থাৎ খানা পিনা। সরদার আব্বাস খাঁ পৌঁছে দেখলেন, ফৌজদার সাহেবের দৌলতখানা মেহমানে ভর্তি। যতটা না মর্দানা, তার অধিক জেনানা। শিশু-কিশোরদের সংখ্যাও কম নয়। দৌড় ঝাঁপ আর কোলাহলে মাতিয়ে তুলেছে বাড়ি।

নওশা নিয়ে বরযাত্রীরা পৌঁছে গেছেন। প্রশস্ত আঙ্গিনায় শামিয়ানা খাটিয়ে সম্ভ্রান্ত ফরাশের উপর বসানো হয়েছে তাঁদের। সনাতন পদ্ধতি। ফৌজদার সাহেবের দৌলতখানায় মূল্যবান আসনাদির অভাব। কিছু না থাকলেও, সেসব এনে পাতা হয়নি। নওশাসহ বরযাত্রী আর মেহমানদের বসার ব্যবস্থা ফরাশে। গন্যমান্য মেহমানদের এনে নওশার আশেপাশে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিল্লাদার সরদার আব্বাস খাঁ এ আসরে সর্বাধিক গন্যমান্য মেহমান। ফৌজদার সাহেবের এক ধাপ উপরে তাঁর অবস্থান। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ফৌজদার সাহেবের

রোকন ও বইঘর.কম

অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই আব্বাস খাঁ এসে পৌঁছামাত্র ফৌজদার সাহেব অত্যন্ত খুশি ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শশব্যস্তে তাঁকে এনে নওশার একদম ডান পাশে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্রিয়মান হয়ে গেল চারপাশের আলো। নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোটা আসর আলোকিত করে বসে রইলেন সরদার আব্বাস খাঁ।

চারদিকে সুসজ্জিত কক্ষ আর মাঝখানে শামিয়ানা টাঙ্গানো আঙ্গিনা। কক্ষগুলি ভর্তি হয়েছে নানা বয়সের মহিলায়। ঝরোকা আর জানালার ফাঁক দিয়ে মহিলাদের দৃষ্টি এতক্ষণ নওশার উপর ছিল। সরদার আব্বাস খাঁকে সেখানে এনে বসিয়ে দেয়ার পর নওশা বেচারা একেবারেই গৌণ হয়ে গেলেন। রমনী-কুলের নজর এবার সাকুল্যে নিবদ্ধ হলো সরদার আব্বাস খাঁর উপর। বেগবান হয়ে উঠলো গুঞ্জরণ তাঁদের। সেরেফ মহিলাদেরই নয়, অচেনা পুরুষদের দৃষ্টিও এবার নিবদ্ধ হলো তাঁর উপর। চলতে লাগলো অনুচ্চ মন্তব্য ও ফিস্‌ফাস।

ফৌজদার আসাদবেগ সাহেবের শ্বশুরের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে হামিদা বেগম ফৌজদার সাহেবের বিবি। মেঝো মেয়ে শাহেদা বেগম আজকের বিয়ের কনে, অর্থাৎ দুলহিন। শাহেদার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট ফরিদা বেগম এখনও অনূঢ়া। শাদির বয়স ফরিদারও অনেক আগেই হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত ঘর বরের অভাবে শাদি হয়নি আজও। এরা তিন বোনই রূপবতী। বিশেষ করে ছোট দুটি, অর্থাৎ শাহেদা ও ফরিদা খুবই সুন্দরী। এদের রূপ লাবণ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রূপ নিয়ে গর্ব করার যথেষ্টই আছে এদের।

সে বিচারে আজকের নওশাটা একেবারেই নগন্যজন। চামড়া তাঁর কিছুটা ময়লমুক্ত হলেও, দেখার মতো লালিত্য কিছুই নেই সর্বাঙ্গে তাঁর। নওশার পিতা সম্রাটের একজন প্রভাবশালী অমাত্য। প্রচুর ধন সম্পদ আর মান সম্মান। সেই সুবাদেই শাহেদা বেগমের শাদি হচ্ছে এখানে। বলতে গেলে, ঘরের সাথে শ্যালিকার শাদি দিচ্ছেন ফৌজদার সাহেব, বরের সাথে নয়।

পুরুষদের মাঝে তেমন একটা না হলেও, জেনানাদের মাঝে এ প্রশ্ন অনেক আগে থেকেই ছিল। নওশার শ্রী-চেহারা দেখেই জেনানা কুলের মন মেজাজ ভারী হয়ে গিয়েছিল। রূপবতী শাহেদার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে এতক্ষণ তারা গোপনে নিঃশ্বাস চেপে যাচ্ছিলেন। সরদার আব্বাস খাঁকে এখানে এনে বসানোর পর আগুন লাগলো বরুদের ঘরে। চাপা নিঃশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠে ঝড় তুললো আফসোসের। বাইরের লোকের কান যথাসম্ভব এড়িয়ে কক্ষের মধ্যে শুরু হলো বিক্ষুব্ধ আলোচনা। কেউ কেউ ক্ষোভের সাথে শব্দ করেই বলতে লাগলেন ফৌজদার সাহেব কেবল মান সম্মান আর অর্থবিত্তই বোঝেন, মানান-বেমানান বোঝেন না। মেয়েদের দিলের কোন দাম দিতেও জানেন না। তা জানলে কি এই ঘটনা ঘটে?

রোকন ও বইঘর.কম

অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, "বিলকুল কিলকুল।" সরদার আব্বাস খাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেন, "এমন একটা খাশা পাত্র হাতে তাঁর থাকতে মেয়েটাকে এভাবে কোরবান করে দেয় কেউ? ওটা না হয়ে এটার সাথে যদি শাদি হতো শাহেদার, আহা, কি যে মানাতো। জীবনটা ধন্য হতো বেচারীর"।

www.boighar.com

অবশ্য বেচারীর জীবনটা ধন্য করার চেষ্টা ফৌজদার সাহেবও জিয়াদাই করেছেন। করেন নি, এমন বলা যাবে না। প্রিয়বন্ধু আব্বাস খাঁর কাছে আকারে ইংগিতে এ প্রস্তাব কয়েকবার পেড়েছেন। কিন্তু বন্ধুর দিক থেকে একেবারেই কোন সাড়া না আসায় খামুশ হয়ে গেছেন তিনি। এ চেষ্টায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সম্রাট আকবর শাহর প্রবীন উজির মুনিম খান সাহেব। চরিত্র আর আচরণের গুণে আব্বাস খাঁকে স্নেহ করতেন উজির সাহেব। ফৌজদার আসাদবেগকে তিনি একদিন চাপ দিয়েই বলেছিলেন, সরদার আব্বাসের সাথে তো বেশ দোস্তী আছে আপনার। ছেলেটা যে দিন দিন বন্য হয়ে যাচ্ছে, জিঘাংসার নেশা তার কোমল অন্তরটা যে গ্রাস করে ফেলছে–এদিকে লক্ষ্য কেন করছেন না? পাশে কোন আপনজন না থাকায়, একমাত্র তলোয়ারকেই সে আপন করে দিয়ে জীবনটা বিরান করে দিচ্ছে। হরওয়াক্ত মরণের ঝুঁকি নিচ্ছে নির্দ্বিধায়। এ দিকটা একটু দেখুন। বুঝিয়ে সমঝিয়ে তাকে সংসারী করার চেষ্টা করুন। ঘরে বিবি বাচ্চা থাকলে জীবনের প্রতি সে এতটা উদাসীন হতে পারবে না। বন্ধুর প্রতি কর্তব্য তো আছে আপনার একটা!

উপরওয়ালার এই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই এদিকে ঝুঁকে পড়েন ফৌজদার আসাদবেগ। অন্যান্য অনেক সুন্দরী মেয়ের প্রসঙ্গ টানার সাথে নিজের শ্যালিকাদের প্রসঙ্গও টানেন। কিন্তু সরদার আব্বাস খাঁর মধ্যে কোন আগ্রহই তিনি পয়দা করতে পারেননি। তাঁর রুপসী শ্যালিকাদের এক নজর দেখাতেও পারেন নি সরদার আব্বাস খাঁকে। সরদার আব্বাসের এদিকটা মরুভূমির মতো একেবারেই শুষ্ক বুঝে হাল ছেড়েছেন তিনি।

কিন্তু আজ আর হাল ছাড়লেন না ফৌজদার সাহেবের বিবি সাহেবা। আব্বাস খাঁকে আজ সরাসরি দেখেই তিনি দিউয়ানা বনে গেলেন। তাঁর এত সুন্দরী বোনের সাথে এমনটি না হলে মানায়? একটার যা হবার তা হলো। ছোটটার জন্যে তিনি সরদার আব্বাসকে পাকড়াও করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন এবং খসমকে সমঝিয়ে নিয়ে আজই অগ্রসর হলেন এ পথে।

শাহেদা বেগমের শাদি অন্তে শুরু হলো খানাপিনা। স্ত্রীর পরামর্শে ফৌজদার আসাদবেগ সরদার আব্বাস খাঁকে তাঁর খাস মহলে ডেকে নিলেন এবং দুজন এক সাথে খানা খেতে বসলেন। পরিবেশনকারিণী অন্য কেউ নয়, ফৌজদার সাহেবের

রোকন ও বইঘর.কম

ছোট শ্যালিকা খোদ ফরিদা বেগম। ফৌজদার সাহেবের বিবি হামিদা বেগম তার পাশে থাকলেও, পরিবেশনের তামাম কাজ ফরিদা বেগমই সম্পন্ন করতে লাগলো। আব্রু স্বরূপ ফরিদার মাথায় ওড়না একখানা ছিল বটে, কিন্তু তা অবহেলে আল্‌গা করে রাখা। গলা মাথা মুখমণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। খাটো জামার কারণে ফরিদার বাহুযুগলও কনুইয়ের উপর পর্যন্ত খোলা। সরদার আব্বাস খাঁ অনায়াসেই অনুমান করতে পারলেন, তাঁকে দেখানোর জন্যোই আজকের এই ব্যবস্থা। নইলে এতটা বেআব্রু এ পরিবার নয়।

পরিবারটা যা-ই হোক ফরিদার রূপ-চেহারা সরাসরি দেখে সরদার আব্বাস খাঁ তাজ্জবই বনে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো ফৌজদার সাহেবের সেদিনের সেই কথা। তিনি একবার আবাস খাঁকে জোর দিয়েই বলেছিলেন, "দোস্ত্ আসুন না একদিন আমার গরীব খানায়? আমার শ্যালিকারা আপনার আপন বহিনেরই মতো। দেখুন না তাদের এক নজর? যদি পছন্দ না হয়, কোন কথা বলবো না। যদি পছন্দ হয়, দোস্তের সাথে আমার ভায়রাভাই হলে মন্দটা হয় কি?" বলেই ফৌজদার সাহেব বেধড়ক হেসেছিলেন।

ফরিদাকে দেখে আজ আব্বাস খাঁ বুঝলেন, ফৌজদার সাহেবের এমন জোর দিয়ে বলার উৎসটা কোথায়? সত্যিই তাঁর শ্যলিকারা অতিমাত্রায় সুন্দরী। রূপবতী বলতে যা বুঝায় তারা তাই। অন্তত এটি। যদি ফৌজদার সাহেবের কথা রক্ষার্থে দেখতে এদের আসতেন, তাহলে বলা যায় না, ফৌজদার সাহেবের ভায়রাভাই হওয়ার আগ্রহ তাঁরও পয়দা হতে পারতো তখন। কিন্তু আজ আর তা হয় না। রোহিনী নদীর তীরে রূপবতী তাঁর হৃদয়মন দখল করে বসে আছে, সেখানে আর কারো জন্যে স্থান নেই একবিন্দুও, তা সে যত সুন্দরীই হোক। যেই মুহূর্তে সেই রূপচ্ছবি ভেসে উঠেছে আব্বাস খাঁর মনের কোণে, সেই মুহূর্তেই অন্য তামাম রূপচ্ছটা ম্রিয়মান হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অন্তর থেকে তাঁর। হৃদয় জুড়ে চেপে বসছে রোহিনীর তীরে ফেলে আসা অনুপম সেই মুখচ্ছবি।

এমত অবস্থায় নানা কথা ভাবছেন আর খানা খাচ্ছেন সরদার আব্বাস খাঁ। ফরিদা বেগম বার বার এসে এটা ওটা নেয়ায় পেরেশান হয়ে পড়েছেন তিনি। মেয়েটার বাড়াবাড়িতে অস্বস্তি বোধ করছেন আর ভাবছেন, সুন্দরী হলেও, যথেষ্ট ঘাটতি আছে মেয়েটার আত্মসম্মান বোধে। ওজন ও শালীনতা বোধ এর সামান্য।

শেষ হলো খানাপিনা। এরপর ফৌজদার সাহেব সস্ত্রীক এসে শাদির প্রস্তাব দিয়ে বসলেন সরাসরি। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর ভূমিকা দুগুণে অধিক। ফরিদাকে আব্বাস খাঁর পছন্দ হয়েছে কি না, ফরিদাকে শাদি করতে তিনি রাজী আছেন কি না, এসব নিয়ে রীতিমতো পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। এতটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলেন না আব্বাস খাঁ। এ অবস্থায় পড়ে তিনি রীতিমতো ঘামতে লাগলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

ভদ্রতার খাতিরে মুখ ফুটে 'না' করতেও পারলেন না, 'হ্যাঁ' বলে তাঁদের আশ্বস্ত করতেও পারলেন না। অবশেষে তাঁর মনোভাব তিনি পরে জানাবেন বলে কোনমতে নিরস্ত করলেন তাঁদের। ভাবতে লাগলেন, এরা সকলেই শিকারী। ফরিদা, তার বোন, তার দুলাভাই–সকলেই শিকার ধরার জন্যে কতই না তৎপর। যত সুন্দরীই হোক, এমন মানসিকতার মেয়ে কারোর দিল রৌশন করতে পারে না।

শাহেদার শাদীর ঝুটঝামেলা সামলাতে বিবিসহ ফৌজদার সাহেব তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বিদায় নেয়ার সুযোগ না পেয়ে সরদার আব্বাস খাঁ কিছুক্ষণ চুপ চাপ ওখানেই বসে রইলেন আর মুদ্রিত নয়নে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক পদশব্দে চোখ মেললেন তিনি। আর চোখ মেলেই থতমত খেয়ে গেলেন। দেখলেন, খোদ ফরিদা বেগম এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। ফরিদার বেশবাস আগের চেয়ে অনেক খানি সংযত। মাথার ওড়নায় মুখমণ্ডলের অধিকাংশই আবৃত। বোবার মতো এক নিমেষ চেয়ে থাকার পর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন সরদার আব্বাস খাঁ। নিভৃত নির্জন এই কক্ষে তার আগমন আর একদফা পীড়াপীড়ির আলামত বোধে কণ্ঠানালী শুকিয়ে গেল তাঁর। নিঃসন্দেহে প্রেম নিবেদন শুরু হবে এবার! হতবুদ্ধি অবস্থায় তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আপনি?

লজ্জা জড়িত কণ্ঠে ফরিদা বেগম বললো, আপনার সাথে আমি দুটো কথা বলতে চাই।

একইভাবে সরদার আব্বাস বললেন, কথা!

নত চোখ তুলে ফরিদা বেগম বললো, জি। আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হয়েছে, আমি জানিনে। তবে বিশ্বাস করুন, আপনার সামনে আমাকে যা করতে হয়েছে, তা সবই মেকী। আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। ওটা আমার স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব-আচরণ নয়।

ঃ তার অর্থ?

ঃ আমি এটা চাইনে। এমনটি করতে মোটেই আমি আগ্রহী নই। আমার রুচিতে বাধে। তবু করতে হয়েছে আমাকে আপনার সম্মানেই বলতে পারেন।

ঃ জি। আপনার আমি সাহায্য চাই। দয়া করে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

ঃ উদ্ধার।

ঃ আমাকে শাদি করতে কখ্খনো রাজী হবেন না আপনি। আপনাকে শাদি করতে আমি তিল পরিমান রাজী নই।

ঃ রাজী নন?

ঃ প্রানান্তেও নয়।

রোকন ও বইঘর.কম

বিস্ময়ের অথৈ তলে তলিয়ে গেলেন আব্বাস খাঁ। ব্যাপারটা জানার জন্যে প্রশ্ন করলেন, কেন, আমাকে কি পছন্দ হয় না আপনার? দেখতে আমি অসুন্দর, মানে চেহারা আমার খারাপ?

ঃ সে প্রশ্ন মেহেরবানী করে তুলবেন না। আপনার অশেষ গুণাবলী তো আছেই, তার অধিক আপনার চেহারার প্রশংসায় খৈ ফোটে সবার মুখে। আপনার সুদর্শন চেহারার প্রশংসা করে না, এমন একজন পাষণ্ডও বোধ করি এদেশে নেই। আপনাকে সবারই পছন্দ।

ঃ তবে?

ঃ তবে দশজনের যা পছন্দ, আমার তা পছন্দ তো না-ও হতে পারে।

ঃ বলেন কি!

ঃ শরমের মাথা খেয়েই বলি তাহলে। আমি অন্য একজনকে পছন্দ করি আর তাই ভালবাসি তাঁকে। অন্যের চোখে আপনার মতো এতটা সুন্দর তিনি হয়তো নন। কিন্তু আমার চোখে তাঁর মতো সুন্দর পুরুষ এ দুনিয়ায় আর একজনও নেই। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি করতে রাজী নই আমি। এক অন্তরে একাধিক জনকে বসানো আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

ফরিদা বেগমের দিকে বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আব্বাস খাঁ। প্রশ্ন করলেন, তাহলে তাঁকেই এতদিন শাদি করেননি কেন?

ঃ করবো কি করে? আমার বহিন আর দুলাভাই যে কিছুতেই তা মেনে নিতে রাজী নন। আম্মা নেই, আব্বা পঙ্গু, তাঁরাই আমার একমাত্র অভিভাবক কি না?

ঃ তাঁরা রাজী নন কেন?

ঃ তিনি যে কোন বিত্তশালী পদস্থ লোক নন। আমার দুলাভাইয়ের ফৌজেরই এক সহকারী। ফৌজদার পদে উঠতে তাঁর অনেক অনেক দেরি। হয়তো বা সে পদে কোনদিন না-ও উঠতে পারেন। কোন নিচু স্তরের লোকের সাথে কুটুম্বিতা করতে তাঁরা একদম নারাজ।

ঃ তাহলে কি করবেন আপনি?

ঃ যুগ যুগ ধরে তার অপেক্ষায় থাকবো। তবু যদি না পাই তাঁকে, তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে জিন্দেগীটা কাটিয়ে দেবো। তাতেও যে শান্তি পাবো আমি, তার স্থানে অন্য কাউকে বসালে সে শান্তিটুকুও আমার মিস্‌মার হয়ে যাবে। অনর্থক বিপত্তির বোঝা বইতে গিয়ে, নিরালা-নির্জনে সে শান্তিটুকু অনুভব করার মওকা আর থাকবে না। এটা আমি কখ্খনো হতে দিতে পারিনে। আর তাই জান গেলেও দ্বিতীয় কাউকে শাদি আমি করবো না।

এই সময় ফৌজদার সাহেবদের ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল। সে শব্দ কানে পড়তেই ঝড়ের বেগে কক্ষ থেকে পালিয়ে গেল ফরিদা বেগম।

রোকন ও বইঘর.কম

মেজবানদের কাছে বিদায় নিয়ে সরদার আব্বাস খাঁ পুনরায় পথে যখন নামলেন, তখন তার মুখ থেকে একটা কথাই সজোরে উচ্চারিত হলো, কি বিচিত্র এই দুনিয়া আর বিচিত্র এর এক একটা মানুষের মন!

অতঃপর নিজ কিল্লা অভিমুখে ছুটতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, কথাটা মন্দ বলেনি ফরিদা বেগম। সত্যিই তো, কে বেশি সুন্দর, কার চেহারা সর্বাধিক চিত্তহারী–এ বিচারের মালিক চোখ, মানুষ তার বিচার করবে কি? লাইলী এ দুনিয়ায় কতটা সুন্দরী, একমাত্র মজনুর চোখ দিয়ে দেখলেই তা অনুধাবন করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। তাইতো সেই মধু স্মৃতি বুকে নিয়ে মরতে পেরেছে মজনু, অন্যদিকে নজর তার যায়নি।

www.boighar.com

সরদার আব্বাস খাঁ ভাবছেন, অন্যদিকে নজর দিতে রাজী নয় ফরিদা বেগম নাম্নী আজকের এই অজ্ঞাত অখ্যাত মেয়েটাও। আর সরদার আব্বাস খাঁ? রোহিনী নদীর তীরে যে অনির্বচণীয় সুষমা দীলটা তাঁর আদ্য-অন্ত দখল করে ফেললো, তা কি তিনি আজীবন বয়ে বেড়াতে পারবেন না? পারবেন কি সেইখানে অন্য কাউকে বসাতে?

২

আগুন জ্বলছে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহর চোখে। ফতেপুরসিক্রির দরবার আজ নিরব নিস্তব্ধ। হাজেরা মজলিস নির্নিমেষ চেয়ে আছেন বাদশাহর মুখের দিকে। দরবারীরা সিংহাভাগই সামরিক লোক। মনসবদার, কিল্লাদার, রিসালাদার, ফৌজদার–এমন সব ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞ উজির-অমাত্য দুচারজন থাকলেও, সেনাপতি-সেনানায়কদের নিয়েই আজ দরবার ডেকেছেন দিল্লীর সম্রাট। জরুরী এত্তেলা পেয়ে সামরিক ব্যক্তিবর্গ যথা সময়েই হাজির হয়েছেন দরবারে। কিন্তু এই এত্তেলার কারণ কেউ জানেন না। সম্রাট এসে দরবারে হাজির হওয়ার সাথে সাথে স্তব্ধ হয়ে গেছেন সবাই। সম্রাট আকবরের দুচোখে আগুন। বিক্ষুব্ধ মুখমণ্ডল।

রোকন ও বইঘর.কম

সম্রাটের এই চোখের আগুন যতটা না ক্রোধের, তার অধিক গ্লানীর। গুজরাটের মীর্জারা তাঁর গালে যেন চপেটাঘাত করেছেন। সেখানকার সরদারেরা তাঁকে যেন দূর থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাচ্ছেন। গুজরাট বিজয়ের উৎসব পুরোপুরি শেষ হয়নি এখনও। এরই মধ্যে সে বিজয় তাঁর মিথ্যে হয়ে গেছে।

আকবর শাহর পিতা বাদশাহ হুমায়ন ঈসায়ী ১৫৩৬ সনে গুজরাট প্রদেশ অধিকার করেন। কিন্তু তার স্থায়িত্ব হয় স্বল্পকাল। অতি অল্প সময় গুজরাট মুঘলদের অধিকারে থাকে। গুজরাট জয় করে বাদশাহ হুমায়ুন শাহ দিল্লীতে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই গুজরাট আবার দিল্লীর শিকল ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীন হয়ে যায়। অতঃপর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত গুজরাট প্রদেশ স্বাধীন থাকে পূর্ববৎ।

বাদশাহ আকবর শাহর আমলে আবার সেই গুজরাট নিয়ে শুরু হয়েছে টানাটানি। রাজপুতানা বিজয় শেষ হওয়া মাত্র গুজরাটের উপর আগ্রাসী নজর পড়ে আকবর শাহর। তাঁর সাম্রাজ্য লিপ্সাই তাঁকে গুজরাট অভিযানে উৎসাহিত করে। সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থে আকবর শাহ বিনা কারণেই একের পর এক গ্রাস করছেন পররাষ্ট্র। ক্ষমতার অহংকারে তিনি কারণ-কসুরের কোন তোয়াক্কাই রাখছেন না। ধার ধারছেন না অজুহাতের। গুজরাটের ব্যাপারে কারণ-অজুহাত দুটোই হাতে ছিল তাঁর। এরপর আর লাগে কি? গুজরাট অভিযান তাঁর আর শ্লথ হবে কেন?

প্রথম কারণ হলো, গুজরাট তাঁর হৃতরাজ্য। কিছুদিনের জন্যে হলেও তাঁর ওয়ালেদ হুমায়ুন শাহ দিল্লী সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন গুজরাটকে। দ্বিতীয় কারণ সম্পদ লিপ্সা। রাজ্যবিস্তার প্রক্রিয়ায় প্রচুর ধন সম্পদ চাই তাঁর। অঢেল ধনে ধনবান গুজরাট প্রদেশ। তার সাথে গুজরাট একটি অর্থকরী সমুদ্র বন্দর। এটুকুই যথেষ্ট ছিল আকবর শাহকে গুজরাট জয়ে প্রলুব্ধ করতে। এর উপর তিনি আবার অজুহাত হিসেবে পেলেন এক গাদ্দারের আমন্ত্রণ।

গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজাফফর শাহ একজন অযোগ্য শাসক। তাঁর কুশাসনে সীমাহীন অবিচার আর অরাজকতা চলতে থাকে দেশে। ব্যহত হয় শান্তি ও উন্নতি। সম্পদে ও সামর্থে গুজরাট দিন দিন হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। দেশের এই দুরবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন গুজরাটের দেশপ্রেমিক ভূইয়া অধিপতিরা অর্থাৎ মীর্জা আর সরদারেরা। প্রতিবিধান কল্পে, সুলতান পরিবর্তনে উদ্যোগী হলেন তারা। শুরু হলো সংঘর্ষ। অপদার্থ মুজাফফর শাহ এই মীর্জা আর সরদারদের এঁটে উঠতে অক্ষম হলেন। গদী তাঁর যায় যায়। অবশেষে তাঁর মন্ত্রীর শরনাপন্ন হলেন তিনি। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। মন্ত্রী ইতিমাদ খাঁন হস্তক্ষেপ কামনা করলেন আকবর শাহর। স্বদেশের সর্বনাশ সাধনে ডেকে পাঠালেন বিদেশীকে।

রোকন ও বইঘর.কম

আর কি চাই? আকবর শাহ স্বয়ং সসৈন্যে রওনা হলেন গুজরাটের দিকে। আহমদাবাদ পর্যন্ত পৌঁছলে, মুজাফফর শাহ কাজ করলেন পরিকল্পনা মাফিক। দেশ যায় যাক, দুশমন জব্দ হোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্য স্বীকার করলেন দিল্লীর। কিছু ভাতার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা তুলে দিলেন দিল্লীশ্বরের হাতে। কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুললেন মীর্জা আর সরদারেরা। প্রতিরোধ প্রকট হলো সুরাটে। মুজাফফর শাহর সহায়তায় আকবর শাহ সুরাট দেড়মাস কাল অবরোধ করে রাখলেন। দেশের শাসকের বেঈমানীর কারণে বিচ্ছিন্ন মীর্জা আর সরদারেরা অধিক দিন টিকে থাকতে পারলেন না। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। শেষ হলো গুজরাট বিজয়। আকবর শাহ অতঃপর ফতেপুর সিক্রিতে ফিরে এলেন বিজয় উল্লাসে।

www.boighar.com

কিন্তু কয়েকটা দিনও যায়নি। এইমাত্র খবর পেলেন আকবর শাহর বিজয় স্তম্ভ গুড়িয়ে দিয়েছেন গুজরাটের স্বাধীনতাকামী নেতারা। বিজয় নিশান ছুঁড়ে ফেলেছেন সাগরে। মুঘল শাসনের নাম চিহ্নও সেখানে আর নেই। গুজরাট বিজয়ের উৎসব শেষ হতে না হতেই এসেছে এই সংবাদ। এ সংবাদ আকবর শাহর দুগালে চার চড় মারার চেয়েও অধিক আপমানকর ঘটনা। ক্রোধে ও অপমানে লাল হয়ে উঠে এই দরবার ডেকেছেন আকবর শাহ। দরবারে হাজির হয়েছেন সাপের মতো ফুঁস্‌তে ফুঁসতে।

দরবারে আসন গ্রহণ করেই গুরু গম্ভীরকণ্ঠে সম্রাট আকবর শাহ বললেন, বিল্লির খাহেশ হয়েছে সিংহের গালে আঁচড় কাটার। ছাগলের দলকে আমি আরব সাগরে নিক্ষেপ করতে চাই।

কিছুটা আঁচ করতে পারলেও পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়ায় দরবারীরা একইভাবে চেয়ে রইলেন বাদশাহর মুখের দিকে। ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বাদশাহ ফের রোষভরে বললেন, গুজরাটের মীর্জা আর সরদারদের বাজুতে এত তাকত জমা হয়েছে যে, দিল্লীর বাদশাহকে তারা থোড়াই পরোয়া করছে। দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

রাজপুতসহ কিছু অতিউৎসাহী সেনাপতি দরবার কাঁপিয়ে আওয়াজ দিয়ে উঠলো, "দিল্লীশ্বরঃবা জগদীশ্বরঃবা"। হুকুম হোক আলমপনা, আমরা তৈয়ার।

ঃ বন্ধ থাক তামাম কাজ, তামাম যুদ্ধ, তামাম অভিযান। সবার আগে গোটা গুজরাট চষে আমি সরষে বুনতে চাই আর তা কালবিলম্ব না করেই। আপনারা কি একমত?

এবার দরবারের প্রায় সবাই উষ্ণ সাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, একমত জাঁহাপনা। সম্পূর্ণ একমত। জাঁহাপনার এই উমদা সিদ্ধান্তকে আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

রোকন ও বইঘর.কম

নিরব রইলেন প্রবীন উজির খান-ই-খানান মুনিম খান আর একপাশে উপবিষ্ট সরদার আব্বাস খাঁ সহ কয়েকজন তরুণ কিল্লাদার। আকবর শাহর দৃষ্টি তা এড়ালো না। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, তাজ্জব! আমার এই সিদ্ধান্ত কারো কারো মনঃপুত নয় বলেই মালুম হচ্ছে! তাঁদের কি অন্য কোন কথা আছে?

এ কথায় দরবারীরা মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। মুনিম খান সাহেব সামনেই বসেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে আকবর শাহ ফের বললেন, আমি বিজ্ঞ উজির খান-ই-খানান মুনিম খান সাহেবের কথা শুনতে চাই। তাঁর তরফ থেকেও কোন উষ্ণ সাড়া পাচ্ছিনে। তিনি কি আমার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না?

উঠে দাঁড়ালেন খান-ই-খানান মুনিম খান ধীরকণ্ঠে বললেন, জাঁহাপনার সিদ্ধান্তকে অবমাননা করার মতো কোন গোস্তাখী আমার নেই হুজুর। তবে আমার একটা আরজ ছিল।

সম্রাটের দৃষ্টি প্রসরিত হলো। বললেন, আরজ! খান-ই-খানান বললেন, বাংলার সুলতান দাউদ খান কাররানীর ব্যাপারে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাকে সামাল দেয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। জাঁহাপনা এ ব্যাপারে দৃষ্টিদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেই আমি আজ এখানে এসেছি। এ সময় জাঁহাপনা অন্যদিকে নজর দিলে বাংলার দিকটা নাজুক হয়ে পড়বে জনাব।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন উজির টোড়রমল। ঠেশ্ দিয়ে বললেন-তাতো পড়বেই। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দোস্তীর মহড়া জুড়ে দিলে, দিল্লীশ্বর একা ক'দিক সামলাবেন?

ক্ষুণ্ন হলেন মুনিম খান। বললেন, তার অর্থ?

মন্ত্রী টোডরমল অভিযোগ এনে বললেন, মাননীয় খান-ই-খানান কি অস্বীকার করতে পারেন, দাউদ খানের পিতা সোলায়মান খান কারবানীর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তাঁর? সেই বন্ধুত্বের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়ে খান-ই-খানান সাহেব অকারণেই সন্ধি করেন দাউদ খানের সাথে?

ঃ অকারণে?

ঃ তাই বৈকি? কি কারণ ছিল তার, বলুন?

মুনিম খান সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন, সে কারণ দর্শানোর জন্যে আমি এখানে আসিনি। কথাও আমার হুজুরে আলা বাদশাহ বাহাদুরের সাথে। মাননীয় রাজস্ব উজির টোডরমল সাহেবের সাথে নয়।

বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো খান-ই-খানানের চোখে মুখে। তা দেখে আকবর শাহ নজর ফেরালেন টোডরমলের দিকে। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, উজির টোডরমল সাহেব আসন গ্রহণ করলেই আমি খুশি হবো।

রোকন ও বইঘর.কম

মুখ কাঁচুমাচু করে বসে পড়লেন টোডরমল। আকবর শাহ এরপর মুনিম খানকে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, বলুন খান-ই-খানান। আপনার কথা শেষ করুন।

মুনিমখান বললেন-পাটনায় সৈন্য সমাবেশ করার আগে জাঁহাপনা আমাকে সৈন্য দিয়ে-পরিকল্পনা দিয়ে-সাহায্যের কথা বলেছিলেন। পাটনার দিকে আমার বাহিনী আমি ধাবিত করে দিয়েছি। এই সময় জাঁহাপনা অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লে যে সব গোলমাল হয়ে যাবে জনাব। অতিরিক্ত সৈন্য পওয়ারও আমার আশা কিছু থাকবে না।

ঃ না থাকাই স্বাভাবিক। গুজরাট আমার অধিকার করা চাই-ই। সুতরাং বাংলার কথা থাক। গুজরাট অভিযানের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান পরামর্শ কিছু থাকলে, তাই দিন।

মুনিম খান থামলেন। এরপর নত মস্তকে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, কসুর মাফ হয় জাঁহপনা। সে ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে হলে আমি বিনীত কণ্ঠে বলতে চাই, জাঁহাপনার সিদ্ধান্তের সাথে আমি পুরোপুরি একমত হতে পারছিনে। কারণ তাড়াহুড়া করে কোন অভিযানেই অগ্রসর হওয়া সমীচিন নয়। শত্রুকে দুর্বল ভাবা উচিত নয়। ধীরস্থিরভাবে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় আলমপনা। সেখানে খোঁচা খাওয়া বাঘ।

এ কথায় আকবর শাহ খুশি হতে পারলেন না। তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এরপর বিরূপকণ্ঠে বললেন, হুঁউ! আপনি বসুন।

নজর ফেরালেন বাদশাহ। নজর দিলেন মৌন হয়ে বসে থাকা ও তরুণ ফৌজদার আর কিল্লাদারদের দিকে। তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন-আপনারাও মনেপ্রাণে আমার এই উদ্যোগ সমর্থন করতে পারছেন না, বুঝতে পরছি। কিন্তু কেন? এ প্রসঙ্গে কি বলার আছে আপনাদের?

উঠে দাঁড়ালেন বসে থাকা তরুণেরা। কিন্তু জবাবে কেউ কিছুই বললেন না। বাদশাহ নারাজ হলেন। নাখোশ কণ্ঠে? বললেন, বলার মতো আপনাদের যদি কিছুই না থাকে তাহলে বুঝবো, নিমকের প্রতি উদাসীন আপনারা। উদাসীন নিমকদাতার সমবেদনার প্রতি। আপনারা চান না, গুজরাটীদের ঔদ্ধত্য গুঁড়িয়ে দিই আমি।

কথা বললেন সরদার আব্বাস খাঁ। তিনি তাজিমের সাথে বললেন, গোস্তাখী মাফ হয় মালিক। অনুমতি পেলে আমি কিছু বলতে চাই।

সরদার আব্বাসের উপর নজর পড়তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সম্রাটের মুখমণ্ডল। তিনি খোশ কণ্ঠে বললেন, আরে এই যে সরদারজী তোমার কথা ভুলেই গেছি আমি। অথচ গুজরাট অভিযানে, বিশেষ করে সুরাট বিজয়ে, তোমার

রোকন ও বইঘর.কম

কৃতিত্বই ছিল অধিক।.তোমার বাহাদুরী এখনও আমাকে অভিভূত করে রেখেছে। আসলে লড়াইয়ের কামিয়াবী অধিক নির্ভর করে তরুণদের উদ্যমের উপর। বলো, কি বলতে চাও তুমি।

আব্বাস খাঁ একইভাবে বললেন-নিমকের প্রতি আমরা উদাসীন বলে মালিক যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে এনেছেন, তা ঠিক নয় মালিক। নিমকের হক আদায়ে আমাদের মধ্যে উদ্যমের কমতি নেই একবিন্দুও। তবে এই মুহূর্তে মালিক গুজরাট অভিযান করুন, এটা আমরাও মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারছিনে।

কুঞ্চিত হলো সম্রাটের ভ্রুযুগল। প্রশ্ন করলেন, কারণ?

আব্বাস খাঁ বললেন, মাননীয় খান-ই-খানান সাহেব যা বলেছেন, কারণ ঐ এটাই। গুজরাটের মীর্জা আর সরদারেরা মোটেই দুর্বল শক্তি নয়, মালিক। মালিকের পূর্ণ সামরিক শক্তি এখন মালিকের হাতে নেই। অনেক সেনা সৈন্য বাইরে আছেন নানাদিকে। তাদের গুছিয়ে না নিয়ে এখনই যুদ্ধ যাত্রা করলে, আল্লাহ না করুন, কামিয়াবী সুদূর পরাহতও হতে পারে।

ঃ অর্থাৎ ঐ মীর্জ আর সরদারেরা দুর্জেয়?

ঃ দুর্জেয় না হলেও, সহজ জেয়ও নয় মেহেরবান। লড়াইয়ের ময়দানে ঐ সরদার আর মীর্জাদের শক্তির পরিচয় আমি মুখোমুখি পেয়েছি। ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে ছিল বলেই তাদের পরাভূত করা সম্ভব হয়েছে আমাদের। তারা জোট বেঁধে ফেললে গতবারের মতো এতটা সহজ কখনোও হবে না। অন্তত এই আমার অনুমান, মালিক।

ঃ হুঁ ভয় পেয়েছো তুমি তাহলে দেখছি!

ঃ ভয় আমি কিছুতেই পাইনে মালিক ! জান কোরবান করতে আমি হরওয়াক্ত তৈয়ার। কিন্তু আমি ভাবছি অন্যকথা।

ঃ অন্য কথা!

ঃ মালিক অভয় দিলে তা বলতে পারি।

www.boighar.com

ঃ নির্ভয়ে বলো।

ঃ মালিক, বাহুবলে মানুষ জয় করা যায়, কিন্তু তার মন জয় করা যায় না। গুজরাটের মীর্জা আর সরদারেরা ঈমানদার মুসলমান। তাঁদের সাথে আলাপে আমি জেনেছি, নিজের দেশের স্বাধীনতা তাঁরা কখনই হারাতে চান না। সেই সাথে আবার দিল্লীর মহাপরাক্রম বাদশাহকেও তাঁরা অমান্য করতে চান না। মহাপরাক্রম বাদশাহ মুসলমান বলে বাদশাহর কাছে তাঁদের অনেক আশা। অর্থাৎ, বাদশাহকে তাঁরা তাদের অভিভাবক রূপে পেতে চান। পুত্রকে পিতা যেমন হেফাজত করে, সেই রকম হেফাজতি তাঁরা বাদশাহর কাছে কামনা করেন, আলমপনা।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সরদার আব্বাসের এটা কি সরদারদের প্রতি দুর্বলতা?

ঃ জি না মালিক। তাদের যা সত্যিকারের কামনা, তাই আমি বলছি।

আকবর শাহ এবার উষ্মার সাথে বললেন, তাহলে, তাদের সাথে আমাকে কি কুটুম্বিতা পাতানোর কথা বলছো তুমি? রাজ্য জয় বাতিল করে তাদের রাজ্য হেফাজত করতে বলছো?

ঃ ঠিক তা নয় মালিক। তারা মালিকের অভিভাবক সুলভ দৃষ্টি কামনা করেন আর মালিকের স্নেহধন্য হয়ে থাকার ইচ্ছে পোষণ করেন–এইটুকু মাত্র।

ঃ থামো। ঢের হয়েছে। তোমার কথায় তুচ্ছ একটা প্রদেশের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে পিছু হটে আসবো আমি? আমার গালে যে চটেপাঘাত করলো তারা, তা হজম করবো নিরবে? বাতুল কাঁহাকার?

আকবর শাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অমুসলমান সেনাপতিগণ একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, অসম্ভব। এমন একটা নাবালক বাতুলের প্রলাপ জাঁহাপনা কি কারণে এতক্ষণ বরদাস্ত করছেন, আমরা তাই ভেবে হয়রান হচ্ছি।

জাঁহাপনা বললেন, হয়রান হওয়ার কারণ নেই। আমি তার বীরত্বের কদর দিলাম, বালককে নয়। আপনারা বসুন–

সবাই আবার বসে পড়লেন। সরদার আব্বাস খাঁ তবুও সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বিণীত কণ্ঠে বললো, মালিক!

সম্রাট আকবর শাহ সদর্পে বললেন, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা নওজোয়ান। ভাবাবেগ নিয়ে বাদশাহী চলে না। তুমি বসো–

সরদার আব্বাস বসতে গেলে বাদশাহ ফের বললেন, না, দাঁড়াও। যার নূন খাও, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া কোন ঈমানদারী নয়। এ অভিযানে তুমি ইচ্ছে করলে দূরে থাকতে পারো।

চমকে উঠলেন সরদার আব্বাস খাঁ। করজোড়ে বললেন, দোহাই মালিক। আমাকে অন্য শাস্তি দিন, তবু এভাবে ভুল বুঝে আমার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দেবেন না মেহেরবান। এতটা সইতে পারবো না আমি।

প্রত্যুত্তরে আকবর শাহ বললেন, ভুল আমি বুঝবো না তখন, যখন দেখবো, আগের মতো এবারও তুমি পূর্ণদ্যোমে শরিক হচ্ছো এই অভিযানে আমার নিমকের দাম দিতে আগের মতোই প্রাণপাত করছো ময়দানে। তুমি বসো।

আব্বাস খাঁ বসে পড়লেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বাদশাহ ফের বললেন, আমার সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তই। গুজরাট অভিযান আমি করবোই আর এই অপমানের বদলা আমি নেবোই। আপনারা সেই মোতাবেক তৈরি হয়ে যান।

সবাই এবার একবাক্যে বলে উঠলো, আমরা তৈয়ার জাঁহাপনা। ইংগিত পেলেই সবাই বেরিয়ে পড়বো সঙ্গে সঙ্গে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ বহুত খুব। অচিরেই সে ইংগিত আপনারা পাবেন। এবার আসুন সবাই–

দরবার অন্তে আব্বাস খাঁকে ফাঁকে পেয়ে মুনিম খান সাহেব তিরস্কার করে বললেন, তোমার এই মুন্সিগিরির কি প্রয়োজন ছিল, বলো তো? গুজরাটের মীর্জারা কি চান, সে ব্যাপারে তোমার এই সুপারিশ করার গরজটা কি ছিল?

সরদার আব্বাস খাঁ নতমস্তকে বললেন, জনাব!

ঃ সম্রাট যে এত সহজভাবে এটা নেবেন, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। ক্রোধের বশে যদি কোন বদ-হুকুম দিয়ে বসতেন তিনি?

সরদার আব্বাস মুখ তুলে বললেন-তবু চেপে যেতে পারলাম না জনাব। যা ন্যায্য, দেশ আর কওমের জন্যে যা কল্যাণকর, তা চেপে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না।

ঃ কি দেশ আর কওমের জন্যে কল্যাণকর?

ঃ এইভাবে মুসলমান শক্তিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে, দুর্দিনে মুঘল তথা মুসলমান শাসনের সাহায্যে আসবে কে জনাব? রাজপুত, শিখ আর মারাঠারা কি আসবে কখনও? বরং উল্টো ছুরি ধরবে তো তারাই।

ঃ নওজোয়ান!

ঃ দিগ্বিজয় করতে চান, তিনি করুন। কিন্তু মুসলমান শক্তিগুলোকে পক্ষে রেখেই করাটা কি উচিত নয় তাঁর? পাঠানদের প্রায় ধ্বংশ করেই দিলেন। অবশিষ্টগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দিলে, মুসলমানদের ভবিষ্যত বলে কি থাকবে জনাব?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে খান-ই–খানান বললেন-তুমি এখনও নাবালকই রয়ে গেছো সরদার আব্বাস! মুসলমানদের ভবিষ্যত নিয়ে কাতর হয়ে পড়ছো তুমি কার কাছে? এই বাদশাহকে আজও তুমি মুসলমানদের প্রতিভূ বলেই বিবেচনা করে আসছো? তিনি কি সত্যিই একজন খাঁটি মুসলমান?

ঃ জি?

ঃ সে বিবেচনা বাদশাহ বাবর শাহ আর হুমায়ূন শাহ পর্যন্তই করা চলে তাঁরা দুজনই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিলেন আর কওমের প্রতি দরদও তাঁদের জিয়াদাই ছিল। কিন্তু ইনি তো বিলকুল তাদের বিপরীত।

ঃ জনাব।

ঃ শরীয়তের বিধান যিনি মানেন না, পূজা নামাজ দুটোই যাঁর মহলে এক সাথে চলে, তার কাছে কি আশা করো তুমি? তোমার অনুভূতি তাঁকে স্পর্শ করলে তো?

আব্বাস খাঁ ম্লান কণ্ঠে বললো-জি জনাব, তা ঠিক।

ঃ উৎসাহ খাটো করো নওজোয়ান। আমরা নওকর, বাদশাহ নই। এ নিয়ে দিনরাত মাথাকুটেও কিছুই করতে পারবো না আমরা। নকরী করি, নিমক খাই। নিমকের দাম দেয়াই ঈমানদারী আমাদের।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ জি, তা বটে।

ঃ দেখলে না, অমুসলমান সেনাপতিগণ, তোমার কথায় ওরাই ঘিরে রেখেছে বাদশাহকে। ওদেরই বোনবেটি বাদশাহর ঘরে।

ঃ জনাব।

ঃ ভবিষ্যতের জন্যে হুঁশিয়ার হয়ে যাও। নইলে চরম মুসিবতে পড়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে।

সরদার আব্বাস খাঁ নিশ্বাস ফেলে বললেন-জি জনাব, তাই হবে।

www.boighar.com

সৈনিকের জীবনে কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না, স্বপ্ন দেখার অবকাশ থাকতে পারে না, যদি সে সৈনিক আকবর শাহর মতো কোন রাজ্যলিপ্সু সম্রাটের সৈনিক হয়। গৃহকোনের পরিবর্তে বিছানাটা তার ময়দানেই পেতে রাখা উচিত। এক ময়দান থেকে আর এক ময়দানে। এক ছাউনি থেকে আর এক ছাউনিতে। সে বিছানাটাও আবার ঘুমানোর জন্যে নয়, দুশমনের পদশব্দের প্রতি কান পেতে থাকার জন্যে। নিরিবিলি কুঞ্জে নিশ্চিন্তে শুয়ে শুয়ে কোন সুখস্বপ্ন দেখার কল্পনাটাও বোধ করি তার জন্যে হারাম।

ফতেপুর সিক্রির দরবার থেকে ফিরে এসে সরদার আববাস খাঁ বসে বসে এই কথাই ভাবছেন। প্রায় গোটা একটা বছরই তাঁর কেটে গেল বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে। রোহিনী নদীর তীরে যে মধুময় মুখস্মৃতি অন্তরে পুরে নিয়ে এলেন, সে মুখ স্মৃতি রোমন্থন করার পুরো একটা দিন সময়ও তিনি বছরের মধ্যে পেলেন না। ফৌজদার আসাদ বেগের দাওয়াত রক্ষা করে কিল্লায় ফিরে এসেই দেখলেন, সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সেখানে। তাঁর সহকারী ইয়াকুব আলী সৈন্য দল তৈরি করে নিয়ে অধীর আগ্রহে বসে আছেন তাঁর অপেক্ষায়। খবরঃ সম্রাট আকবর শাহ সসৈন্যে রওনা হচ্ছেন গুজরাট অভিযানে। আগামীকাল প্রত্যুষেই সরদার আববাস খাঁকে সৈন্যদল সহ গিয়ে সম্রাটের বাহিনীর সাথে শামিল হতে হবে।

ব্যস, শুরু হলো কসরত। রণদামামা, রণ হুংকার আর জীবন মরণ সংগ্রাম। আটদশটা মাস গুজরাটের ময়দানে আর পথে প্রান্তরে কাটিয়ে কিল্লায় ফিরে এলেন আববাস খাঁ। তার পরেও রেহাই তিনি পেলেন না। একজন কর্মদক্ষ নওজোয়ান বোধে, মাসাধিক কাল সম্রাট তাঁকে ব্যস্ত রাখলেন বিজয় উৎসবের আনজামে। সে উৎসব সমাপ্তির পথে পৌঁছে দিয়ে কিল্লায় ফিরে এলেন আবার। একটানা পরিশ্রমের ধকলটা পুরোপুরি না সামলাতেই পুনরায় এত্তেলা এলো,

রোকন ও বইঘর.কম

ফতেপুর সিক্রিতে দরবার ডেকেছেন সম্রাট। যথা সময়ে সে দরবারে তাঁর হাজির হওয়া চাই-ই। হাজির হলেন দরবারে আর সেই দরবার থেকে নিয়ে এল পুনরায় এই গুজরাট অভিযানের হুকুমনামা। অর্থাৎ আবার তাঁকে গুজরাটে ছুটতে হবে সসৈন্যে। বিলম্ব নেই মোটেই। সম্রাটের নির্দেশটা এসে পৌঁছার অপেক্ষা মাত্র।

সহকারী ইয়াকুব আলীকে সৈন্যদল সাজানোর নির্দেশ দিয়ে এসে সরদার আববাস খাঁ কিল্লার খাস কামরায় বসে বসে ভাবছেন, নকরীর কি বিড়ম্বনা! প্রায় একটা বছরের মধ্যে নিজেকে নিয়ে নিরিবিলিতে ভাববার কোন ফুরসুতই তাঁর হলো না। ভেবেছিলেন, বিজয় উৎসবটা শেষ হলেই অখণ্ড অবসর পাবেন তিনি। মওকা পাবেন রোহিনীর তীরে দেখা সেই অসামান্যা রূপসীর খবর করার। যদিও আশা কিছুই নেই, তবু তার খবর করার আগ্রহ দিলে তাঁর দুরন্ত। কোন ঠিকানা জানা না থাকলেও, নিশানা আছে একটা। সে নিশানা রোহিনী নদীর তীরে সেই বজরা বেড়ানো জায়গাটা। তরুণীটি বলেছিল, বছরে একবার এই দিনে তারা সেখানে অর্ঘ্য দিতে আসে। সে দিনটি আব্বাস খাঁর মুখস্ত। বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। সে দিনটি আগত। সরদার আব্বাস খাঁ আশা করেছিলেন, ঐ নির্দিষ্ট দিনে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হবেন আবার। দিনমানে বসে থাকবেন তাদের আগমন অপেক্ষায়।

কিন্তু সে আশা তার নিহত হলো অংকুরেই। এখনই আবার তাঁকে ছুটতে হচ্ছে গুজরাটে। কতদিন আর কত মাস যে গুজরাটেই থাকতে হবে তাঁকে, কে জানে! কবে নাগাদ শেষ হবে সে লড়াই, তা আন্দাজ করার উপায় নেই। লড়াই শেষে নিজেই তিনি এ দুনিয়ায় থাকবেন কিনা, আল্লাহ মালুম। কাউকে কারো মারতে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, নিজে সে কারো হাতে মরবে না।

ভারী হয়ে উঠলো আব্বাস খাঁর মন। সেই তরুণীটির খবর করা দূরের কথা, ফৌজদার আসাদবেগের পরিবারের খবরটাও এই এক বছরের মধ্যে করতে তিনি পারেননি। ফৌজদার সাহেবের শ্যালিকা ফরিদা বেগমের ব্যাপারেও অনেক খানি আগ্রহ ছিল আব্বাস খাঁর। ফরিদা তার সেই পণ প্রতিজ্ঞা কতখানি অটুট রাখতে পেরেছে, সেটা জানার পুলকও রয়ে গেছে তাঁর অন্তরে। কিন্তু জানার কোন মওকাই তাঁর এলোনা। লড়াইয়ের ময়দানে আর সম্রাটের দরবারে ফৌজদার আসাদবেগকে দু'একবার এক ঝলক দেখেছেন বটে, কিন্তু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আলাপের জন্যে সে দেখা পর্যাপ্ত নয়। পরিবেশও অনুকুল নয়। আব্বাস খাঁ ভাবছেন সব কিছুই এক বছরের দেয়ালে আড়াল হয়ে গেছে। উঁকি দিয়ে দেখার ফুরসুতটুকুও নেই তাঁর। ভাবতে ভাবতে নেতিয়ে পড়লেন সরদার আব্বাস খাঁ। ক্লান্তির ভারে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসনেই গা এলিয়ে দিলেন। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। নওকর শের আলী এসে মৃদুকণ্ঠে ডাক দিতেই লাফিয়ে

রোকন ও বইঘর.কম

উঠলেন আব্বাস খাঁ। চোখ ডলতে ডলতে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন-এ্যাঁ! এসে গেছে? বাদশাহর নির্দেশ এসে গেছে?

নওকর শের আলী ভয়ে ভয়ে বললো-জিনা হুজুর। দু'জন দর্শন প্রার্থী এসেছে। কিল্লার ফটকে অপেক্ষা করছে তারা।

ঃ দর্শন প্রাথী!

ঃ জি হুজুর। হুজুরের কাছে কি যেন তাদের আরজ আছে।

বিরক্তি ফুটে উঠলো আব্বাস খাঁর চোখে মুখে। বললেন-এরই জন্যে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো? একটু বিরাম নিতেও দেবে না?

ঃ হুজুর!

ঃ অন্যকাউকে এ কথাটা জানালেও তো পারতে। ইয়াকুব আলী সাহেবকে বললেও তিনি আরজ তাদের শুনতে পারতেন।

ঃ কসুর মাফ হয় হুজুর। তাদের কথা তারা হুজুরকে ছাড়া আর কারো কাছে বলবে না।

ঃ কি কথা তাদের?

ঃ তা তো জানিনে হুজুর। তারা তা কিছুতেই বলতে রাজী নয়।

ঃ কোথা থেকে এসেছে?

ঃ তাও বলছে না হুজুর।

ঃ তাহলে তাদের বিদেয় করে দিলে না কেন?

শের আলী কাঁচুমাচু করে বললো-বিদেয় যে হয় না হুজুর। বলছে, হয় তোমাদের হুজুরের কাছে নিয়ে চলো, নয় এই কিল্লার দুয়ারেই আমরা হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবো মরে যাবো তবু এখান থেকে একচুল নড়বো না।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তাদের বড়ই পেরেশান দেখাচ্ছে হুজুর। ক্ষুৎ-পিপাসায় নেতিয়ে পড়েছে দুজনই। একজন আবার মেয়ে ছেলে। সে বেচারী বসে পড়েছে ধূলোর উপরই।

ঃ বলো কি!

ঃ নইলে কি আর হুজুরকে এ সময় বিরক্ত করতে আসি? নেহায়েত কাঙাল-মিস্‌কীন বলেও মনে হচ্ছে না তাদের। সাথে আবার একটা ঘোড়াও আছে।

ক্ষণকাল চিন্তা করলেন সরাদার আব্বাস। অগত্যা বিরক্তির সাথে বললেন-আচ্ছা যাও। আনো তাদের এখানে।

ঃ এখানে? এই খাস কামরায় হুজুর?

ঃ হ্যাঁ তাই আনো। আমার আর উঠার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ক্ষণকাল পরেই জড়োসড়োভাবে একপুরুষ আর একজন মহিলা আব্বাস খাঁর সামনে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। সালামের জবাব দিয়ে সরদার আব্বাস লক্ষ্য

রোকন ও বইঘর.কম

করলেন, ক্লান্তিতে বিমর্ষ হয়ে পড়লেও, পুরুষটি মোটামুটি সম্ভ্রান্ত লোক। চেহারাটাও মন্দ নয়, ভালই। মহিলাটির আপাদ মস্তক কালো বোরকায় ঢাকা। তার চেহারা দেখার উপায় নেই। আরো তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, পুরুষটির পরণে ফৌজী লেবাস। সে লেবাস একেবারেই অবিন্যস্ত আর ধূলোবালিতে আচ্ছন্ন। ভাল করে খেয়াল না করলে, বুঝে উঠা দুঃসাধ্য। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন-আপনারাই আরজ নিয়ে এসেছেন?

পুরুষটি অস্ফুটকণ্ঠে বললো, জি।

ঃ কি আপনাদের আরজ।

গলা ঝেড়ে পুরুষটি এবার সবিনয়ে বললো, জনাবের কাছে আমরা আশ্রয় চাই। দয়া করে আশ্রয় দিন আমাদের।

সরদার আব্বাস আরো বিস্মিত হলেন। বললেন, আশ্রয় দেবো! নাম কি আপনার?

ঃ জি ফিরোজ মাহমুদ।

ঃ তা আমি আপনাদের আশ্রয় দেবো কেন?

ঃ নইলে যে আর উপায় নেই আমাদের। মুসিবতে পড়ে আমরা তিনদিন যাবত আশ্রয়ের জন্যে ছুটোছুটি করছি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব-কারো কাছেই আশ্রয় আমরা পেলাম না। নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি জনাব।

ঃ আত্মীয় স্বজন আশ্রয় দেয়নি ইংগিত করে ফিরোজ মাহমুদ বললো– ইনি বললেন, কেউ আশ্রয় না দিলেও আপনি আশ্রয় দেবেনই। না দিয়ে পারবেন না।

ঃ তাজ্জব! কে উনি?

ঃ আমার বিবি।

ঃ আপনার বিবি! আপনার বিবি কি করে জানলেন, আশ্রয় আমি দেবোই?

এবার মুখ খুললো মহিলাটি। বললো, না দিলে যাবো কোথায় আমরা জনাব? আপনিই যে শেষ ভরসা আমার।

ঃ কি রকম? কে আপনি? নাম কি আপনার?

ঃ ফরিদা বেগম।

চমকে উঠলেন আব্বাস খাঁ। প্রশ্ন করলেন, কোন ফরিদা বেগম। বাড়ি কোথায় আপনার?

মহিলাটি এবার সলজ্জকণ্ঠে বললো, আমি ফৌজদার আসাদ বেগের শ্যালিকা ফরিদা বেগম। তাঁর ছোট শ্যালিকা।

পুনরায় লাফিয়ে উঠলেন সরদার আব্বাস খাঁ। শশব্যস্তে বললেন, সেকি–সেকি। আপনার এই হালত?

ঃ নসীবের মার ভাইসাহেব। এই নসীবই যে কবুল করে নিয়েছি আমি।

রোকন ও বইঘর.কম

আর প্রশ্ন না করে আব্বাস খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে হাঁকতে লাগলেন-শের আলী-শের আলী, দুখানা কুরসী লাও, জলদি–

ফরিদা বেগম বাধা দিয়ে বললো, থাক ভাই সাহেব। কুরসীর দরকার নেই। আমাদের আরজটা আগে–

আব্বাস খাঁও বাধা দিয়ে বললেন, আরে থামুন-থামুন। আপনারা পরিশ্রান্ত। এইভাবে দাঁড়িয়ে রেখে কথা বলবো? আগে বসুন, পরে শুনছি সব।

শের আলী তৎক্ষণাৎ দুটি কুরসী এনে পেতে দিয়ে গেল। ফরিদারা সেই কুরসীতে বসলে, সরদার আব্বাস ফের বললেন-এবার বলুন। ঘটনা কি, তাই আগে শুনি।

ফরিদা বেগম ফের লজ্জিত কণ্ঠে বললো, ইনিই আমার দুলাহভাইয়ের ফৌজের সেই সহকারী। এঁর কথাই আমি আমার বহিন শাহেদার শাদির দিনে আপনাকে বলেছিলাম।

সরদার আব্বাস খোশকণ্ঠে বললেন-আচ্ছা! শেষ পর্যন্ত তাহলে এঁর সাথেই শাদিটা আপনার হয়ে গেল?

ঃ জি, তাই হয়ে গেল।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! তাহলে আর মুসিবত কি?

ঃ এই শাদির জন্যেই মুসিবত। আপনাকে তো সেদিন আমি সব কথাই বলেছি। ইনাকে ছাড়া দুস্‌রা কাউকে শাদি আমি করবো না আর আমার বহিন-দুলাভাই এ শাদি কিছুতেই হতে দেবেন না। এরপর মুসিবত হবে না কেন, বলুন?

ঃ সে কি! শাদিটা তাহলে হলো কি করে?

ঃ আমরা নিজেরাই করে নিলাম। তড়িঘড়ি করে এসব করতে আমাকে হতো না। কিন্তু আমার বহিন আর দুলাভাই কিছুতেই আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলেন না। গোটা বছর চলে যায় তবু আপনার তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, তাঁরা অন্যত্র আমার শাদির ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেললেন। দিনক্ষণও ধার্য হয়ে গেল। শাদির আসর থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় দেখে, আগেই আমি বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে আর গোপনে একে শাদি করে নিয়ে পালিয়ে এলাম ওখান থেকে।

ঃ বলেন কি। তারপর?

ঃ তারপর এই ঘুরছি। গত তিনদিন যাবত চেনাজানা সকলের কাছে গেলাম। কিন্তু ঘটনাটা শুনার পর আমার দুলাভাইয়ের ভয়ে কেউ আশ্রয় দিলেন না।

ঃ হুঁউ! তাই আমার কাছে এসেছেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ জি! ভেবে দেখলাম, আশ্রয় দিলে আপনিই তা দিতে পারবেন। আমার দুলাভাইকে ভয় করার মতো মোটেই দুর্বল আপনি নন। শক্তিতে, পদে, সব দিক দিয়েই আপনি আমার দুলাভাইয়ের উপরে। আপনার ভয় পাবার কি আছে?

ঃ ভয় না হয় না পেলাম। কিন্তু তিনি তো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনাদের আশ্রয় দিলে এই এতদিনের দোস্তীটা তো ছুটে যাবে আমার?

ঃ সেটা সাময়িক। সাময়িকভাবে কিছুটা নাখোশ তিনি হবেন ঠিকই। পরে আবার আপ্‌সে আপ্‌ সব ঠিক হয়ে যাবে। বরং আশ্রয় আমাদের না দিলেই সে দোস্তী আপনাদের ছুটে যাবে চিরদিনের জন্যে।

ঃ কি রকম?

ঃ আপনি আশ্রয় না দিলে পথে বসতে হবে আমাদের। তার পরিণাম, অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে আর দস্যু লম্পটের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে নির্ঘাত আমার মৃত্যু। সেক্ষেত্রে আমার বহিন দুলাভাই যখন শুনবেন, শেষ আশ্রয় হিসেবে আপনার কাছেও এসেছিলাম আমরা, আপনি আশ্রয় না দেয়ার কারণেই এই করুণ পরিণতি হয়েছে আমার, তখন কি আর সে দোস্তী থাকবে আপনাদের, বলুন? হাজার হোক, আমি তাঁদের আপনজন। বর্তমানে ক্রোধ তাদের যতটাই থাকুক, আমার ঐ করুণ পরিণতির খবর তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না।

সরদার আব্বাস খাঁ দুচোখ বিস্ফারিত করে সহাস্যে বললেন-ওরে বাপ্‌রে! আপনি তো খুব সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি! আখের গুণে চলেন!

ঃ কথাটা আমার সত্যি কিনা, ভেবে দেখুন। ঠিক এই মুহূর্তে শাদিটা আমাদের মেনে নিতে পারছেন না বলেই কি তাঁরা চান, ঐ রকম শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটুক আমার?

ঃ না-না, কখ্‌খনো তাঁরা তা চাইতেই পারেন না। বড় কায়েমী কথা বলেছেন।

ঃ তবে?

তবে আর কি? এসেছেন যখন তখন কি আমি আর আপনাদের অসম্মান করতে পারি? এই খানেই থাকবেন আপনারা।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ আর আপনার ঐ উনি, মানে ফিরোজ মাহমুদ সাহেব কি নকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন?

ফিরোজ মাহমুদ ম্লানকণ্ঠে বললেন, ইস্তফা না দিলেও এতটার পরে আমার নকরী আর ওখানে থাকে কি করে জনাব?

ঃ তা বটে-তা বটে।

ফরিদা বেগম বললো, ভাই সাহেব এঁকে ভাইসাহেবের ফৌজে ঢুকিয়ে নেবেন, এ আশা নিয়েও আমি এসেছি।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ জরুর–জরুর। তাহলে তো তা নিতেই হবে আমাকে।

ঃ সম্রাটের কাছে ভাইসাহেবের শুনেছি অনেক কদর। ভাইসাহেব একটু সুপারিশ করলে পরবর্তীকালে ভাল একটা পদও এঁর নসীবে জুটে যেতে পারে। তবে এ আশা আমার কেবল দয়ানির্ভর নয়। যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারী ইনি। একটু পরীক্ষা করলেই ভাইসাহেব তা বুঝতে পারবেন। ভাল একটা পদ পেলে দুলাভাইয়ের রাগটাও আর থাকবে না।

আব্বাস খাঁ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, হবে-হবে। ধীরে-সুস্থে ইনশাআল্লাহ সব ব্যবস্থা করা যাবে। আগে আহার-বিশ্রাম, পরে অন্য কথা।

–বলেই আব্বাস খাঁ নওকর শেরআলীকে ডাক দিয়ে বললেন, শের আলী, এখন থেকে ইনারা এই কিল্লাতেই থাকবেন। ঐ দিকে যে ভাল একটা চত্বর আছে, সেখানে ইনাদের নিয়ে যাও আর কায়েমীভাবে থাকার ব্যবস্থা করো। জলদি-জলদি। কোন তকলীফ এঁদের যেন আর না হয়। যা কিছু লাগে সব যোগান দেবে।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

ঃ কাজের ঝি কুলসুম আর তার খসমকে বলে দাও, এখন থেকে তারা এদের কাছেই থাকবে আর এঁদের খেদমতই করবে। এ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই।

ঃ জি হুজুর, জি।

ঃ আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, কবে ফিরবো ঠিক নেই। তুমিও সব সময় খবর নেবে এদের। কোন অসুবিধে এদের যেন না হয়।

ঃ হবে না হুজুর। কোন অসুবিধেই হতে আমি দেবো না।

ঃ আচ্ছা এখন নিয়ে যাও এঁদের।

অতঃপর ফিরোজ মাহমুদদের বললেন, যান ভাইসাহেব, এই শের আলীর সাথে আপনারা এখন চলে যান। পোশাক আশাক বদলিয়ে ঠিকঠাক হয়ে নিন, পরে আমি দেখা করতে আসছি।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফরিদা বেগম কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো, আপনার এই মেহেরবানীর জন্যে আপনাকে অশেষ, শুকরিয়া জানাই ভাইসাহেব। এমন মেহেরবানী এ দুনিয়ায় দুর্লভ।

সকলেই বেরিয়ে গেল। আব্বাস খাঁ বসে বসে ভাবতে লাগলেন–কি আশ্চর্য! এমন তো আহামরি চেহারা কিছু নয়? এই লোকই ফরিদার চোখে এ দুনিয়ায় সবচেয়ে সুন্দর জন? আর এঁরই জন্য এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে সে? বিচিত্র! একেই বলে ভাল লাগা, একেই বলে মনোবল!

রোকন ও বইঘর.কম

৩

অচিরেই ইংগিত এলো বাদশাহর। সবাইকে এত্তেলা দিয়ে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন গুজরাট অভিযানে। ফতেপুরসিক্রি থেকে বেরিয়ে রাজপুতানার সীমান্ত ধরে গুজরাট অভিমুখে ছুটতে লাগলেন তিনি। বাইরে অবস্থানরত জায়গীদার, কিল্লাদার ও ফৌজদারদের কাছে নির্দেশ এলোঃ অবিলম্বে এই পথে অগ্রসর হয়ে শাহী বাহিনীর সাথে তাঁদের শামিল হওয়া চাই-ই। বাদশাহ রওনা হলেন বাঘা বাঘা সালার আর সেনানায়কদের নিয়ে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই শশব্যস্তে বেরিয়ে পড়লেন জায়গীরদার, ফৌজদার ও কিল্লাদারগণ। স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগলেন বাদশাহর বাহিনীর সাথে শামিল হওয়ার জন্যে।

এগিয়ে যাচ্ছেন বাদশাহ। ফতেপুরসিক্রি থেকে কিছুটা পথ এগুতেই ধূলোবালি উড়িয়ে আর পাহাড়-টিলার পথ-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে একটি বাহিনী এসে নিকটবর্তী হলো। নিজবাহিনীর গতি শ্লথ করে দিয়ে বাদশাহ আকবর শাহ হাঁক দিলেন, কৌন হ্যায়?

বাহিনীর অধিপতি উচ্চৈঃস্বরে জানান দিলেন, দিল্লীশ্বরঃবা –জগদ্বীশ্বরঃবা।

চিনতে পেরে দিল্লীশ্বর বললেন, কে, ভগবত সিং?

ঃ শাহানশাহর আজ্ঞাবাহী গোলাম।

ঃ বহুৎ আচ্ছা। চলিয়ে–

এগিয়ে চললেন সম্রাট। কিছুপথ যেতেই আর একটা বাহিনীকে একইভাবে ছুটে আসতে দেখে পুনরায় নিজ গতি থামিয়ে দিলেন সম্রাট। হাঁক দিলেন, আওর কৌন্?

আগত সৈন্যদলের সামনে থেকে আওয়াজ এলো, শাহান শা জিন্দাবাদ!

ঃ কে, কিল্লদার নসরত খাঁ?

ঃ বান্দা হাজির মেহেরবান।

ঃ খোশ আমদেদ! চলিয়ে–

বোকন.ও বইঘর.কম

এরপরেই ছুটে এলো ফৌজদার আসাদবেগের বাহিনী এবং অতঃপর একইভাবে এক একজনের বাহিনী এসে শাহী বাহিনীর সাথে শামিল হতে লাগলো। বাদশাহও পূর্ববৎ থেমে থেমে সেসব বাহিনীকে নিজ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফৌজদার, কিল্লাদার, জায়গীরদারও সম্ভাব্য অন্যান্যের বাহিনী এসে বাদশাহর বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়া শেষ হয়ে গেল। সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ছুটতে লাগলেন বাদশাহ।

খানিকটা পথ এগিয়ে আসার পর বাদশাহ ফের অকস্মাত হাত তুলে হাঁক দিলেন, রোখ্ যাও–

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গোটা বহিনীর গতি। হকচকিয়ে গিয়ে সকলেই চাইতে লাগলেন এদিক ওদিক। শাহানশাহর পার্শ্ববর্তী সেনানায়কগণ প্রশ্ন করলেন, ঘটনা কি মেহেরবান? আর কোন বাহিনীর আগমন তো কোথাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না?

বাদশাহ আকবর শাহ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, কেন যাচ্ছে না, সেইটেই আমার প্রশ্ন।

ঃ জাঁহাপনা!

কিঞ্চিৎ দূর থকে কিল্লাদার ভগবত সিং বললেন, আমাদের জানা মতে আর কারো আগমন তো বাকি নেই আলম্পনা!

শাহানশাহ একইভাবে বললেন, আছে। এক জবরদস্ত্ লড়নে-ওয়ালার আগমন এখনও বাকি আছে।

ভগবত সিং প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি খোদাবন্দ্! তাহলে কে তিনি?

ঃ সরদার আব্বাস কোথায়? কিল্লাদার আব্বাস খাঁ?

খেয়াল হতেই সকলে মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। অলক্ষ্যে উল্টে গেল ভগবত সিং এর ঠোঁট। তিনি বিরূপকণ্ঠে বললেন, তাজ্জব! তার আশা হুজুরে আলা এখনও তাহলে রাখেন।

কঠোর হলো হুজুরে আলা আকবর শাহর চাহনী। তিনি শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তার অর্থ।

দমে গেলেন ভগবত সিং। সবিনয়ে বললেন, কসুর মাফ হয় মেহেরবান। সে তো এটা চায় না। হুজুরের এ অভিযান সরদার আব্বাস খাঁর আদৌ মনঃপুত নয়। সে দিনের দরবারেই তার সে মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে হুজুর। সে আসবে কেন?

ঃ ভগবত সিং!

ভগবত সিং এবার কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, যার নুন খায় তার গুণ না গেয়ে সে গুণ গায় গুজরাটের সরদার আর মীর্জাদের। কি সাংঘাতিক! সে আসেনি ভালই হয়েছে আলমপনা। লড়াইয়ের ময়দানে এমন অবিশ্বাসী লোক না থাকাই ভাল।

রোকন ও বইঘর.কম

কিল্লাদার নসরত খাঁ এতটা সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি এর প্রতিবাদ করছি জাঁহাপনা। সরদার আব্বাস কখ্খনো নিমকহারাম নন, বিশ্বাসঘাতক নন। তিনি একজন সৎ আর ঈমানদার মুসলমান। পদমর্যাদতেও সিং মশাইয়ের চেয়ে তিনি নিচে নন, বরং কিছু উপরেই। 'তুমি' 'সে' ইত্যাদি বলে তাঁকে এমন তাচ্ছিল্য করার আর তাঁর মতো লোকের প্রতি এমন হীন অপবাদ প্রয়োগ করার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি।

জাঁহাপনা কিছু বলার আগেই কিল্লাদার ভগবত সিং রোষভরে বললেন, প্রতিবাদ করছেন? এতই যদি ঈমানদার তিনি, তাহলে আজ তাঁর পাত্তা নেই কেন?

ঃ এখানে নেই মানেই তাঁর পাত্তা নেই, এটা বলা চলে না। ময়দানে তাঁকে ঠিকই পাওয়া যাবে।

www.boighar.com

ঃ কখ্খনো তা যাবে না। মুখে সে কথা না বললেও, তাঁর মনের ভাব সেই দরবারের দিন ঠিকই বোঝা গেছে। এ লড়াইয়ে কখ্খনো তিনি আসবেন না।

ঃ আপনার এ ধারণা অযৌক্তিক। যদি না-আসার ইচ্ছেই তার থাকতো। তাহলে সে কথা তিনি সেই দরবারেই খোলাখুলি প্রকাশ করে বলতেন। তাতো তিনি বলেননি।

ঃ জাঁহাপনা নাখোশ হবেন ভেবেই তিনি বলেননি। মনের ভাব মনে লুকিয়ে রেখে বাইরে অন্যভাব দেখিয়েছেন। জাঁহাপনাকে খুশি রাখার জন্যে কপট তোয়াজস্তুতি করেছেন।

ঃ অসম্ভব। কোন ঈমানদার মুসলমানের আচরণ তা নয়। মনের মধ্যে বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখে স্বার্থের লোভে তোয়াজস্তুতি কোন ঈমানদার করে না। তাঁদের মন আর মুখ এক। যা করবেন, তা তাঁরা সরাসরি জানিয়ে দেন। স্বার্থবাদী বেঈমানদের মতো মনে এক আর মুখে আর এক কথা বলেন না।

ঃ বটে!

ঃ অবশ্য সেজন্যে তাঁদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তবু পরকালে বৃহৎ ক্ষতি সামলাতে ইহকালের ক্ষুদ্র ক্ষতি কবুল করতে তারা হরওয়াক্ত তৈয়ার থাকেন। কারণ বেঈমান আর মোনাফেকদের পরকাল অমানিশার অন্ধকারে ভরা।

আকবর শাহ আর চুপ থাকতে পারলেন না। বাধা দিয়ে বললেন, আহ! বিতর্ক রাখুন। কিল্লদার নসরত খান সাহেবের কি কথা, তাই তিনি বলুন। তাঁর কি এই ধারণাই প্রবল যে, সরদার আব্বাসকে ময়দানে পাওয়া যাবেই।

ঃ জি মেহেরবান। এ প্রত্যয় আমার দৃঢ়।

ঃ কিন্তু শাহী বাহিনীর সাথে তার শামিল হতে না আসাটা খাঁ সাহেব ব্যাখ্যা করবেন কি ভাবে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ মালুম, তিনি আগেই বেরিয়ে পড়েছেন জাঁহাপনা। বার্তা পাওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়েছেন সসৈন্যে। পথে এসে জাঁহাপনার বাহিনীর সক্ষাত না পেয়ে হয়তো ঐ ভাবেই এগিয়ে গেছেন সামনে। পথে না হলেও, আমার বিশ্বাস, গুজরাটে সীমান্তে তার সাক্ষাত আমরা পাবোই। চরম কোন মুসিবতে না পড়ে থাকলে। এভাবে পিছিয়ে থাকার মতো নওজোয়ান সরদার আব্বাস খাঁ নন মেহেরবান।

আব্বাস খাঁর চরিত্রের প্রতি আকবর শাহর ধারণাও বিরূপ নয়। তিনি সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মালুম। ঠিক হ্যায়, তব্ চলিয়ে–

সদলবলে এগিয়ে চললেন সম্রাট।

আসলে কিল্লা থেকেই সরদার আব্বাস খাঁ বের হননি তখনও। এটা তাঁর গাফিলতি বা অনাসক্তি নয়, এটা তার বদনসীব। বাদশাহর নির্দেশ নামা এইমাত্র তার হাতে এসে পৌঁছলো। বার্তা বাহকের অমার্জনীয় ভুলের জন্যে বাদশাহর নির্দেশ তিনি যথা সময়ে পাননি। বাদশাহর নির্দেশের অপেক্ষায় হরওয়াক্ত ঃ কান পেতে থাকার পরও, তাঁর কাছে সে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে ভেবে বার্তাবাহক নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ আজকেই তার খেয়াল হয়েছে–কিল্লাদার সরদার আব্বাস খাঁ বাদ পড়ে গেছেন, তাঁর কাছে নির্দেশ পৌঁছানো হয়নি। ফলে হন্তদন্ত হয়ে সে যখন বাদশাহর এই নির্দেশনামা আব্বাস খাঁর কিল্লায় এনে পৌঁছে দিয়ে গেল, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। খবরঃ গতকাল প্রত্যূষেই গুজরাটের পথে রওনা হয়েছেন বাদশাহ। জায়গীরদার, কিল্লাদার ও ফৌজদারেরা সকলেই গতকালই গিয়ে শামিল হয়েছেন শাহী বাহিনীর সাথে। রাজপুতানার সীমান্ত ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন সবাই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সরদার আব্বাস খাঁ। যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। এই অভিযানে তাঁর যোগদান নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন বাদশাহ। আব্বাস খাঁ ইচ্ছে করলে, এ অভিযানে যোগদান থেকে বিরত থাকতে পারেন বলে বাদশাহ আকবর শাহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আব্বাস খাঁর ঈমানদারী নিয়ে বাদশাহর কোন সংশয় থাকবে না এখন, যখন বাদশাহ দেখবেন আগের মতোই পূর্নোদ্যমে আব্বাস খাঁ শরিক হয়েছেন এই অভিযানে।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে পূর্নোদ্যমে তো দূরের কথা, বাদশাহ সসৈন্যে রওনা দেয়ার একদিন পরও আব্বাস খাঁ তাঁর কিল্লা থেকেই বেরোননি। এ কসুরের মার্জনা নেই। এ দুর্ভাগ্যের তুলনা নেই। কোন কৈফিয়তই অতঃপর বাদশাহর সংশয় বিমোচনে পর্যাপ্ত নয়। চিন্তা করে আব্বাস খাঁ তৎক্ষণাৎ এ দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের কোন পথই খুঁজে পেলেন না। এই ভেবেই কেবল সারা হতে লাগলেন

রোকন ও বইঘর.কম

যে সবার শেষে গিয়ে কোন মুখে তিনি বাদশাহর সামনে দাঁড়াবেন। বার্তাবাহক ভুল করেছে, তিনি নিজে করেছেন কি? এতবড় একটা তুলকালাম ব্যাপার, তিনি কেন এদিকে লোক লাগিয়ে রাখেননি?

সহকারী ইয়াকুব আলীও এই দুর্ঘটনা জানার পর দিশেহারা হয়ে গেলেন। অপেক্ষায় থেকে থেকে অগোছালো হয়ে গেছে বাহিনী। একে গুছিয়ে নিয়ে বের হতে কমপক্ষে আজকের গোটা দিনটা দরকার। এরপরে রওনা হলে, শাহী বাহিনীর নাগাল পথের মাঝে পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নেই। একমাত্র গুজরাটে গিয়ে পৌঁছেই সে বাহিনীর সাথে শামিল হওয়া সম্ভব, যা ইয়াকুব আলীও চিন্তা করে কুল কিনারা পেলেন না। উস্তাদ–সাগরিদ উভয়েই তাৎক্ষাণিকভাবে হতাশার অতল তলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

যত মুস্কিল তত আসান। ক্ষণকাল পরেই আবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন সরদার আব্বাস খাঁ। মাথায় তাঁর হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, রাজপুতনার সীমান্ত ধরে গুজরাটের পথ অনেক দীর্ঘ। সে পথে এঁকে বেঁকে গুজরাটে পৌঁছতে শাহী বাহিনীর কমপক্ষে বারো চৌদ্দ দিন লাগবে। সে পথে না গিয়ে সোজাপথ ধরলে অনেক কম সময়ে পৌঁছা যাবে গুজরাটে। সে পথ রোহিনী নদীর তীর বরাবর গুজরাটের পথ। গোটা বাহিনী চলাচলের উপযোগী নয় এ পথ। কিন্তু জনাকয়েক সঙ্গীসহ এ পথে রওনা হলে গুজরাটে পৌঁছতে দিন দশেকের অধিক সময় লাগবে না। বাদশাহর আগেই যদি তিনি গিয়ে গুজরাটে হাজির থাকতে পারেন, তাহলে তা দেখে জরুর বাদশাহর তামাম সংশয় তিরোহিত হবে। খুশি হবেন বাদশাহ এবং বার্তা বাহকের গাফিলতির দায় আব্বাস খাঁর ঘাড়ে একতিলও বর্তাবে না।

পরিকল্পনা স্থির করে নিয়ে সরদার আব্বাস খাঁ সহকারী ইয়াকুব আলীকে বললেন, ইয়াকুব আলী সাহেব, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে বসে বসে ভেবে আর লাভ নেই। অতঃপর যা করণীয়, তাই করার জন্যে তৈয়ার হয়ে যান।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে ইয়াকুব আলী বললেন, অর্থাৎ?

সরদার আব্বাস বললেন, এ লড়াইয়ে আমাদের যোগদান করতেই হবে–এটা তো ঠিক?

ঃ জি জনাব, সেটাতো একশোভাগ ঠিক। আমি সে কথা ভাবছিনে। ভাবছি, আমাদের এই গাফিলতি শাহান শাহ কোন নজরে নেবেন সেই কথা।

ঃ তা যে নজরে নেন, নেবেন। সেই কথা ভেবে বসে থাকার অবকাশ নেই। বাহিনী তৈয়ার করে নিয়ে আগামীকাল ভোরেই আপনি রওনা হয়ে যান।

ঃ জনাব!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ রজপুতনার সীমান্ত ধরে ছুটে যত জলদি পারেন, শাহীবাহিনীর নাগাল ধরার কোশেশ করুন। অন্তত গজরাটের সীমান্তে গিয়েও যদি শাহী বাহিনীর সাথে শামিল হতে পারেন–তাহলেও অনেকখানি কাজ হবে।

ইয়াকুব আলী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আর আপনি জনাব? আপনি কি এ লড়াইয়ে শরিক হতে চান না?

ঃ আলবত চাই। গুজরাটে পৌঁছেই আমাকে সেখানে পাবেন।

ঃ কয়েকজন সেপাই নিয়ে আমি গুজরাটের পথে রওনা হবো আজই আর অবিলম্বেই। রোহিনীর তীর বরাবর সোজা পথে ছুটে শাহী বাহিনীর আগেই আমি হাজির হবো গুজরাটে। বাছাই করা আটদশজন জোয়ান আমার কাছে পাঠিয়ে দিন জলদি। তারা আমার সাথে যাবে।

সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ইয়াকুব আলী। আব্বাস খাঁ ফের বললেন, দুর্বোধ্য মোটেই কিছু নয় ইয়াকুব সাহেব। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই। যান যা বললাম মেহেরবানী করে তাই করুন। কয়েকজন জোয়ান আমার কাছে পঠিয়ে দিন আর আগামীকালই রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিন।

ইয়াকুব আলী সাহেব খোশকণ্ঠে বলে উঠলেন, সাব্বাস্ জনাব! আপনি সেরেফ হিম্মত্দারই নন, দানেশমান্দও বটেন। এ অবস্থায় এ পদক্ষেপের সত্যিই তুলনা নেই।

ইয়াকুব আলী সাহেব শশব্যস্তে উঠে গেলেন। সরদার আব্বাস খাঁও উঠে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলো ফিরোজ মাহমুদ ও তাঁর পেছনে ফরিদা বেগম। এসেই ফিরোজ মাহমুদ ব্যস্তকণ্ঠে বললো, শুনলাম, জনাব নাকি এইদণ্ডেই যুদ্ধযাত্রা করছেন, মানে গুজরাটের পথে রওনা হচ্ছেন?

আব্বাস খাঁ সংক্ষেপে জবাব দিলেন, জি ভাইসাহেব। একদিন আগেই রওনা হতে হতো। নানা কারণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল।

ফিরোজ মাহমুদ ফের একই ভাবে বললো, শুনলাম, জনাব নাকি মূলবাহিনীর সাথে যাচ্ছেন না? মূলবাহিনী নিয়ে ইয়াকুব আলী ভাই সাহেব আগামীকাল বেরুচ্ছেন আর জনাব আজই রওনা হচ্ছেন আটদশজন জোয়ান নিয়ে? এ কথা কি ঠিক?

ঃ জি, ঠিক।

ঃ তাহলে জনাবের কাছে আমার সবিনয় আরজ, ঐ আটদশজন জোয়ানদের মধ্যে জনাব আমাকেও শামিল করে নিন।

সরদার আব্বাস এবার বিস্মিত নেত্রে তাকালেন। বললেন, আপনাকে শামিল করে নেবো মানে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আমিও যুদ্ধে যেতে চাই আর ঐ আটদশজন জোয়ানদের একজন হয়ে জনাবের সাথেই রওনা হতে চাই।

ঃ তাজ্জব! আপনি আমার মেহমান। আপনি যুদ্ধে যাবেন কি?

ঃ জনাব, মেহমান হলেও আমি একজন সৈনিক। লড়াই আমার পেশা। আমার সাধনা আমার ধ্যান। কিল্লার সবাই যখন লড়াইয়ে রওনা হচ্ছেন, আমি তখন চুপপাপ কিল্লার মধ্যে বসে থাকি কি করে? এটা আমার স্বভাবের পরিপন্থী আর আমার পেশার প্রতি চরম অবমাননা, জনাব।

সরদার আব্বাস তবু বাধা দিয়ে বললেন, না-না, তা হবে কেন? সদ্য শাদি হয়েছে আপনাদের। শাদির পরেই অনেক দুর্ভোগ গেছে আপনাদের উপর দিয়ে। পুরো একটা সপ্তাহও আপনারা সুখে শান্তিতে শাদির আমেজ ভোগ করতে পারেননি। এ অবস্থায় কিছুতেই আপনার যুদ্ধে যাওয়া হতে পারে না। এ খেয়াল ত্যাগ করুন।

ঃ জনাব!

ঃ সৈনিক আপনি। স্থান নিয়েছেন আমার এই কিল্লায়। যুদ্ধে যেতে চাইলে যুদ্ধের অভাব কি? পরে আপনাকে নিজেই আমি লড়াইয়ে আহবান করবো, কিন্তু এখন নয়।

এবার ফরিদা বেগম এক কদম সামনে এগিয়ে এসে বিনীতকণ্ঠে বললো, পরে তো এমন উমদা মওকা আর নাও আসতে পারে ভাইসাহেব!

আব্বাস খাঁ বললেন, উমদা মওকা!

ফরিদা বেগম বললো, জি ভাইসাহেব। আপনার এতটা সান্নিধ্যে থেকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের এই মওকা সব সময়ই কি পাবেন উনি? এবার আপনার একান্ত পাশে থেকে লড়াই করলে উনার যোগ্যতার প্রমাণ নিজেও আপনি পাবেন আর খোদ বাদশাহর নজরেও তা ধরা পড়ার জিয়াদা সম্ভাবনা থাকবে। এটা যে উনার জন্যে কতটা প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সাধ্য আমার নেই ভাইসাহেব।

ঃ বহিন!

ঃ ইনি যে আসলেই একজন ক্ষণজন্মা যোদ্ধা, এটা আমি নিশ্চিতভাবে জানি। শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে ইনার যোগ্যতা কারো নজরে পড়লো না আর এঁর পদোন্নতিও হলো না। সুযোগ যখন আল্লাহর রহমে এসেই গেল একটা, এই সুযোগটা তাঁকে কাজে লাগাতে দিন ভাইসাহেব। আমাদের অনেক উপকার আপনি করলেন, দয়া করে এই উপকারটুকু করুন। নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ একবার এঁর নসীবে আসুক।

রোকন ও বইঘর.কম

সরদার আব্বাস খাঁ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তাতো বুঝলাম বহিন, কিন্তু একটা কথা কেন আপনি বুঝছেন না? সদ্য শাদি হয়েছে আপনাদের। জীবনটা ভোগ করার আদৌ ফুরসত আপনারা পাননি। যুদ্ধবিগ্রহ বড়ই ঝুঁকির ব্যাপার। কার নসীবে যে কখন কি ঘটে তা কিছুই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। আল্লাহ না করুন, হঠাৎ যদি তেমন কিছু ঘটে যায়–

কথা শেষ করতে না দিয়ে ফরিদা বেগম স্মিতহাস্যে বললো, ভাইসাহেব, যে দিন থেকে আমি পণ করেছি–এঁকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি করবো না, সেইদিনই ঐ নসীব আমি কবুল করে নিয়েছি। একজন সৈনিকের বিবি আর খসমকে কোরবান করে দেয়ার জন্যে হরওয়াক্ত তৈয়ার থাকবে, এইটেই তো স্বাভাবিক কথা ভাইসাহেব। নইলে আর সে সৈনিকের বিবি হবে কেন? তার সবচেয়ে বড় আনন্দ ঐ কোরবান করে দেয়ার মধ্যে। তার গর্ব তার গৌরব–সবই ওখানে। বীর খসমকে আঁচল দিয়ে আগলে রাখার আগ্রহ তাঁর শোভাও পায় না আর তা রাখাটা সম্ভবও নয়। একমাত্র কাপুরুষেই তা সম্ভব।

ঃ বহিন!

ঃ সবার উপরে কথা, হায়াত মউত সব আল্লাহর হাতে। সেই ভয়ে পিছপা হলে আমার চলবে কেন ভাইসাহেব? আমি জোর করে শাদি করেছি এঁকে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ইনি যদি দশজনের একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হন, তবেই এ শাদি সার্থক হবে আমার। এ শাদি সমর্থন পাবে সবার কাছে আর তখনই না শাদির প্রকৃত সুখের নাগাল পাবো আমি। দাম্পত্য জীবন আমাদের বিকশিত হয়ে উঠবে ষোল কলায়। মানুষ তো মুষিক নয়। অনিশ্চিত জীবন নিয়ে মুষিকের মতো গর্তে লুকিয়ে থেকে দাম্পত্য জীবনের আনন্দ মানুষ কি ভোগ করবে বলুন!

সরদার আব্বাস খাঁ আর কথা বলতে পারলেন না। ফিরোজ মাহমুদকে তাঁর অনুগামী দশজন সঙ্গীর একজন করে নিয়ে ঐদিনই বেরিয়ে পড়লেন গুজরাটের উদ্দেশ্যে।

সদলবলে ছুটে চলেছেন সরদার আব্বাস খাঁ। অগ্রভাগে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটছেন আব্বাস খাঁ স্বয়ং। তাঁর পেছনে ধূলি উড়িয়ে ছুটছে দশদশ জন অশ্বরোহী। ফিরোজ মাহমুদসহ আব্বাস খাঁর দশ দশজন লড়াকু সৈনিক। রোহিনীর তীর ধরে সিধা পশ্চিমমুখে ছুটে চলেছেন তাঁরা। তীর বরাবর চলমান পথচারীরা আব্বাস

রোকন ও বইঘর.কম

খাঁর জঙ্গীদলের মুখোমুখি হতেই ছিটকে সরে যাচ্ছে রাস্তার দুধারে। সরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখছে ছুটন্ত বাহিনীর দূরন্ত গতি। ভাবছে, জরুর জং বেঁধেছে কোথাও। বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। শাহী ফৌজ ছুটছে সেই বিদ্রোহের মোকাবেলায়। পথচারী ছাড়াও, অশ্ব শকট, গো-শকট, পশুপাল প্রভৃতি যা কিছু সামনে পড়ছে তাঁদের, তটস্থ হয়ে সব কিছুই সরে যাচ্ছে দুপাশে। আগাম আওয়াজ উঠছে, "সামাল-সামাল"।

একটানা ছুটে যাচ্ছেন সরদার আব্বাস খাঁ। পড়ে আসছে বেলা। মাথায় তাঁর এক চিন্তা গুজরাট। গুর্জর প্রদেশ। কবে আর কখন গিয়ে গুজরাটে পৌঁছুবেন, এই চিন্তায় বিভোর ছিলেন তিনি। হঠাৎ করে ছেদ পড়লো তাঁর চিন্তায়। সামনেই সেই বজরা ভেড়ানো জায়গা। নদীর উপর হেলে পড়া সেই পাতাবহুল গাছ। উপরে সেই ছায়াদায়িনী বৃক্ষ। তাঁর হৃদয়মন দখল করে বসে থাকা অপরূপা সেই তরুণীর সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে এখানেই।

নিজের অজ্ঞাতেই অশ্বের লাগাম ঢিলে হয়ে গেল। শ্লথ হলো অশ্বের গতি। তা দেখে পেছনের অনুগামীরাও অশ্বের লাগাম ঢিলে করে দিলো। ফিরোজ মাহমুদ আব্বাস খাঁর খুবই কাছাকাছি ছিল। প্রশ্ন করলো, কি হলো জনাব? হঠাৎ গতিবেগ কমিয়ে দিলেন যে?

সরদার আব্বাস সচকিত হলেন। থতমত করে বললেন, এ্যাঁ! তা মানে-ও হ্যাঁ, আসরের ওয়াক্ত বয়ে যাচ্ছে। নামাজটা এখনই সেরে নেয়া উচিত বলে মনে করছি।

অন্যান্য সকলে নিকটে এসেছিল। শুনে সবাই সায় দিয়ে সমস্বরে বললো, জি জি, আমরাও তাই ভাবছি। বেলা একদম শেষ হয়ে এসেছে। নামাজটা এখানেই আদায় করলে ভাল হয়।

তাই করা হলো। স্থির হলো গতি। অশ্ব থেকে নেমে সবাই অশ্বগুলো গাছের সাথে বাঁধলেন। নদী থেকে অজু করে এসে ঐ গাছের নিচেই আসরের নামাজ আদায় করলেন তাঁরা। নামাজ অন্তে সরদার আব্বাস খাঁ ধীরকণ্ঠে বললেন, মাগরিবেরও আর বেশি সময় বাকি নেই। আপনারা কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করুন। মাগরিবের নামাজটাও এখানেই আদায় করে নিয়ে ফের রওনা হবো আমরা।

জনৈক জোয়ান ইতস্তত করে বললো, কিন্তু জনাব, এই সময়টা এগুলে তো আরো অনেকটা পথ পেরিয়ে যেতে পারতাম আমরা।

আব্বাস খাঁ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, সেটা আমি বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আর এগিয়ে কোন ফায়দা নেই।

ঃ জনাব।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ এগিয়ে আর যাবো কোথায়? সামনেই অন্ধকার রাত্রি।

অল্প একটু দূরেই এক কাচারীবাড়ি আছে। মস্তবড় চালা-ছাউনি। পাশেই বাজার। এরপরে বিশ-ত্রিশ ক্রোশের মাঝে আর কোন দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ধূ-ধূ প্রান্তর। রাত্রি যাপনের প্রয়োজন আছে। খানাপিনার গরজ আছে। আজ আর বেশি এগুবো না।

www.boighar.com

ঃ তাহলে-

ঃ আজ বড় অবেলায় বেরিয়েছি। আগামীকাল সবেরে বেরিয়ে একটু দ্রুত ছুটলেই এই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে যাবে। এ ছাড়া, স্বাভাবিক গতিতে ছুটলে ও শাহীবাহিনীর দেড়-দুদিন আগেই আমরা গুজরাটে পৌঁছে যাবো ইন্‌শাআল্লাহ। যান, আজ একটু আরাম বিরাম করে নিন।

সবাই এবার সায় দিয়ে বললো, জি জনাব, তাহলে তাই হোক।

একে একে উঠে গেল সকলেই। এদিক ওদিকক ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে লাগলো। সরদার আব্বাস খাঁ আর উঠলেন না। ঐ গাছের তলে বসেই চেয়ে রইলেন নদীর দিকে। আসলেই সরদার আব্বাস আর আপন সত্তায় ছিলেন না। এই নির্দিষ্ট স্থানে এসেই পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি। হারিয়ে গেল তাঁর শৌর্যবীর্য। অতীত স্মৃতি আর সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠে তাঁকে কাতর করে ফেললো। হু-হু করে উঠলো তার শূন্য অন্তর। মূর্ত হয়ে উঠলো হৃদয়ের আবেদন। আব্বাস খাঁর লড়াকু চেতনার উপর হৃদয়ের আকিঞ্চন সবলে চেপে বসে তাঁকে উদ্ভ্রান্ত করে তুললো।

সামনে বয়ে যাচ্ছে কুলু কুলু রোহিনী উজান ভাটি করছে পালতোলা তরণী। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে রং-বেরংয়ের বিহঙ্গ। মৃদুমন্দ বইছে সায়হ্নের মলয়। শেষ বেলার রোহিনী স্বপ্নময় হয়ে উঠলো আব্বাস খাঁর চোখে। রোহিনীর এরূপ আব্বাস খাঁর কাছে এমনভাবে ধরা দেয়নি এর আগে কখনো। মৃদুমন্দ মলয়ের শীতল ছোঁয়ায় স্বপ্নের দোলা লাগছে আব্বাস খাঁর মনে। নদীস্রোত, বিহঙ্গকুল, বৃক্ষরাজি, মাঠ, ময়দান, গুটিয়ে আসা দিগন্ত- সব কিছু মিলে প্রকৃতি কন্যা যেন নব বধুর নব সাজে সুসজ্জিতা হয়েছে। আধোলাজে কথা বলছে আব্বাস খাঁর সাথে। যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলছে-হিংস্র আব্বাস খাঁ, জিঘাংসার আবর্তে বৃথাই কাটিয়ে দিলে এ জীবন? হৃদয়ের পরম পরশ একবিন্দুও পেলে না! হানাহানি করেই শেষ করলে জিন্দেগী, কিন্তু কি পেলে তার খোঁজ আজও নিলে না। পরমার্থ কি বস্তু তা আজও চিনলে না। প্রেম বর্জিত প্রস্তর হৃদয় খোলামকুচির চেয়েও যে মূল্যহীন পদার্থ, এটা বুঝতে শিখলে না! তবে নির্বোধ, হানাহানির বাইরেও যে একটা জগত আছে অনুপম, আজ তা চোখ মেলে দেখো। এ জগতের কিঞ্চিৎ পরশও শত শত রাজ্য আর শত শত রাজ মুকুটের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান,

রোকন ও বইঘর.কম

অনেক বেশি তৃপ্তিকর আর অনেক বেশি প্রশান্তির পরম ধন। শৌর্যবীর্য ঐশর্য দিয়ে এ ধন কেনা যায় না। এ বস্তু আগমনী বস্তু। স্বার্থান্ধ দুনিয়ার স্থূল পদার্থ নয়।

সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন সরদার আব্বাস খাঁ। ভাবতে লাগলেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর হৃদয়ের সুষমা তাঁর আটাশ বছরের জিন্দেগীতে দেখার ফুরসুত এলো না, হয়তো বা আর আসবেও না কখনো।

আবার ছেদ পড়লো আব্বাস খাঁর চিন্তাধারায়। "হুম হুঁঃ-হুম হুঁঃ" আওয়াজ তুলে এক চাকচিক্যময় পালকি এলো আব্বাস খাঁর কাছে এবং তার পাশ দিয়ে বরাবর সামনের দিকে চলে গেল।

সুসজ্জিত পালকি। অতি মূল্যবান ঝালর আর আচ্ছাদন। জোয়ান জোয়ান আট বেহারা পালকি কাঁধে ছুটছে। তার আগে পিছে ছুটছে বেশ কয়েকজন পাহারাদার সৈনিক।

আব্বাস খাঁ চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর ভাবছেন, ঝালর ঢাকা পালকিটির আরোহী নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা। কোন আমির উমরাহ সভাসদের ঝিয়ারী বা বধু। সঙ্গে সশস্ত্র সৈনিক থাকার অর্থই হলো, মহিলাটি যুবতী। উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। লম্পটদের লোলুপদৃষ্টি আড়াল করতেই এই ঢাক-ঢাক ব্যবস্থা। নিরাপত্তা জোরদার করার কারণটিও ওটিই। পড়ন্ত বেলায় রোহিনীর এই অপরূপ পরিবেশে কার ধ্যানে মগ্ন আছে পালকির ঐ আরোহিনী, কে জানে! কোন গোপন আবেগ বুকে নিয়ে কার উদ্দেশ্যে ছুটছে সে, কে বলতে পারে। হয়তো বা স্বামীর। হয়তো পিতা মাতার। হয়তো বা ভিন্ন কোন প্রিয়জনের। উদ্বেলিত অন্তর নিয়ে হয়তো সে পতি গৃহে যাচ্ছে। নয়তো বা ফিরে আসছে পিত্রালয়ে। পথের শেষ প্রান্তে পরম আগ্রহ নিয়ে জরুর কেউ বসে আছে অধীর অপেক্ষায়। স্বামী, দয়িত, পিতামাতা, কিংবা অন্য কোন পরমজনও হতে পারেন তিনি বা তাঁরা।

অলস কৌতুকে আব্বাস খাঁ ভাবছে, এরাও এক ধরনের সৈনিক। এরাও লিপ্ত আছে ভিন্নতর সংগ্রামে। এদের লড়াই প্রেমের। অন্তর লেনদেনের অদৃশ্য সংগ্রাম। এখানে অস্ত্রের নির্ঘোষ নেই, মৃত্যুর বিভীষিকা নেই, আর্তের চিৎকার নেই, নেই কোন পেশাচিক অট্টহাসি। এখানেও জয় পরাজয় আছে। উল্লাস-আনন্দ আছে। আছে সফলতার তৃপ্তি আর ব্যর্থতার গ্লানী ও মর্মন্তুদ বেদনা। এ যুদ্ধের অস্ত্রও পৃথক। সে অস্ত্র শানিত আঁখি, বঙ্কিম কটাক্ষ, বিলোল অধর, বিরল হাসি, করুণ চাহনি, মান-অভিমান, দীর্ঘশ্বাস ও উদ্বেলিত অশ্রু।

এর পরেই সামনের দিকে প্রচণ্ড কোলাহল ও জং যুদ্ধের শব্দ। সরদার আব্বাস খাঁ চমকে উঠলেন। দেখলেন, সামনের দিকে এগিয়ে পালকিটা ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূরবর্তী ঝোপ ঝাড়ের পথে গিয়ে ঢুকছে। শব্দ আসছে ওদিক থেকেই। ঘটনা কি বুঝে উঠার জন্যে সরদার আব্বাস খাঁ কান পেতে রইলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটলো। পালকিটি দস্যুর কবলে পড়লো। এতক্ষণ নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেল পালকি। দিগন্তের আলো ফিঁকে হয়ে আসছে দেখে বাড়তে লাগলো পালকির বেগ। ঝোপঝাড়ের ভেতরে আলোর পরিমাণ আরো কম হয়ে গেল। ঝোপঝাড় এড়াতে আরে দ্রুত বেগে ছুটতে লাগলো পালকি। কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না। অরণ্য পথে থাকতেই নিকটবর্তী পাহাড়ের আড়াল থেকে ছুটে এলো একদল দুর্ধর্ষ্য দস্যু এবং 'হা-রা-রা' রবে ঘিরে ফেললো পালকিটাকে।

শুরু হলো লড়াই। পাহারাদার সৈনিকেরা দুস্যুদের হামলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে চেষ্টা ক্ষণিকের। পাহারাদার সৈনিকেরা বেতনভূক কর্মচারী। সাদামাটা যোদ্ধা। প্রাণের দাম তাদের কাছে অত্যন্ত বেশি। মাস মাহিনার বিনিময়ে তারা প্রাণ দিতে নারাজ। অপরপক্ষে দস্যুরা সকলেই পেশাদার লড়াইয়া। প্রাণের মায়া তাদের কারো একবিন্দুও নেই। ফলে দস্যুদের দুর্বার আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহারাদার সৈনিকেরা ক্ষণকালও টিকে থাকতে পারলো না। প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই তারা লড়াই ফেলে ঊর্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

পালকি কাঁধে বেহারাগুলো থর থর করে কাঁপছিল। তাদের প্রতি ইংগিত করে দস্যু সর্দার তার সঙ্গীদের বললো, ডান্ডা মারো। ডান্ডা মারকে লোপাট করদো উও নাদান লগুঁকো।

সঙ্গে সঙ্গে বেহারাদের পিঠে ডান্ডা পড়া শুরু হলো। আঁতকে উঠে "ওরে বাবারে মলেমরে, বাঁচাও-বাঁচাও-" বলে সমস্বরে আওয়াজ তুলে বেহারারাও পালকি ফেলে দৌড় দিলো প্রাণপণে।

মুক্ত হলো প্রতিরোধ। অরণ্যপথে অসহায় পড়ে রইলো পালকিটি। হামলা হওয়ার সাথে সাথে আরোহীরা ভেতর থেকে পালকির দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছিল। দস্যু সর্দার ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে এলো পালকির কাছে। টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো পালকির ঝালর। বন্ধ দুয়ারে কীল মেরে হাঁক দিলে, কৌন হ্যায়? ঝুঁপড়ি কী অন্দর কৌন হ্যায়? দারোয়াজা খোল্ দো। আভভি।

ভেতর থেকে সাড়া না আসায় লাথি মেরে পালকির দুয়ার ভেঙ্গে ফেললো দস্যু সর্দার। একপাশে এক মেয়ে ছেলে উপুড় হয়ে এক কোণে পড়েছিল। আর এক পাশে এক বুড়ি জড়োসড়ো হয়ে বসে থেকে কাঁপছিল। সর্দারের নজর আগে বুড়ির উপরই পড়লো। সে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম করলো, এই বুঢডি, বাহার আও। মালমাত্তা কিয়াহ্যায়, জলদি নিকালো-

বুড়ি বেটি কাঁপতে কাঁপতে বললো, নেই বাবা, কিছু নেই।

গর্জে উঠলো দস্যু সর্দার-খামুশ্! সোনাদানা রুপেয়া-জেওর, যে কুচহ্যায় আভভি নিকালো-

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ নেই বাবা, কিছু নেই।

ঃ ফিন্ ঝুটবাত। ছালে বুডটি–

বলেই সে একটান মেরে বুড়িটাকে পালকি থেকে বের করে আনলো। বুড়ির পেছনেই অনেকগুলো বাক্স পেটরা, পোঁটলা-গাঁটুরী ছিল। সর্দারের নির্দেশে তার সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে পালকি থেকে নামিয়ে নিলো সেসব। সর্দার ফের সঙ্গীদের প্রশ্ন করলো, ঝুঁপড়ি কি অন্দর আওর কুচ্ নেহি?

সঙ্গীরা বললো, মালমাত্তা আওর কুচ নেহী সর্দার। লেকেন, এক নও জোয়ানী উধার গিরারাহী হ্যায়।

নিকাল লাও উসকো–

সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ সে মেয়েটাকেও টেনে হেঁচেড়ে বের করলো পালকি থেকে। মেয়েটার মুখের দিকে চেয়েই দস্যু সর্দার উল্লাস ভরে আওয়াজ দিয়ে উঠলো, ব্যোম কালী! কেয়া খুব সুরাত।

সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিলো, কেতনা জেওর।

সর্দার প্রশ্ন করলো, কিয়া কাহা?

সঙ্গীরা বললো-সোনা-দানা, হীরে-মুক্তা-বহুৎ বহুৎ অলংকার। ইস্ লেড়কি কো গা'মে বহুৎ জেওর হ্যায় সর্দার। লাখ রুপেয়াকা জেওর। হাম লোগুকো উম্মিদ পুরা হো গিয়া।

ঃ হাঁ-হাঁ, ওহিবাত ঠিক। ছিনলো বিলকুল।

বুড়িবেটি চমকে উঠে বললো, দোহাই' বাবা, নিওনা। ওগুলো নিওনা। মেয়েটার অকল্যাণ হবে।

বুড়িটা মেয়েটাকে আগলাতে এলো। সর্দার ফের গর্জে উঠে বললো, ছালে বুডটি, ভাগ যাও হিঁয়াছে–

বলেই সে সজোরে লাথি মারলো বুড়িটাকে। আর্তনাদ করে উঠে বুড়িটা ছিটকে গিয়ে পাশের গাছ-গাছড়ার মধ্যে পড়লো এবং অজ্ঞান হয়ে ওখানেই পড়ে রইলো।

সর্দার তার সঙ্গীদের হুকুম করলো, দেখ্তা হ্যায় কিয়া? উস্কী জেওর আগারী ছিনলো–

সজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় এতক্ষণ কোন মতে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, না–না, আমার গায়ে হাত দিওনা। আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি বাবা। যা কিছু আছে, সব খুলে দিচ্ছি। তবু আমার গায়ে হাত দিওনা। জুলুম করো না আমার উপর।

দস্যু সর্দার খোশকণ্ঠে বললো, আপছে আপ খোল দেয়েগী? বহুৎ আচ্ছা–বহুৎ আচ্ছা। তব খোল দো–

রোকন ও বইঘর.কম

মেয়েটি সিঁথি–খোঁপা, নাক-কান, গলা-কোমর, হাত-পা, বাহু-আঙ্গুল-সকল স্থানের সব গহনা একে একে খুলে দিলো। এরপরে অনুনয় করে বললো, আর কিছু নেই বাবা। যা ছিল সব দিয়েছি। এবার আমাকে ছেড়ে দাও।

দস্যু সর্দার ক্রূর হাসি হেসে বললো, ছোড়ু দেয়েগা?

মেয়েটা করুণ কণ্ঠে বললো-বাক্সে পেটরা মালমাত্তা-যা কিছু আছে, সব তোমরা নিয়ে যাও বাবা। আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।

ঃ নেহি-নেহি। ওহি বাত মাত্ বলো রোশনে ওয়ালী। এয়সা জোয়ানী, এতনা খুব সুরাত আভিতক কভাভি নেহি মিলা। সব কুছ ছোড়ুদেনা সাকেগা। লেকিন তুমকো নেহি।

মেয়েটা চমকে উঠে বললো-সেকি! সব কিছু দিয়ে দিলাম, তবু ছেড়ে দেবে না?

বক্র হাসি হাসতে হাসতে দস্যু সর্দার বললো, ছোড়েগা- ছোড়েগা। লেকিন ঝুট মুট নেহি। দো-তিন রোজ তুমহারা সাথ মজাছে আশনই করেগা, ফূর্তি করেগা, আওর উসাক বাদ জরুর তুমকো ছোড় দেয়েগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ–

দস্যু সর্দার এগুতে লাগলো। মেয়টি পিছু হটতে হটতে মিনতি করে বললো, দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি। সোনাদানা সব কিছু নিয়ে যাও।

আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে স্পর্শ করো না।

ঃ হাঃ–হাঃ–হাঃ! এয়সা উমদা চিজ্, এয়সা জোয়ানী, আঁখ্ছে দেখ্কর ছোড় দেয়েগা? কভভি নেহি। আগারী মৌজ করেগা, তব ছোড়ে গা। আ-যাও পেয়ারী, দো-তিন রোজকো লিয়ে তুমকো হামি হামার রাণী বানায়েগা।

খপ্ করে মেয়েটার একখান হাত ধরে ফেললো এবং সঙ্গীদের হাঁক দিয়ে বললো, হারে গিড্ডির, হারুয়া, আভি জলদি জলদি ডেরা মে যানা হোগা সামান-উমান কী সাথ্ ইস্ রোশ্নেওয়ালীকো ভি ডেরামে লে চলো–

দস্যুসর্দার মেয়েটিকে টানতে লাগলো। মেয়েটি এবার প্রাণপণে চিৎকার দিতে লাগলো, বাঁচাও–বাঁচাও–

অট্টহাসি হেসে দস্যু সর্দার বললো, কুয়ী বাঁচানেওয়ালা হিয়াপর নেহি। আ–যাও–

মেয়েটিকে সে জড়িয়ে ধরতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ এলো, খবরদার–

হকচকিয়ে গিয়ে দস্যু সর্দার বললো, কৌন?

আওয়াজ এলো তোমার মউত!

আওয়াজ দিলেন সরদার আব্বাস খাঁ। কান পেতে কিছুক্ষণ হৈ-হট্টগোল শুনার পর বেহারাগুলো একযোগে বাঁচাও–বাঁচাও" আওয়াজ দিতেই সরদার

রোকন ও বইঘর.কম

আব্বাস খাঁর সকল সন্দেহ দূর হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, পালকিটাই দস্যুর কবলে পড়েছে। জ্বলে উঠলে আব্বাস খাঁর দুচোখ। তাঁর নাগালের মধ্যে দস্যুবৃত্তি? এতবড় দুঃসাহস? লাফ দিয়ে আব্বাস খাঁ অশ্বপৃষ্ঠে উঠলেন এবং সঙ্গীদের ইশারা করেই নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটতে লাগলেন সামনের দিকে।

আব্বাস খাঁর সঙ্গীরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। তারা ছুটে এসে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হতে কিছুটা বিলম্ব হলো। সরদার আব্বাস খাঁ সে অপেক্ষায় রইলেন না। একা একাই ছুটে এলেন আগে। আব্বাস খাঁকে একা দেখে দস্যু সর্দার তার সঙ্গীদের ডাক দিয়ে উপেক্ষা ভরে বললো, হারে রংলাল, হারুয়া, গিড্ডির–কীধার গিয়া হ্যায় তুম লোগ?

এক ছালে চাঁহাকা বাচ্চা ফিন মরণেকে লিয়ে আয়া হ্যায়, দেখ্‌তা নেহি?

উস্‌কো খাহেশ পুরা করদো। www.boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজন দস্যু একযোগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সরদার আব্বাস খাঁর উপর। কিন্তু চোখের পলক পড়লো না। আব্বাস খাঁর তলোয়ারের দুর্বার ঘায়ে দস্যুরা চারজনই আর্তনাদ তুলে ছিটকে পড়লো চারদিকে। রক্তাক্ত হয়ে গেল সর্বাঙ্গ তাদের। তা দেখে দস্যু সর্দার সক্রোধে বললো, কেয়া।

এয়সা বাত? ছালে লোগ, তুমকো ফায়সালা করনা হোগা আগারী। বলেই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে দস্যু সর্দার এবার তার পুরো দল নিয়ে ঘিরে ফেললো আব্বাস খাঁকে। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় তিরিশজন। প্রত্যেকেই দূরন্ত যোদ্ধা। এদের সামলাতে একা আব্বাস খাঁ হিমশিম খেতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে পৌঁছে গেল আব্বাস খাঁর সঙ্গীরা। শুরু হলো তুমুল লড়াই।

একদিকে প্রায় তিরিশজন, অন্যদিকে আব্বাস খাঁ সহ এগারজন। কিন্তু আব্বাস খাঁ ছিলেন একাই একশো এর সাথে তিনি তাজ্জব হয়ে দেখলেন, ফিরোজ মাহমুদও একাই প্রায় পঞ্চাশজনেরও অধিক। বিশ পঁচিশজন দস্যুকে একাই সে অনায়াসে ক্ষত বিক্ষত করছে।

আব্বাস খাঁর সামনেই ছিল দস্যু সর্দার। মুহূর্তেই সর্দারের সর্বাঙ্গ বিক্ষত হয়ে গেল। রক্ত ঝরতে লাগলো বিপুল ধারায়। টলতে লাগলো সর্দার। অপর দিকে অন্যান্য দস্যুরাও ক্ষত বিক্ষত হয়ে মরণ চিৎকার জুড়ে দিলো। শেষ আঘাত হানার জন্যে আব্বাস খাঁর অশ্ব সর্দারের উপর এসে লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করতেই আঁতকেই উঠে দস্যু সর্দার প্রাণপণে হাঁক দিলো, হারে গিড্ডির রংলাল মউত নজদিক। হাম লোগ সব খতম হো যায়েগা। বিলকুল খতম হো যায়েগা ভাগ যা, জলদি জলদি ভাগ যা।

রোকন ও বইঘর.কম

হাঁক দিয়েই ক্ষত বিক্ষত দস্যু সর্দার পড়িমরি পালিয়ে যেতে লাগলো। তা দেখে তার অর্ধমৃত সঙ্গীরাও সোনাদানা সব কিছু ফেলে সর্দারের পেছনে পেছনে ছুটলো। কিন্তু সর্দার সহ মরণাপন্ন অবস্থায় তারা অনেকেই অধিক দূরে এগিয়ে যেতে পারলো না। ফিরোজ মাহমুদ ও আব্বাস খাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ ধাওয়া করলো দস্যুদের। পালাতে গিয়ে পথের মধ্যেই দরাদ্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো সর্দার সহ এক একটা দস্যু।

ফাঁকা হলো ময়দান। এক পাশে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় মেয়েটি তখনও কাঁপছিল। সরদার আব্বাস খাঁ এগিয়ে এসে বললেন, ভয় নেই–ভয় নেই, আর কোন ভয় নেই। দস্যুরা সব পালিয়েছে।

অর্ধচ্যৈতন্য অবস্থায় মেয়েটি বললো, এ্যাঁ! পালিয়েছে?

ঃ হ্যাঁ। তারা আর এ এলাকায় নেই। হয়তো আর বেঁচেও নেই অনেকে। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললো-নিরাপদ? আহ! আপনি বাঁচালেন।

এরপর আস্তে আস্তে মুখ তুললো মেয়েটি। সূর্যটা পুরোপুরি অস্ত যায়নি তখনও। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সব কিছু। সকৃতজ্ঞ নয়নে আব্বাস খাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়েই চমকে উঠলো মেয়েটি। একদৃষ্টে একমহূর্ত চেয়ে থাকার পরই কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, এ্যাঁ! কে? কে?

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে সরদার আব্বাস খাঁও চমকে উঠলেন একই ভাবে। ছুটে আরো কাছে এসে বললেন, একি! আপনি আপনি!

মেয়েটি আকুলকণ্ঠে বললো-এইতো-এইতো! এইতো সেই আপনি। গতবছর যার সাথে দেখা হলো আমার, ঐ যে পেছনের ঐ গাছতলায় বজরা নিয়ে এসেছিলাম আমরা, এইতো আপনিই সেই লোক।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি। আমিই সেইলোক যে আপনাকে আজও ভুলেনি।

ঃ ভুলিনি, আমিও ভুলিনি। হায় হায়! এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি? মনে মনে আপনাকে কত যে খুঁজলাম।

ঃ খুঁজেছেন? আমিও যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আজও।

ঃ খুঁজে বেড়াচ্ছেন? কোথায় খুঁজলেন?

ঃ জানিনে। কোথায় আপনাকে খুজবো, কিছুই আমি জানিনে। তবু অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে।

ঃ কি আমাদের নসীব! সেদিন এত কথাই হলো, কিন্তু কেউ কারো পরিচয় জানলাম না। দেখামাত্রই যাকে মন দিয়ে ফেললাম, তার পরিচয় নেয়া হলো না। আজ আর সে ভুল করবো না। আপনি আমার রক্ষেকর্তা। বলুন, আপনি কে? কি আপনার নাম?

রোকন ও বইঘর.কম

সরদার আব্বাস সাগ্রহে বললেন-আমার নাম সর্দার আব্বাস খাঁ। এখান থেকে বিশ বাইশ ক্রোশ পেছনের দিকে লাল রংয়ের যে মস্তবড় কিল্লা আছে, আমি সেই কিল্লার কিল্লাদর সরদার আব্বাস খাঁ।

মেয়েটি এবার আর্তনাদ করে উঠলো। বললো, সেকি! আপনি– মানে, আপনিই সরদার আব্বাস খাঁ। কিল্লাদার সরদার আব্বাস?

হায় ভগবান! কি আমার দুর্ভাগ্য! এই খবরটা সেদিন কেন জানলাম না?

প্রায় কেঁদে ফেললো মেয়েটি। আব্বাস খাঁ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন তার অর্থ? আপনি সরদার আব্বাস খাঁর নাম শুনেছেন?

ঃ বহুৎ বহুৎ শুনেছি। আপনার রূপ গুণ আর হিম্মতের কথা বার বার আমি প্রাণ ভরে শুনেছি। সেদিন ঘূর্নাক্ষরেও যদি জানতাম আপনিই সেই সরদার আব্বাস খাঁ–

ঃ তাহলে?

ঃ শাদির প্রস্তাব পাঠাতাম। আপনি এমন একজন বিখ্যাত লোক জানলে, আমার অভিভাবকেরাও আপত্তি তেমন করতেন না।

ঃ বলেন কি! আমি মুসলমান তা জেনেও।

ঃ কেন, আপনাদের বাদশাহর ঘরে সাগ্রহেই অনেক রাজপুতানী গেছেন। আমার বেলায় আপত্তি আসবে কেন? আর এলেও আমি তা শুনবো কেন?

ঃ তাজ্জব! কে আপনি? আপনার নাম।

ঃ আমিও একজন রাজপুতানী। আমার নাম তুলসী বাঈ।

ঃ বাড়ি? বাড়ি কোথায় আপনার?

ঃ আমি আপনার নিকট প্রতিবেশিনী। আপনার কিল্লার পরেই যে ক্ষুদ্র একটা রাজপুত ভুখণ্ড আছে, আমি সেই ভূখণ্ডের মালিক হরি সিং এর নাতনী।

ঃ কি তাজ্জব! কি তাজ্জব!

এই সময় পাশের গাছ গাছড়ার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা বুড়িটার জ্ঞান ফিরে এলো। সে সভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, বাঁচাও–বাঁচাও।

সরদার আব্বাস খাঁ চমকে উঠে বললেন, কে, কে ওখানে?

খেয়াল হতেই তুলসীবাঈ ছুটে বুড়িটার কাছে গেল এবং সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে এলো। বুড়িটা তখনও আতংকে চিৎকার করছে, মেরে ফেললো–মেরে ফেললো। বাঁচাও-বাঁচাও–

মৃদু ধমক দিয়ে তুলসীবাঈ বললো-আহ্ সিংগীর মা থামোতো। আর ভয় নেই। আমরা নিরাপদ।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সিংগীর মা বললো, নিরাপদ?

ঃ হ্যাঁ, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

রোকন ও বইঘর.কম

তুলসীবাঈ আব্বাস খাঁকে বললো, আমার পরিচারিকা সিংগীর মা। ঐ যে মনে নেই, সেবার আপনি নদীতে নামতে গেলে বজরার উপর থেকে কত গাল মন্দ করলো আপনাকে?

আব্বাস খাঁও হেসে বললেন, ও হ্যাঁ–হ্যাঁ, এবার খেয়াল হয়েছে। সিংগীর মায়ের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি। আব্বাস খাঁকে দেখে সে আবার আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাপরে! এই মিনসে আবার কে? ঐ ডাকাতদের কেউ নাকি?

সরদার আব্বাস ফের হেসে বললেন, ভয় নেই– ভয় নেই। ডাকাতরা পালিয়েছে। আপনারা নিরাপদেই আছেন।

ঃ নিরাপদ? তুমি আবার কে তাহলে?

তুলসীবাঈ বললো-ইনি আমারদের উদ্ধারকর্তা। ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়ে ইনি আমাদের বাঁচালেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিংগীর মা বললো, এ্যাঁ তাই নাকি? আহ! বেঁচে থাকো বাবা। তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হোক।

ফের মৃদু ধমক দিয়ে তুলসী বাঈ বললো, আহ, কি বাজে বকছো? ইনি একজন মস্তবড় লোক। বিশাল এক কিল্লার কিল্লাদার। সম্মানের সাথে কথা বলো। "তুমি-তুমি" করছো কেন?

ঃ ওমা! তাই বলো। দেখি, দেখি। আহা কি সুন্দর ছেলেগা। কি চমৎকার চেহারা–

বলতে বলতে সিংগীর মা থত মত খেয়ে বললো, ওমা! তোমাকে, থুড়ি, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বাছা?

তুলসী বাঈ বললো, দেখেছোই তো। ঐ যে গতবছর আমরা অর্ঘ্য দিতে এলাম বজরা নিয়ে। এইতো পেছনের এক গাছ তলায় বজরা ভিড়িয়ে ছিলাম। নদীর পাড় থেকে উনি নিচে নেমে আসতেই তো তুমি যাচ্ছে তাই বলে গালি গালাজ করলে এঁকে।

খেয়াল হতেই সিংগীর মা চমকে উঠে বললো, সেকি! উনিই সেই মানুষ? মানে, ঐ সুন্দর ছেলেটা? খুঁজে পেয়েছেন তাঁকে? হায় হায়, এতদিন পরে তাঁকে পেলেন দিদি মনি?

ঃ সিংগীর মা!

ঃ আহা কি সুন্দর দেখতে গা। সেদিনও দেখেছিলাম, আজও কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। আঁধার হয়ে না এলে আজ আবার নয়ন ভরে দেখতাম। বুড়ো হয়ে গেছি বলে কি সুন্দর অসুন্দর বুঝিনে।

সরদার আব্বাস ও তুলসীবাঈ উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন। সিংগীর মা ফের বললো, তা তুমি–মানে আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন বাবা?

রোকন ও বইঘর.কম

আব্বাস খাঁ বললেন, আমি দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহর কিল্লাদার। সম্রাটের পক্ষে গুজরাটে লড়াই করতে যাচ্ছি।

ঃ আপনি একাই?

ঃ না, আমার সৈন্য বাহিনী আগামীকাল যাবে। আমি একটু আগেই বেরিয়েছি।

www.boighar.com

ঃ বলেন কি! তাহলে একাই আপনি এতগুলো ডাকাতের পরাস্ত করলেন।

ঃ হ্যাঁ করলাম। তবে আমি একা নই। সাথে আমার কয়েকজন সঙ্গীও ছিল।

ঃ তা থাক। কয়েকজন সঙ্গী দিয়ে কি অতগুলো ডাকাত তাড়ানো যায়?

নিজে জব্বোর না লড়লে–

কথা ধরে তুলসীবাঈ বললো-সেরেফ লড়েছেন? বাঘের মতো লড়েছেন। বলতে গেলে একাই উনি ঘায়েল করেছেন দস্যুদের। আব্বাস খাঁর দিকে চেয়ে সিংগীর মা বললেন, তবে? দিদিমনির কথাটা কি ঠিক নয়?

আব্বাস খাঁ হেসে বললেন, হ্যাঁ, অনেকটা ঠিক।

ঃ বেশ বেশ। এমনটি না হলে আর বীর। এমন না হলে পুরুষ মানুষ মানায়। যতসব আমার এই দিদিমনির কপাল। মুক্তোর মালা বানরের গলায় ঝুলছে। আহা, কি ভাগ্যটা নিয়েই না এ দুনিয়ায় তিনি এসেছিলেন।

সজোরে নিঃশ্বাস ফেললো সিংগীর মা। তুলসীবাঈ বললো, ফের কি আবোল তাবোল বকছো।

www.boighar.com

ঃ আবোল তাবোল হবে কেন দিদিমনি। যা ঠিক তাই বলছি। এই রকম একটা পুরুষ যদি আজীবন পাশে থাকতো আপনার তাহলে কি আজ আপনার এই দুর্গতি হয়। মানাতোও কত সুন্দর।

তুলসীবাঈ শরম পেয়ে বললো, সিংগীর মা! আব্বাস খাঁও শরম পেলেন। শরম এড়াতে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলেন। সিংগীর মাকে বললেন, তা মানে, আপনারা কোথায় যাবেন? লোকজন নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন?

সিংগীর মা সখেদে বললো, যাবো আর কোন চুলোয়? মরার পাশে মরতে যাচ্ছি। দিদিমনির যা কপাল!

মৃদু আপত্তি তুলে তুলসীবাঈ বললো। সিংগীর মা, চুপ করো।

সিংগীর মায়ের খেদ আরো বেড়ে গেল। গলায় জোর দিয়ে বললো- কেন বলবো না? ঐ মরাটার জন্যেই তো আজ আমাদের এই দুর্দশা। এই বয়সে যে লাথি খেলাম, আমার কোমরটা বোধকরি ভেঙ্গেই গেছে।

আব্বাস খাঁ মৃদু হেসে বললেন-আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। কোথায় যাচ্ছেন, সেটাতো বলবেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কি আর বলবো বাছা? মরণের ডাক এসেছে, তাই মরতে যাচ্ছি। দিদিমনির শ্বশুর বাড়িতে পেরানটা রাখতে যাচ্ছি।

সরদার আব্বাস খাঁ চমকে উঠে বললেন, শ্বশুরবাড়ি!

ঃ হ্যাঁগা। কয়েকমাস আগে এক মরার সাথে দিদিমনির শাদি হলো কিনা, ঐ মরাকে পাহারাদিতে দিদিমনির শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছি।

সাততলা আসমানটা সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো আব্বাস খাঁর মাথার উপর। যেন গোটা পৃথিবীর মালিকানা মুঠোর মধ্যে আসার পর সেটা আবার হঠাৎ করেই মিথ্যা হয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে। যার উদ্দেশ্যে অহর্নিশ হা হুতাশ করে ফিরছেন, যাকে পাওয়ার তিল পরিমাণ আশাও তাঁর ছিল না, হঠাৎ আজ তাকে এমন একান্ত করে পাওয়ার আনন্দ পুরোপুরি বক্ষে ধারণ করতে না করতেই তাসের ঘরের মতো তা আবার গুড়িয়ে গেল সিংগীর মায়ের এক কথায়। তামাম আনন্দ তাঁর বিষাদের সরোবরে রূপান্তরিত হলো। হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সরদার আব্বাস খাঁ আস্ফুট কণ্ঠে বললেন, শাদি হয়েছে আপনার দিদিমনির? মানে তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছেন?

জবাবে সিংগীর মা বিষণ্নকণ্ঠে বললো, হয় বাপু। এতদিন যে শ্বশুর বাড়ি চোখে দেখলেন না, সেই শ্বশুর বাড়িতে উনি মরতে যাচ্ছেন আজ।

আব্বাস খাঁ সবিস্ময়ে বললেন-চোখে দেখলেন না কি রকম? কয়েক মাস আগেই নাকি শাদি হয়েছে তাঁর?

ঃ তা হলে কি হবে? মরার পুতেরা দিদিমনিকে ঘরে তুলে নিলে তো? ফেলে গিয়েছিল যে? দায়ে পড়ে আজ আবার হাতেপায়ে ধরা শুরু করেছে বলেই দিদিমনি এই প্রথম শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছেন।

ঃ প্রথম?

ঃ হ্যাঁগা। এই নদীর তীর বরাবর সামনের দিকে এগুলেই নাকি দেখা যায় বাড়িটা। কিছুটা দূরে বাঁ দিকে যে মস্তবড় দুর্গ আছে, ওটাই নাকি দিদিমনির শ্বশুরবাড়ি। পথ ঘাটটাই কি চিনি সব? পাইক পেয়াদারা চিনে বলেই তাদের ভরসায় বেরিয়েছিলাম।

আব্বাস খাঁর কাছে সব কিছু জট পাকিয়ে গেল। বললেন কি ব্যাপার! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। ঘটনাটা সংক্ষেপে একটু বলুন তো, শুনি।

ঃ ঘটনা?

জি-জি। যদি দয়া করে একটু বলেন, তাহলে খুবই খুশি হতাম।

অতি সংক্ষেপে সিংগীর মা যে বিবরণ দিলো তা যেমনই বিচিত্র, তেমনি করুণ। আব্বাস খাঁর কিল্লার পরেই যে রাজপুত ভূখণ্ড বিদ্যমান, একদিন সেটা একটা রাজপুত রাজ্যই ছিল। তুলসী বাঈয়ের দাদু রাজপুত হরি সিং সে রাজ্যের

রোকন ও বইঘর.কম

রানী অর্থাৎ রাজারূপে পরিচিত ছিলেন। প্রতাপ প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল তাঁর। কিন্তু হরি সিং এর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর সে রাজ্য দখল করে নেন এবং তুলসী বাঈয়ের পিতা গিরি সিংকে কিছু জমি ছেড়ে দিয়ে তাঁকে একজন ভূস্বামী করে রাখেন। তুলসী বাঈয়ের শ্বশুর বীর সিং বিশাল এক দূর্গের অধিপতি। আকবর শাহর দরবারে বিস্তর তাঁর কদর আর প্রতিপত্তি। বীর সিং এর বয়স এখন অনেক। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি। একদিন এই বীর সিং দেখতে পেলেন গিরি সিং এর রূপসী কন্যা তুলসী বাঈকে। মেয়েটিকে খুবই পছন্দ হলো তাঁর। তাকে পুত্রবধূ করার খাহেশ জাগলো মনে। অনেকদিন থেকেই পুত্র বাহাদুর সিংয়ের জন্যে একজন সুন্দরী মেয়ের সন্ধান তিনি করছিলেন। কিন্তু নামের সাথে পুত্রটির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য না থাকায়, কোন রাজপুত আমির-উমরাহ তাঁর ঘরে মেয়ে দিতে রাজী হননি। গিরি সিং আজ আর কোন বিত্তবান হোমরা চোমরা নন। তবে তাঁর বংশের একটা ঐতিহ্য আছে। নাম ডাক আছে। তার উপর, গিরি সিংয়ের কন্যাটা অনেক রাজকন্যার বড়। এইসব বিবেচনায়, প্রভূত অর্থের বিনিময়ে গিরি সিং এর কন্যা তুলসীবাঈ এর সাথে পুত্র বাহাদুর সিংয়ের শাদি পাকাপাকি করে ফেললেন বীর সিং। বড় ঘর পেয়ে তুলসী বাঈয়ের পিতা গিরি সিং খুশি হয়েই রাজী হলেন এই শাদিতে। এর সাথে প্রচুর নগদ অর্থ পেয়ে আরো উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বর যে কিছুটা রুগ্ন, তা গণ্যের মধ্যেও আনলেন না। বাড়ির কাউকে সে কথা জানতেও দিলেন না।

খবর শুনে তুলসীবাঈ আওয়ারা বনে গেল। তার মনে তখন রোহিনী নদীর তীরে দেখা সেই অনিন্দ সুন্দর মানুষটি, অর্থাৎ সরদার আব্বাস, আসন গেড়ে বসেছেন। শত চেষ্টা করেও সেখান থকে সরাতে তাঁকে পারছে না এবং সেখানে আর কারো স্থান করতে পারছে না। শাদির দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, তুলসীবাঈ ততই ছটফট করতে লাগলো। অবশেষে একদিন তার স্নেহশীলা পরিচারিকা সিংগীর মাকে ডেকে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমি এখন কি করবো সিংগীর মা? এ বিয়ে যে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনে?

গভীরে না গিয়ে সিংগীর মা ঝুটমুট বললো, কেন পারছেন না দিদিমনি? কতবড় ঘর! কি প্রতিপত্তি তাঁদের! খোদ সম্রাটের প্রিয়জন! এমন ঘর ক'জন মেয়ের ভাগ্যে জোটে?

ঃ কিন্তু সিংগীর মা, আমি যে কোন বড়ঘর বড়মানুষ চাইনে। আমি চাই মনের মতো মানুষ।

ঃ সে কি, মনের মতো মানুষ! কে আপনার সেই মনের মতো মানুষ গা? সে মানুষ কোথায় পাবেন আপনি?

ঃ সিংগীর মা!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ এমন মানুষ কি আছে কেউ দেখা-জানা আপনার?

ঃ আছে সিংগীর মা, আছে। সে মানুষকে আমি একটা দিনও ভুলে থাকতে পারছিনে।

ঃ ওমা! সে কি গো! কে সে মানুষ? কোথায় দেখলেন তাকে?

ঃ আমিই শুধু দেখিনি সিংগীর মা, তুমিও দেখেছো।

ঃ এ্যাঁ! আমিও দেখেছি? কোথায়?

ঃ ঐ যে গতবছর অর্ঘ্য দিতে গিয়ে আমরা বজরা ভেড়ালাম যেখানে, ঐখানে ঐ যে একটা মানুষকে পাড় থেকে নিচে নেমে আসতে দেখে তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলে আর অনেক কটু কথা বললে, ঐ মানুষ।

একটু চিন্তা করেই সিংগীর মা বললো, ঐ মানুষ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, কথাটা মন্দ বলেননি বটে। বড়ই সুন্দর ছিল সে মানুষটা দেখতে। বিয়ে হলে আপনার সাথে মানাতোও খুব।

ঃ ঐ ওঁকে ছাড়া আর কাউকেই যে বিয়ে করতে মন আমার চাইছে না?

ঃ বেশ তো। তাহলে সে কথা আপনার বাবাকে বলুন। নিজে বলতে না পারেন লোক দিয়ে বলান। তাঁর অর্থের প্রয়োজন। যে কোন একদিক থেকে অর্থটা এলেই হলো।

ঃ কিন্তু–

ঃ কিন্তু কি? মনে ধরেছে যাকে, তাকে ছেড়ে কি অন্য কাউকে বিয়ে করা যায়? না তাতে কোন সুখ শান্তি আসে? আপনি নিজে বলতে না পারেন, তার নাম ঠিকানা আমাকে দিন। কোন অর্থকড়ি দেয়ার সঙ্গতি তার আছে কিনা–খোঁজ নিয়ে দেখি আর তারপরে কথাটা আপনার মায়ের কাছে পাড়ি। নাম-ঠিকানা দিন, আমি লোক পাঠাই সেখানে।

তুলসীবাঈ ইতস্তত করে বললো, সেইটেই তো হয়েছে সমস্যা সিংগীর মা। তাঁর নাম–ঠিকানা কিছুই যে আমি জানিনে।

ঃ ওমা সেকি! মনে ধরলো যাকে তার নাম–ঠিকানা জানলেন না?

ঃ কই আর জানা হলো?

ঃ মরণ! বজরা থেকে নেমে গিয়ে এক বেলাভর তার সাথে গুজুর গুজুর করলেন আর নাম ঠিকানা জানলেন না?

ঃ জেনে নেয়া হলো না যে! ওটা যে একদম ভুলেই গিয়েছিলাম তখন।

মুখ ভারী করে সিংগীর মা বললো, তবে আর কি? এখন তাহলে ওদিকে এক আঁজলা জল বাড়িয়ে দিন দিদিমনি। যেটা আসছে সেটাকে বরণ করে নেয়ার জন্যে মনটা তৈয়ার করে নিন।

ঃ তা যে পারছিনে সিংগীর মা?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাহলে দিদিমনি, রাগ করলেও আমি লাচার। গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া আপনার এ বিমারের কোন চিকিৎসা নেই।

ঃ গলায় দড়ি দেবো?

ঃ নইলে করবেন কি? ঠিকানা নেই, হদিস নেই, পদ পদবী বংশ পরিচয় কিছুই যার জানেন না, তাকে এখন পাবেন কোথায় আর তার জন্যে হা-পিত্তেস করে করবেন কি?

ঃ এ বিয়েটা ভেঙ্গে দেয়া যায় না সিংগীর মা?

ঃ তাহলে আপনার বাবার বুকখানাই ভেঙ্গে দেয়া হবে। যথেষ্ট অর্থকষ্টে আছেন তিনি। অনেক টাকা হাতে পেয়েছেন নগদ। ঘর পেয়েছেন মনের মতো। এই অবস্থায় এ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার কথা বলা আর তাঁর বুকে লোহার মুগুর মারা–একই কথা।

তুলসীবাঈ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তা বটে।

ঃ তাছাড়া, যারা আশায় থাকতে চান আপনি, জিন্দেগীতেও তো সে আশা পূরণ আপনার হবে না। ঠিকানা নেই, হদিস নেই, হাওয়ার উপর বসে থাকবেন কতদিন আর সে বসে থাকার অর্থটাই বা কি?

নিঃশ্বাস চেপে নিরব হলো তুলসীবাঈ। আর কোন কথাই খুঁজে পেলো না সে।

www.boighar.com

গড়িয়ে গেলো দিন। যথা সময়ে একদিন বেজে উঠলো শানাই। হাতী পালকি লোক লস্কর নিয়ে চলে এলো বর ও বরপক্ষ। রুগ্ন বর দেখে অনেকেই যারপরনই আহত হলেও তখন আর করার কিছু রইলো না। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো বর কনেকে। যথা নিয়মে মন্ত্র পাঠ হলো। এরপর গাঁটছড়া বেঁধে সাতপাক ঘোরার জন্যে উঠে দাঁড়ালো পাত্রপাত্রী। সাত পাকের শেষ পাক ঘুরতেই হাত-পা চোখ-মুখ খিটিমিটি করে ধপাশ করে পড়ে গেল বর। "কি হলো–কি হলো" বলে লোকজন হৈচৈ করে উঠতেই পাখা আর পানি নিয়ে ছুটে এলো বরপক্ষের লোক। বললো, ছেলেটার একটু মৃগীর দোষ আছে, খানিকপরেই সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

কিন্তু কখনই আর ঠিক ঠাক হলো না। মৃগীই কেবল নয়, ভেতরে আরো অনেক বিমার অনেকদিন থেকেই পাত্র বাহাদুর সিংকে বাদুড়–চোষা চুষে চুষে ঠোলা বানিয়ে দিয়েছিল। আজকের এই আঘাত সে আর উৎরে উঠতে পারলো না। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তার শরীরের অর্ধেকটা অবশ হয়ে গেল। পানির ছিটে আর পাখার বাতাসের বদৌলতে মৃগীর ভাবটা কেটে গেলেও উঠে দাঁড়ানোর সাধ্য আর তার রইলো না। রইলো না উঠে বসার সাধ্যও। অর্ধাঙ্গ বিমারে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ খাটিয়ায় করে পাত্রকে তুলে নিয়ে যেতে হলো বরপক্ষকে।

রোকন ও বইঘর.কম

এই পর্যন্ত বলে সিংগীর মা থামতেই সরদার আব্বাস খাঁ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন, তারপর?

সিংগীর মা বললো, বরকে তুলে নিয়ে বরের বাপ ক্রোধভরে চলে গেলেন। সমস্ত দোষ চাপালেন দিদিমনির ঘাড়ে। দিদিমনির শ্বশুর 'অপয়া' বলে দিদিমনিকে বিস্তর গালি গালাজ করলেন আর দিদিমনিকে ফেলে রেখে সবাইকে নিয়ে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। অপয়া বউকে ঘরে তিনি নিলেন না।

ঃ সে কি? তাহলে আজ আবার যে যাচ্ছেন তিনি সেখানে।

ঃ বিপদে পড়ে দিদিমনির শ্বশুর আবার হাতে-পায়ে ধরতে শুরু করেছেন যে? অর্ধাঙ্গ থেকে দিদিমনির বর বাহাদুর সিংয়ের এখন সর্বাঙ্গই অবশ হয়ে গেছে। বিছানার সাথে মিশে গেছে শরীর। সবাই এখন বলছে, সতীর প্রতি অবিচার করার ফলেই তাঁর ছেলের এই দুরবস্থা হয়েছে। সতীর পূণ্যে পতির প্রাণ রক্ষে পেতে পারে, যদি সতী এসে পতির সেবা করেন। নিজ পূণ্যেই মৃত পতিকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সাবিত্রীরা–বেহুলারা। এই চিকিৎসার বাইরে তাঁর ছেলের আর কোন চিকিৎসা নেই।

ঃ সিংগীর মা!

ঃ নিরুপায় হয়ে দিদিমনির শ্বশুর এসে বউকে ঘরে নেয়ার জন্যে সকলের হাতে-পায়ে ধরতে লাগলেন। দিদিমনির বাপের হাতে অনেক টাকা গুঁজে দিলেন আবার। পটে গেলেন দিদিমনির বাপ। তিনিই আজ দিনিমনিকে দিদিমনির শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের সাথে।

পালিয়ে যাওয়া বেহারা ও পাহারাদার সৈনিকেরা এই সময় এসে দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। তা লক্ষ্য করে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, ঐ বুঝি আপনাদের লোকজন ফিরে আসছে। দেখুন তো, ওরাই কি না?

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সিংগীর মা বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরাই-ওরাই। ওহ! কি সব মরদ।

বলেই সে হাঁক দিয়ে বললো, এই যে বীর পুরুষেরা, তোমরা ফিরে এসেছো? তো আর উঁকি ঝুঁকি মারছো কেন বাছারা? এসো-এসো। আর কোন বিপদ নেই, নিশ্চিন্তে চলে এসো। বিপদ হলে আমরা মেয়েছেলেরাই তোমাদের বাঁচাবো।

মাথা নত করে সবাই এগিয়ে আসতে লাগলো। বলেই চললো সিংগীর মা–আহাহা, কি আমার বাহাদুর গা! বিপদ দেখেই মেয়ে মানুষদের অসহায় ফেলে রেখে লম্বা দিলে? এই মুরোদ নিয়ে আমাদের পাহারা দিতে এসেছো? আট আটটা জোয়ান মরদ পালকি নিয়ে আর একগাদা বীর পালোয়ান সেপাই। ঐ কয়েকজন ডাকাত এক দাবাড়েই কি করে তোমাদের ভাগিয়ে দিলে গা? নাও-নাও, আর শরম কি বাছা। পালকি এবার উঠাও–

রোকন ও বইঘর.কম

কলরব করতে করতে সরদার আব্বাস খাঁর সঙ্গীরাও ফিরে এলো পরে পরেই। শব্দ শুনেই বাহক-পাইক ফের কান খাড়া করলো। সিংগীর মা চমকে উঠে বললো, ওরে বাপরে। ফের ওদিকে গোলমাল কিসের? কারা আসে আবার? কোন ডাকাত দস্যু নয়তো?

আব্বাস খাঁ হেসে বললেন, না-না, অন্য কেউ নয়। ওরা আমার সঙ্গীরা দস্যুদের ফয়সালা করে ফিরে আসছে।

সিংগীর মা আশ্বস্ত হয়ে বললো, তাই বলুন বাবা। আমরা ঘরপোড়া গরু কিনা?

ঃ তা বটে–তা বটে। তা আমরা এখন যাবো কি? উভয় পক্ষেরই লোকজন সব এসে গেল, আর এখানে–

ঃ ওমা সে কি গো! যাবেন কি? আমাদের পৌঁছে দিতে হবে না? এইসব আঁতুড় ঘরের জোয়ানদের উপর ভরসা করে আবার পথে নামবো? বা-ব্বা! কোমরটা আমার ভেঙ্গেই গেছে। এর উপর যদি আবার আর একটা লাথি খাই, তাহলে জীবনেও আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না।

ঃ কিন্তু আমাদের যে অসময় হয়ে যাচ্ছে? মানে, নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। আর তো আমরা যেতে পারবো না আপনাদের সাথে?

ঃ কি মুস্কিল! তাহলে যে–

সিংগীর মা চিন্তায় পড়ে গেল। তুলসীবাঈকে উদ্দেশ্য করে বললো, ও দিদিমনি, লোকজন নিয়ে ইনি এখনই চলে যেতে চাইছেন। আমাদের সাথে আর যেতে চাইছেন না!

তুলসীবাঈ নিরব। দুহাতে মাথা চেপে ধরে সে তখন–টলছে। সিংগীর মা ফের উঁচু গলায় বললো, দিদিমনি–ও দিদিমনি। ওমা! আপনার আবার কি হলো? কথা বলছেন না কেন? উনারা কি চলে যাবেন?

মাথা চেপে ধরে থেকেই তুলসীবাঈ ক্ষীণকণ্ঠে বললো, আমার মাথা ঘুরছে সিংগীর মা। কিছুই আমি স্থির করতে পারছিনে।

ওখানেই বসে পড়লো তুলসীবাঈ। আব্বাস খাঁ কাছে এসে বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, তার মানে? আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?

তুলসীবাঈ করুণ কণ্ঠে বললো, জি-জি, ভয়ানক অসুস্থবোধ করছি। আর বুঝি বাঁচবো না!

ঃ সে কি! হঠাৎ–

ঃ আপনি দয়া করে এই পথটুকু আমার সাথে চলুন! বিপদ কিছু হোক নাহোক, আপনি অন্তত এই পথটুকু আমার পাশে পাশে থাকুন।

ঃ তা কথা হলো, আমাদের নামাজের অসময় হয়ে যাচ্ছে। সামনে ফাঁকায় গিয়ে এখনই নামাজ আদায় না করলেই নয়।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাহলে? কোন দিকে যাবেন আপনারা? পেছনের দিকে?

ঃ না-না, আমরাও এইদিকেই যাবো। এই ঝোপজঙ্গল থেকে বেরিয়ে সামনে গিয়ে নামাজ পড় ন আপনারা। আমরা অপেক্ষা করবো ওখানে।

সবিস্ময়ে চেয়ে আব্বাস খাঁ বললেন, অপেক্ষা করবেন? কিন্তু–

ঃ আবার কিন্তু কেন? পথ তো একটাই। এক সাথে গেলে এমন কি ক্ষতি হবে আপনার, বলুন? তুলসীবাঈয়ের চোখে অপরিসীম মিনতি। তা দেখে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, বেশ চলুন, তাহলে তাই করি। সামনে গিয়ে নামাজটা আদায় করে নিই।

সরদার আব্বাস খাঁর নির্দেশে পালকি নিয়ে পালকি বাহক ও পাহারদার সেপাইরা রওনা হলো। আব্বাস খাঁ তার সঙ্গীদের বললেন, চলো সবাই। সামনে গিয়ে আগে নামাজটা আদায় করি। তারপরে আমাদের করণীয় স্থির করবো আমরা।

অজুতে ও নামাজে বেশ খানিকটা সময় লাগলো। নামাজ অন্তে আব্বাস খাঁ ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, আর একটু এগুলেই আমাদের সেই রাত্রিযাপনের জায়গা। অর্থাৎ সেই কাচারীবাড়ি। দুজন সঙ্গী নিয়ে এখান থেকেই আপনি সেখানে চলে যান। অবশিষ্ট জোয়ানদের নিয়ে আমি এঁদের সাথে যাই। নিরাপদ অবস্থানে এঁদের পৌঁছে দিয়েই আমরা ফিরে আসবো।

ফিরোজ মাহমুদ উঠতে উঠতে বললো, জি আচ্ছা জনাব।

ঃ আপনি গিয়ে যতটা সম্ভব, আমাদের থাকা খাওয়ার আয়োজনটা করতে থাকুন। বাদ বাকি আমরা ফিরে এসে করবো।

ঃ জি আচ্ছা–জি আচ্ছা।

www.boighar.com

সরদার আব্বাস খাঁ অতঃপর পালকির কাছে এলেন। দেখলেন, কোমরের ব্যথায় সিংগীর মা ইতিমধ্যেই এলিয়ে পড়েছে গভীর নিদ্রায়। তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে তুলসীবাঈ। কাছে এসে আব্বাস খাঁ সহাস্যে বললেন, নিন, এবার চলুন। পালকি তোলার নির্দেশ দিয়ে আব্বাস খাঁ পালকির একান্ত পাশ ঘেঁষে মন্থর গতিতে চলতে লাগলেন। ঝালর তুলে তুলসীবাঈ আব্বাস খাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। তার দুচোখে তখন টলমল করছে পানি। আব্বাস খাঁ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এখনও অসুস্থ বোধ করছেন?

তুলসীবাঈ কাতর কণ্ঠে বললো, খুবই– খুবই অসুস্থ বোধ করছি। কেন এমন হলো? আপনি বলতে পারেন কেন এমন হলো আমার?

ঃ আমি? তা আমি–

ঃ আপনার সাথে কেন আবার দেখা হলো? আপনার দেখা জীবনেও আর পাবো না বুঝি, আমার জীবন আমি শেষ করে দিতে তৈয়ার হয়েছি। এই মুহূর্তে

রোকন ও বইঘর.কম

আপনার সাথে আবার কেন দেখা হলো আমার? এখন যে আবার বাঁচতে বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে আমার! ইচ্ছে হচ্ছে সেই স্বপ্নের জগত ফিরে পেতে।

ঃ তুলসীবাঈ।

ঃ চলুন না, আমরা এখান থেকেই পালিয়ে যাই। এখান থেকেই আমাকে তুলে নিয়ে যান আপনি!

আব্বাস খাঁ শংকিত কণ্ঠে বললেন, সে কি! এ কি কথা বলছেন?

ঃ কোন কঠিন কাজ তো নয়। আপনি আমাকে নিয়ে গেলে কেউ জানতেই পারবে না। এরা কেউ চেনেওনা আপনাকে। ভাববে, ফের ডাকাতেরাই নিয়ে গেছে আমাকে। আপনাদেরও ডাকাত ভাববে, এই যা। ওদিকে আবার সিংগীর মা জান গেলেও হদিস দেবে না আমাদের।

এক নাগাড়ে বলে চললো তুলসীবাঈ। সরদার আব্বাস খাঁ বাধা দিয়ে বললেন, না-না, এ আপনি কি বলছেন? আপনি এখন একজনের বিবাহিত স্ত্রী। এ কথা আপনার এখন বলাও পাপ আর আমার শোনাও পাপ।

ঃ পাপ?

ঃ মহাপাপ।

ঃ মহাপাপ? একজন শ্মশানগামী শবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খা আমার মহাপাপ?

ঃ হ্যাঁ, তাই। শ্মশানগামী হলেও উনি আপনার স্বামী। এতবড় দুষ্কর্ম আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তুলসীবাঈ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, সম্ভব নয়তো কেন আপনি বাঁচালেন আমাকে? দস্যুদের হাত থেকে কেন উদ্ধার করলেন? বাঁচা মরা আবার যে সমান হয়ে গেল আমার?

ঃ তবু আর উপায় নেই।

ঃ উপায় নেই? তাহলে তখন যে কথাগুলো বললেন, সে সব বানানো কথা আপনার? মনের কথা নয়?

ঃ কোন কথা?

ঃ ঐ যে গতবছর আমাকে দেখার পর থেকেই আপনি দিউয়ানা, সেই থেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাকে, ঠিকানা জানেন না তবু খুঁজে বেড়াচ্ছেন হরদম, একদণ্ড আমাকে ভুলে থাকতে পারেননি–এসব কথা?

ক্লীষ্টহাসি হেসে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, তা আপনি বলতে পারেন। সে সব কথা আমার বানানো, না মনের কথা, তার সাক্ষী উপরওয়ালা একজনই আছেন। আপনাকে আর তা আমি বোঝাতে চাইনে।

ঃ না বোঝালে বুঝবো আমি কি করে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ দেখুন, আমি একজন ঈমানদার মানুষ, বেঈমান নই। কায়দাবুঝে এক এক সময় এক এক কথা বলিনে।

ঃ তাহলে আমার প্রতি আকর্ষণ আপনার হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন? আমার মতোই আপনিও কেন আকুল হয়ে উঠছেন না?

ঃ নসীবের মার খেয়ে যে স্বপ্নসৌধ আমার ধসে পড়েছে মাটিতে, তার দুখানা ইট আর দুমুঠো বালি নিয়ে আর টানাটানি করতে চাইনে বলে?

ঃ সরদার!

ঃ গোটা একটা বছর হা হুতাশ করে কেটেছে। বাকি জিন্দেগীটাই আমাকে ঐ ভাবেই কাটাতে হবে–এই আমার নসীব লিখন।

নদীর মধ্যে হঠাৎ কিছু মাঝি মাল্লা এক সাথে হৈ হৈ করে উঠলো। সচকিত হয়ে উঠে তুলসীবাঈ বললো, ওকি? ওকিসের শব্দ? আবার কি কোন ডাকাত দস্যু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

ঃ না-না, ডাকাত দস্যু নয়। নদীর মধ্যে হৈ চৈ করছে মাঝি মাল্লারা।

ঃ আসুক না, আবার একদল দস্যু এসে আমাকে ঘিরে ফেলুক না! শেষ করে দিক জীবন আমার।

ঃ শেষ করে দেবে?

ঃ সব কিছু এই রোহিনী নদীর তীরেই চুকে বুকে যাক। এর জের আর টানতে পারবো না আমি। কিছুতেই পারবো না।

ঃ তুলসীবাঈ!

ঃ আপনি কাজের লোক। কাজের মধ্যে সব কিছু ভুলে থাকতে পারবেন। কিন্তু আমি? আমি কি করবো? আমি শুনেছি কথাবার্তা সব বন্ধ। কংকালটাই বিছানায় পড়ে আছে শুধু। ঐ লাশের পাশে বসে থেকে আমার দিবারাত্রি কেমন করে কাটবে, একটু ভেবে দেখুন?

কথার মাঝেই পালকি ও দলবল নদীর তীর ছেড়ে দিয়ে বাম দিকে মোড় নিলো। কিছুক্ষণ এগুনোর পর পাহারদার সেপাইরা খোশকণ্ঠে বলে উঠলো, মাজননী, আমরা এসে গেছি। ঐ যে আপনার শ্বশুরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর মাত্র নিমেষ কয়েকের পথ। এখন লোকালয়, আর কোন ভয় নেই।

তুলসীবাঈ চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ, এসে গেলাম? এত তাড়াতাড়ি এসে গেলাম? পুরা একটা দণ্ড সময়ও পেলাম না?

সরদার আব্বাস খাঁ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পেয়েই বা লাভ কি হতো, বলুন? সারা জীবনের পিয়াস তো একদণ্ডে পূরণ হবার নয়!

ঃ সরদার।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আমি এখন যাই তুলসী। আমার লোকজন নিয়ে এখান থেকেই বিদায় হয়ে যাই। আর আমার এগুনো সমীচিন হবে না।

ঃ কেন?

ঃ আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের দেখলে, অনেক অপ্রিয় প্রশ্নের উদয় হবে।

ঃ হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু–

ঃ আর কিন্তু কি তুলসী? এইতো এ জীবনের পাওনা আমাদের। যেটুকু পেলাম এই ঢের। আর আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। এরপর আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

ঃ ভুলে যাবো? আপনাকে ভুলে যাবো? একি কখনও সম্ভব?

ঃ তবুও ভুলে আপনাকে যেতেই হবে। ভুলে যেতে না পারাটা আপনার পক্ষে পাপ।

ঃ হোক পাপ। এই পাপই আমার জীবনের পরমার্থ। যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না।

ঃ তুলসীবাঈ!

ঃ দেখি, আপনার হাতটা দেখি–

ঃ হাত!

ঃ হ্যাঁ! হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিন।

কোন প্রশ্নে না গিয়ে আব্বাস খাঁ তার একখানা হাত তুলসীবাঈয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি নিজের আঙ্গুল থেকে খুলে তুলসীবাঈ তা ক্ষিপ্রহস্তে পরিয়ে দিলো সরদার আব্বাস খাঁর আঙ্গুলে। আব্বাস খাঁ চমকে উঠে বললেন, একি! একি করলেন?

ঃ দোহাই আপনার! যা করলাম তা নিয়ে আর একটা কথাও বলবেন না। পাপ পূণ্যের প্রশ্ন নিয়ে টানাটানি করবেন না।

ঃ তুলসীবাঈ।

ঃ জীবনে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না আপনার সাথে। আমার এ অসুখও আর এ জীবনে সারবে না। যাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারিনি, তাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। যাকে কোনদিনই মন থেকে সরাতে পারিনি আর এরপর পারবোও না কিছুতেই, তার কাছে আমার একটা স্মৃতিচিহ্ন!

ঃ তামাম বঞ্চনার এইটুকুই পরম সান্ত্বনা হবে আমার। সান্ত্বনা তো জীবনে একটা প্রয়োজন!

ঃ তুলসী!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আমি রাজপুতানী। যে প্রাণরক্ষা করে, তাকেই প্রাণের মালিক বলে গণ্য করি আমি। অন্য কারো এখানে কোন অধিকার নেই। এবার আসুন। আমার মৃত্যু সংবাদ কখনো যদি কানে পড়ে আপনার, দুঁফোটা চোখের জল ফেলবেন–এই আমার শেষ অনুরোধ।

উদগত অশ্রু সম্বরণ করতে করতে পালকির ঝলর টেনে দিলো তুলসীবাঈ। ভেতরের দিকে সরে গিয়ে বসলো। অশ্বের লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেলেন আব্বাস খাঁ। তা দেখে তাঁর অনুগামী সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে গেল পেছনে। এগিয়ে চললো পালকি।

তুলসীবাঈয়ের শ্বশুরের সুউচ্চ দুর্গ চূড়ায় আলো জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। সেই দিকেই আস্তে আস্তে অপসৃত হয়ে গেল পালকিটি। পালকিটি অপসৃত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই অপসৃত হয়ে গেল সরদার আব্বাস খাঁর জিন্দেগীর তামাম আশা–আনন্দ। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন সরদার আব্বাস খাঁ। দুনিয়াটা তার কাছে বিলকুলই অর্থহীন হয়ে গেল। জিন্দেগীতে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই আর তাঁর রইলো না।

চোখ মুছলেন আব্বাস খাঁ। পেছেনে দণ্ডায়মান জোয়ানেরা আওয়াজ দিলো-হুজুর।

চমকে উঠে আব্বাস খাঁ বললেন, ও হ্যাঁ, চলো–

৪

গুজরাটের সীমান্তে সসৈন্যে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন দিল্লীর বাদশাহ জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর। আজ আর সেদিনের সেই আমন্ত্রণকারী মন্ত্রী ইতিমাদ খান নেই। নেই সেদিনের সেই শাসকও। খোশ আমদেদ জানিয়ে আহমদাবাদের রাজপ্রাসাদে তুলে নেয়ার আজ আর কেউ নেই। নেই কেউ স্বদেশের সর্বনাশ সাধনে বিদেশীকে মোবারকবাদ জানানোর। আজ পাল্টে গেছে চিত্রপট। মোবারকবাদের বদলে আজ আছে মুর্দাবাদ। আছে প্রচণ্ড প্রতিরোধ।

রোকন ও বইঘর.কম

গুজরাটের উত্তর–পূর্বসীমান্ত বরাবর দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে হাতিয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুজরাটের দুরন্ত বাহিনী। সরদার ও মীর্জাদের সম্মিলিত শক্তি। মুখোমুখি লড়াই ছাড়া গুজরাটের অভ্যন্তরে দিল্লীশ্বরের প্রবেশ পথ বন্ধ।

অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমান্তের এপারেই ছাউনী ফেললেন দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ। সীমান্তে মোতায়েন গুজরাটী ফৌজের শক্তি ও ভেতরের রণপ্রস্তুতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যে আকবর শাহ অবস্থান নিলেন সীমান্তের এপারেই। সংবাদ সংগ্রহের জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন একদল অভিজ্ঞ গুপ্তচর।

কিন্তু গুজরাটের গুপ্তচর বাহিনী শাহী চরদের চেয়ে শতগুণে অভিজ্ঞ। অনেক আগে থেকেই তারা দক্ষ শিকারীর মতো জাল বিছিয়েছিল সীমান্ত বরাবর। সেদিকে পা বাড়িয়েই বাদশাহর চরেরা পাখীর মতো দরাদ্দর সেই জালে জড়িয়ে যেতে লাগলো আর একটার পর একটা চালান হয়ে যেতে লাগলো গুজরাটের কারাগারে। গুজরাটী চরেরা প্রায় সব গুলোই স্বেচ্ছাসেবক নওকর নয়। কাজ করে না বেতনের বিনিময়ে। তারা মুক্তিকামী মুক্তি ফৌজ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে কোরবান করা প্রাণ। এদের নিষ্ঠা এতই গভীর আর দৃষ্টি এতই প্রখর যে, বাদশাহী চরদের কোন ছদ্মবেশ আঁর ছলাকলাই তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না।

গুপ্তচর প্রেরণ করে সারাদিন বসে রইলেন বাদশাহ আকবর শাহ। দিনান্তে কিছু তথ্য পৌঁছবেই তাঁর কাছে, এই ছিল তাঁর সৃদৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু সেদিন তো গেলই, পরের দিনও সে প্রত্যয় পূরণ তাঁর হলো না। তথ্য–খবর পড়ে মরুক, একজন চরও ফিরে এলো না ছাউনিতে। তুখোড় রণবিদ আর ডাকসাইটে সেনাপতিরা এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন কেবল, এ প্রেক্ষিতে কি তাঁদের করণীয় স্থির করতে পারলেন না কেউ কিছুই।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন বাদশাহ আকবর শাহ। আস্থা হারিয়ে ফেললেন গুপ্তচরদের উপর। ভরসা রাখতে পারলেন না সেনাপতিদের উপরও। প্রকৃত অবস্থাটা আঁচ করার জন্যে ভ্রমণের অছিলায় বেরিয়ে পড়লেন নিজেই। বেরিয়ে পড়লেন ছদ্মবেশে। সাহস আর জিদ তাঁর বরাবরই জিয়াদা। কযেকজন ছদ্মবেশী দেহরক্ষী ছাড়া আর কাউকেই সঙ্গে তিনি নিলেন না। সালার সেপাই কাউকেই জানালেন না এ কথা।

কিন্তু হিসেবে অকেনখানি ভুল করলেন আকবর শাহ। অপরপক্ষের চরদের কথা তিনি ভাবলেন না। বস্তুত তিনি আন্দাজ করতেই পারেননি বিপক্ষীয় চরদের তৎপরতার গভীরতা। ধারণা করতে পারেননি যে, গুজরাট অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন বাদশাহ– এ খবর, গুজরাটে পৌঁছে গেছে শাহী বাহিনী পথে নামার সাথে সাথেই। সর্বোপরি, তিনি তলিয়ে দেখেননি, গুজরাটী গোয়েন্দাদের অদৃশ্য

রোকন ও বইঘর.কম

বেষ্টনীতে পড়ে গেছেন তাঁরা সীমান্তের কাছে এসে ছাউনি ফেলার কালেই। নজর বন্দী হয়ে গেছেন তাঁরা সবাই। তাঁদের সকলেরই গতিবিধি সর্বদাই প্রতিফলিত হচ্ছে গুজরাটী গোয়েন্দাদের চোখের আয়নায়। লাকড়িওয়ালা, পানিওয়ালা, সবজিওয়ালা সহ মেষ চরানো রাখালেরাও গুপ্তচর সকলেই।

গুজরাটী চরেরা দেখলো, ছদ্মবেশে বেরিয়ে এলেন বাদশাহ। ছদ্মবেশী কয়েকজন অনুচর সহ সীমান্ত পার হয়ে গুজরাটের কিছুটা ভেতরে চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল নিকটবর্তী সীমান্ত রক্ষীদের কাছে। পরিকল্পনা মাফিক ওঁৎ পেতে বসে রইলো সীমান্তের একদল সশস্ত্র সৈনিক। বিনাযুদ্ধেই বাদশাহকে সাবাড় করা যায় যদি, এর চেয়ে আর উত্তম কি?

আস্তে আস্তে আরো খানিকটা ভেতরে এলেন আকবরশাহ। কোন প্রকার বাধা বিপত্তি নেই দেখে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘুরতে লাগলেন ইতস্তত। খুঁজতে লাগলেন সন্ধান দেয়ার উপযুক্ত লোক। সূর্য তখন ডুবুডুবু। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে বাদশাহ এসে দাঁড়ালেন পথের ধারে উঁচু এক ঢিপির উপর। উঁচুতে উঠে লোকের সন্ধান করতে লাগলেন। হঠাৎ এক পথচারীকে অতি নিকটে পেয়ে হাত ইশারায় তাকে আরো কাছে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ বজ্রপাত!

ক্ষিপ্র নজরে এদিক ওদিক চেয়ে লোকটি কাছে এসেই লাফ দিয়ে ঢিপির উপর উঠলো এবং বাদশাহকে সজোরে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে পড়লো নিচে। আচমকা ধাক্কায় গড়িয়ে পড়লেন বাদশাহও। সঙ্গে সঙ্গে ঢিপির হাত দুই আড়াই উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে তিনদিকে উড়ে গেল তিন তিনটি বল্লম। গড়িয়ে পড়ার মাঝেই বাদশাহ লক্ষ্য করলেন, ঐ ঢিপি থেকে গড়িয়ে পড়তে এক নিমেষের এক শতাংশ দেরি হলেই তিন দিক থেকে ছুটে আসা ঐ তিন তিনটি বল্লম দ্বারা তাঁর বক্ষ, পঞ্জর, পৃষ্ঠদেশ একসাথে বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল না মোটেই।

বাদশাহকে তুলতে তুলতে আগন্তুক লোকটি ব্যস্তকণ্ঠে বললো, অস্ত্র খুলুন জাঁহাপনা, আপনি এখন দুশমনের কবলে।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই নিকটবর্তী টিলার আড়াল থেকে মার মার রবে ছুটে এলো শতাধিক সৈন্যের এক দুরন্ত বাহিনী। বাহিনীর অধিনায়ক সেপাইদের হাঁক দিয়ে বললো, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। বল্লম একটাও বাদশাহকে বিঁধেনি। ঘিরে ফেলো বাদশাহকে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের সাথে বাদশাহ আকবর শাহ লক্ষ্য করলেন, শত্রুবাহিনী এসে তাঁর কাছে পৌঁছার আগেই হঠাৎ শুরু হলো লড়াই। বাহিনীটির অগ্রগতি ঠেকাতে অমিতাবিক্রমে লড়াই শুরু করলো আট দশজন লোক। লক্ষ্য করলেন, এরা তাঁর দেহরক্ষী নয়। তাঁর দেহরক্ষীরা তখন হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দূরে।

রোকন ও বইঘর.কম

বাদশাহকে সতর্ক করে দিয়েই বাদশাহর প্রাণরক্ষাকারী লোকটি অস্ত্রহাতে ছুটে গেল লড়াইয়ে। যোগ দিল গুজরাটী বাহিনীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়াইরত ঐ আটদশজনের সাথে। মুহূর্তেই সব কিছু বদশাহর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিন বুঝতে পারলেন, গুজরাটের সীমান্তরক্ষী সৈন্যেরা হামলা করেছে তাঁর উপর। ঐ কয়জন অজ্ঞাত বান্ধব মূল বাহিনীকে কিছুটা ঠেকিয়ে দিলেও, পথ নেই আর তাঁর সরে পড়ার। এক্ষণে চারদিক থেকেই ছুটে আসছে গুজরাটী সৈন্য। অন্য কথায়, দুশমনের বেষ্টনীর মাঝখানে পড়ে গেছেন তিনি। লড়াই করে এ বেষ্টনী ভেদ করতে না পারলে বাঁচার আশা আকাশ কুসুম। অস্ত্র খুললেন আকবর শাহ। দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েই তিনও গিয়ে যোগ দিলেন ঐ মরিয়াদের দলে।

বাদশাহ ও তার দেহরক্ষীরা লড়াইয়ে যোগ দেয়ায় মরিয়াদের শক্তি আরো বেড়ে গেল। আকবর শাহ নিজেও একজন দুর্ধষ্য যোদ্ধা। ফলে লড়াই এবার উঠে গেল তুঙ্গে। চারদিকে বিপুল সংখ্যক গুজরাটী সৈন্য, মাঝখানে দেহরক্ষীদের নিয়ে বাদশাহ আর ঐ আটদশজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। এদের মধ্যে চেনা কেউ আছে কিনা, সে খবর করার অবকাশ বাদশাহর তখন ছিল না। তিনি প্রাণপণে লড়তে লাগলেন মিত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে।

ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। এরই অপেক্ষা করছিল বাদশাহর রক্ষাকারীদের দল। দলপতির ইংগিতে তার সঙ্গীরা দুশমন বেষ্টনীর চারদিক ছেড়ে দিয়ে অকস্মাৎ এসে জড়ো হলো একপাশে এবং ঐ একপাশের উপর সর্বাত্মক আঘাত করা শুরু করলো। বিচক্ষণ রণবিদ আকবর শাহ এ কৌশল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন। দেহরক্ষীদের নিয়ে তিনিও এসে আঘাত হানলেন সেখানে। অকস্মাৎ এই সর্বাত্মক হামলায় বেষ্টনীর এ পাশটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বেরিয়ে এলো পথ। বাদশাহকে আগলে নিয়ে সবাই এবার এইপথে বেরিয়ে এলো বাইরে। অতঃপর আঁধারে গা মিশিয়ে দুশমনের নাগাল থেকে চলে এলো দূরে এবং সবশেষে সীমান্ত পেরিয়ে সকলেই নিরাপদে পৌঁছে গেলেন বাদশাহর ছাউনিতে।

ছাউনীতে ফিরে এসেই এই অজ্ঞাত বান্ধবদের পরিচয় নিতে এগিয়ে এলেন আকবর শাহ। আলোতে এসেও এদের কাউকেই চিনতে তিনি পারলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো এই দলের দলপতির উপর। আলোতে তাকে দেখেই চমকে উঠলেন বাদশাহ। আনন্দে ও উল্লাসে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন, এ কি! সরদার আব্বাস! বাহাদুর আব্বাস খাঁ মহা মুসিবত থেকে তুমিই আজ রক্ষে করলে আমাকে?

সরদার আব্বাস খাঁ বিনম্রকণ্ঠে বললেন, রক্ষে করার একমাত্র মালিক আল্লাহতায়ালা জাঁহাপনা। আমরা সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।

ঃ কি তাজ্জব! তুমি এখানে কখন এলে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ জাঁহাপনার আগমনের দিন তিনেক আগে।

ঃ সেকি! তোমাকে তো সাথে আমরা পাইনি? তুমি কি তাহলে আগেই বেরিয়েছিলে?

ঃ জি না মালিক। আমি বেরিয়েছি শাহীবাহিনী রওনা হওয়ার একদিন পরে।

কুঞ্চিত হলো শাহান শাহর চোখের ভ্রু। প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ? শাহী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ যখন আমার কাছে এলো, তখন খবর নিয়ে দেখি, শাহীবাহিনী নিয়ে জাঁহাপনা একদিন আগেই রওনা হয়ে গেছেন । মাথা আমার ঘুরে গেল। জাঁহাপনার কাছে আমার বিশ্বস্ততা প্রশ্নবোধক হয়ে উঠার নিদারুণ সম্ভাবনা দেখে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। অবশেষে আমার বাহিনীকে নির্দিষ্ট পথে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বেরিয়ে পড়লাম জনাদশেক জোয়ান নিয়ে। নির্দিষ্ট পথ পরিহার করে বেছে নিলাম সোজাপথ। নদীনালা বনজঙ্গল আর টিলাপাহাড়ের পাশ দিয়ে ছুটে এলাম গুজরাটে। আমার নির্দোষিতা প্রমাণের এছাড়া আর কোন ভিন্ন পথ পেলাম না।

বাদশাহ আকবর শাহ খোশকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, সাব্বাস নওজোয়ান, সাব্বাস! এমন একটা কিছু দুর্ঘনটার আভাস কিল্লাদার নসরত খান আগেই আমাকে দিয়েছিলেন।

ঃ মেহেরবান!

ঃ তোমার কর্তব্য নিষ্ঠা বার বারই আমাকে চমৎকৃত করেছে। বলো, তারপর কি করলে?

ঃ গুজরাটের সরদার আর মীর্জাদের বিচক্ষণতা আমি আগের বারেই আঁচ করে গিয়েছিলাম মালিক। দিল্লীর শাহানশাহর আনুগত্য অস্বীকার করার পরে তারা যে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে, এমন বিশ্বাস আমার হলো না। তাই সরাসরি গুজরাটে না ঢুকে আমরা বিকল্প পথ ধরলাম আর ছদ্মবেশে গুজরাটের ভেতরে চলে এলাম।

ঃ সাব্বাস! কি দেখলে?

ঃ গুজরাটের উপকণ্ঠে পৌঁছে যা দেখলাম আর বুঝলাম, তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দেখলাম, চারদিকে গিজ গিজ করছে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। তারা শাহীবাহিনীর সম্ভাব্য আগমন পথ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঘিরে নিয়েছে আর দক্ষিণ সীমান্তেও আনাগোনা করছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, জাঁহাপনা যে গুজরাট অভিযানে বেরিয়েছেন–এ খবর তারা আগেই পেয়ে গেছে আর সেই মোতাবেক যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

ঃ বটে! তারপর?

ঃ চোরের উপর বাটপারী করার মতো গোয়েন্দাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে আমরা দক্ষিণ পথ দিয়ে গুজরাটে ঢুকে পড়লাম। অতিশয় সতর্কভাবে ভেতরে

রোকন ও বইঘর.কম

ঘুরে ঘুরে যা দেখলাম, তাতে তাজ্জব না হয়ে আমরা পারলাম না জাঁহাপনা। সরদার আর মীর্জারা সম্মিলিতভাবে যে রণপ্রস্তুতি নিয়েছে আর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইতিমধ্যেই যে সামরিক ব্যূহ রচনা করেছে, তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার নয়। সুপরিকল্পিত লড়াই ছাড়া সে ব্যূহ ভেদ করা অসম্ভব।

ঃ আব্বাস খাঁ!

www.boighar.com

ঃ আরো দেখলাম, সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বেষ্টন করে গড়ে তুলেছে সীমান্তরক্ষীদের এক সুদৃঢ় প্রাচীর। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর না হলে যে কোন বহিরাগত বাহিনীর পক্ষে সে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলাও সহজ সাধ্য নয়। বরং এলোমেলোভাবে এগুলে মুসিবতের সম্ভাবনাই জিয়াদা।

ঃ জরুর–জরুর। অবস্থার, প্রেক্ষিতে সেই রকমই মনে হলো।

ঃ এর সাথে আছে আবার এই উত্তর–পূর্ব সীমান্তের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য গুপ্তচর। এদিকের তামাম খবর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে যথাস্থানে।

বাদশাহ আকবর শাহ নিরব হলেন। ক্ষণিক চিন্তা করে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কিছুটা প্রস্তুতি তারা নিয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার জানাটা কি বিলকুল ঠিক বলে মনে করো তুমি? আতিশয্য কি এর মধ্যে কিছুই নেই?

ঃ মালিক!

ঃ আবেগের আধিক্যেই কি এই অবিশ্বাস্য চিত্র তুলে তুমি ধরছো না?

সরদার আব্বাস খাঁ হোঁচট খেলেন। বিনীতকণ্ঠে বললেন, গোস্তাখি মাফ হয়। জাঁহাপনার এমন ধারণার কারণটা জানতে পারলে।

ঃ ঐ তুচ্ছ সরদার আর মীর্জারা সকলেই ভূঁইয়া অধিপতি। এত অধিক সেনা সৈন্য আর চর-অনুচর কোথায় পাবে তারা যে গোটা এলাকা ছেয়ে ফেলবে এভাবে?

ঃ কসুর নেবেন না মেহেরবান। গুজরাট যে একটা মস্তবড় প্রদেশ আর তার জনসংখ্যা যে প্রচুর, একথা জাঁহাপনার অজ্ঞাত নয়।

ঃ তাতে করে কি বোঝাতে চাও তুমি?

ঃ ঐ প্রচুর জনসংখ্যাই এই ভূঁইয়াদের মূল শক্তি। তাদের এই সেনা সৈন্য, চর-অনুচর।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ এ লড়াই কেবল ঐ ভূঁইয়াদের নয় আলমপনা। এ লড়াই গুজরাটের তামাম জনগণের। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে আপামর জনসাধারণ এবার সরদার আর মীর্জাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বধীনতার জন্যে জান কোরবান করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সরদার আব্বাস!

ঃ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করার আগেই জনগণকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে ঐ সরদার আর মীর্জারা। তখন থেকেই তারা তালিম দিয়ে দিয়ে সৈনিক হিসাবে, সালার হিসাবে, গুপ্তচর হিসেবে দেশের জনগণকে তৈয়ার করে নিয়েছে। দূরে থেকে এসব খবর কিছুই আমরা রাখিনি–এই যা।

ঃ হুঁউ!

ঃ এর সাথে সরদার আর মীর্জাদের নিজস্ব সামরিক শক্তি তো আছেই। আর সে শক্তির নমূনা আমরা আগের বারেই আঁচ করে গেছি।

ঃ বটে।

গম্ভীর হলেন দিল্লীর বাদশাহ। সরদার আব্বাস খাঁ বিনীতকণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা এমন না হলে বিশ্বপ্রতাপ দিল্লীর বাদশাহর সাথে টক্কর লড়ার সাহস তারা করবে কেন মেহেরবান?

ঃ তাজ্জব! এসব তুমি কি আমাকে শোনাচ্ছো নওজোয়ান? মনে হচ্ছে যেন আরব্যরজনীর রূপকথা শুনছি আমি।

ক্ষুদে-মাঝারী কয়েকজন সালার ইতিমধ্যেই সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। আব্বাস খাঁর বিবৃতির বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে তাঁরা এবার বলে উঠলেন, স্বাভাবিক জাঁহাপনা, খুবই স্বাভাবিক। একজন অল্পবয়স্ক কিল্লাদারের অভিজ্ঞান আর অভিজ্ঞতা কতখানি? কয়টা লড়াইয়েই বা অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি আর কতটুকুই বা তাঁর রণজ্ঞান আর সাহস? লোকমুখে যা কিছু শুনেছেন আর সামান্য যা কিছু দেখেছেন, তাতেই ভয় পেয়ে এই প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। প্রলাপ তো আরব্যরজনীর মতো রূপকথা হবেই।

সরদার আব্বাস খাঁ বিস্মিত হলেন এঁদের কথায়। ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন, আমি যা দেখেছি, জেনেছি আর বুঝেছি, সেই কথাই বললাম জাঁহাপনা। সেটা রূপ কথা হলে আমি লাচার!

সালারেরা প্রতিবাদ করে বললেন-আপনি কি আমাদের ভয় পাইতে বলছেন?

ঃ ভয়? মহাপরাক্রম বাদশাহর বাহিনীর ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি বলছি, খুবই সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে এগুতে হবে আমাদের। গুজরাটের শক্তি এবার আদৌ তাচ্ছিল্য করার মতো নয়।

সালারেরা ভ্রুকুটি করে বললেন, নয়তো কি সমকক্ষ আমাদের? যত্ত সব বাতুলের প্রলাপ!

সালারদের একজন উষ্মার সাথে বললেন, সেরেফ প্রলাপই নয়, কিল্লাদারের এই বিবৃতির মধ্যে আমরা অন্যরকম গন্ধও পাচ্ছি।

আব্বাস খাঁ মুখ তুলে বললেন, অন্যরকম গন্ধ!

রোকন ও বইঘর.কম

সালারটি বললেন, হ্যাঁ, অন্যরকম গন্ধ। দোর্দান্ত প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরকে এই জুজুর ভয় দেখানোটা শুধু প্রলাপই নয়, এর মধ্যে জরুর অন্য কিছু আছে।

ঃ অন্য কিছু।

ঃ কিল্লাদার সাহেব আসলেই জাঁহাপনার পক্ষের লোক, না গুজরাটের পক্ষের লোক–এ নিয়ে এখন রীতিমতো সন্দেহ দেখা দিচ্ছে আমাদের মনে।

সঙ্গে সঙ্গে অপর সালারেরা সমর্থন দিয়ে বলে উঠলেন, বিলকুল–বিলকুল। কিল্লাদার সাহেবের বিশ্বস্ততা যাচাই করা প্রয়োজন জাঁহাপনা। এ সন্দেহ আগেই আমাদের হয়েছিল। এখন তা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ তরুণ কিল্লাদার আসলেই শাহান শাহর শুভাকাঙ্খী, না অন্য কিছু–এটা নিশ্চিত হওয়ার আগে তাঁকে আমাদের বাহিনীভূক্ত করা সমীচিন বলে মনে করছিনে আলমপনা।

সরদার আব্বাস খাঁ বাদশাহর মুখের দিকে তাকালেন। বাদশাহ স্মিতহাস্যে বললেন, তা বটে–তা বটে। সরদার আব্বাস খাঁর বিশ্বস্ততা যাচাই করার প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে।

সালারেরা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বললেন, আমরা ঠিক বলিনি খোদাবন্দ?

ঃ অবশ্যই ঠিক বলেছেন। আমার জানটা চরমভাবে বিপন্ন হওয়ার সময় সবাই যখন আপনারা তাঁবুর মধ্যেই গোল হয়ে বসেছিলেন, তাঁবুর বাইরে বেরোননি, তখন কি আপনাদের তথ্য বেঠিক হতে পারে?

সালারগণ এবার শংকিত কণ্ঠে বললেন, জি? জাঁহাপনা ঠিক কি বলতে চাইছেন–

আকবর শাহ উষ্ণকণ্ঠে বললেন, জাঁহাপনা ঠিক এই বলতে চাইছেন যে, আপনারা যেমন তাঁবুর মধ্যে ছিলেন তেমনি নিজ নিজ তাঁবুতেই এখন ফিরে যান। আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

ঃ মেহেরবান!

ঃ এইটেই আমার ইচ্ছে।

সালারেরা সন্ত্রস্তভাবে সরে গেলেন সেখান থেকে। এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। সালারেরা সরে গেলে আকবরশাহ স্মিত হাস্যে বললেন, নাখোশ হলে নওজোয়ান?

আব্বাস খাঁ তৃপ্তকণ্ঠে বললেন, জাঁহাপনার কিঞ্চিৎ করুণা যতক্ষণ আমার উপর আছে, ততক্ষণ কারো কথাতেই আমার বিচলিত হওয়ার কিছু নেই মালিক।

ঃ বহুৎ খুব। তা বল্লমের লক্ষ্য থেকে যে নওজোয়ান সরিয়ে নিলো আমাকে তাকে তো চিনলাম না? সে কে?

ঃ তিনি আমার একজন সদ্যলব্ধ দোস্ত জাঁহাপনা। বিশ্বস্ত সাগরিদ। নাম ফিরোজ মাহমুদ।

রোকন ও বইঘর.কম

ফিরোজ মাহমুদকে সামনে আসার ইংগিত করে সরদার আব্বাস ফের বললেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ করুণা যে আমার এই নিদারুন মুহূর্তে এমন একজন বিচক্ষণ সঙ্গী সাথে পেয়েছি আমি।

ফিরোজ মাহমুদ এসে কুর্ণিশ করে বাদশাহর সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই বাদশাহ সরবে বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইতো। এইতো সেই নওজোয়ান যে জান বাজী রেখে আমার জান হেফাজত করতে এসেছিল। একটু গড়বড় হলে এ বল্লম তাকেও বিঁধতে পারতো।

ঃ খুবই স্বাভাবিক মালিক।

ঃ এ ছাড়া লড়াইয়েও সব সময় সে আমার পাশেই ছিল। দেখলাম চল্লিশ–পঞ্চাশজনকে একাই সে ঠেকাচ্ছে। সে কি বিক্রম তার। এমন একজন বাঘা তরুণকে কোথায় পেলে তুমি?

ঃ ঐ যে বললাম মালিক, আল্লাহতায়ালাই জুটিয়ে দিয়েছেন এঁকে। আমার এই ঝটিকা সফরে এঁকে সাথে পেয়ে আমার অশেষ উপকার হয়েছে জাঁহাপনা। ইনি সাথে না থাকলে, যে সব বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে, তার মোকাবিলা করা একা আমার পক্ষে খুবই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াতো। আমার আর কজন সঙ্গীরা তো সবাই সাদামাটা সেপাই।

ঃ বলো কি! এতদিন কোথায় ছিল এ তরুণ? আমার খাস বাহিনীতে এ ধরনের দুর্ধষ্য নওজোয়ানই অধিক প্রয়োজন আমার।

ঃ জাঁহাপনার বাহিনীতেই ছিলেন ইনি মেহেরবান। তবে খাস বাহিনীতে নয়। ফৌজদার আসাদ বেগ সাহেবের ফৌজে অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে ছিলেন। নসীবের দোষে নগণ্য এক সহকারী ছাড়া আর উপরে উঠতে পারেননি।

ঃ কারণ?

ঃ তা সঠিক জানা নেই মেহেরবান। হয়তো এঁর পারদর্শিতা বেগ সাহেবের নজরে পড়েনি, কিংবা পড়লেও তার সুবিচার করতে পারেননি।

ঃ বটে!

–বলেই হাতে তালী বাজালেন বাদশাহ। সঙ্গে সঙ্গে বান্দা এসে কূর্ণিশ করে দাঁড়ালো। বাদশাহ হুকুম করলেন, ফৌজদার আসাদ বেগ–

বান্দা ফের ছুটে গেল তৎক্ষণাৎ। আব্বাস খাঁ ইতস্তত করে বললেন, এর মধ্যে তাঁকে না টানাই বোধ হয় ভাল ছিল মালিক। ফিরোজ মাহমুদের প্রতি বেগ সাহেব বড় একটা প্রীত নন।

বাদশাহ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, সেটা না বললেও বুঝতে আমার তকলিফ হয়নি নওজোয়ান। প্রীত থাকলে এমন একজন দক্ষ যোদ্ধা অনেক আগেই তার যোগ্য স্থানে চলে আসতো। ও কথা থাক। এবার তুমি বলো, তুমি একে সঙ্গীরূপে লাভ করলে কি করে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে সরাদার আব্বাস খাঁ বললেন, বেগ সাহেবের শ্যালিকা ঠিকই বুঝেছিলেন, ইনি সামান্য লোক নন। তাই এঁকে শাদি করে মুসিবতে পড়ে গেলেন বেচারী। শুনে আকবর শাহ খোশকণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, এই ঘটনা? তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, তামাম মুসিবতের শিকড় তুলে ফেলবো আমি।

ঃ মেহেরবান!

ঃ এখন অন্য কথায় এসো। আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে গেছি আমরা। আমার ঐ মুসিবতের সময় তোমরা এসে হঠাৎ কোথা থেকে জুটলে?

ঃ ঘটনাচক্রে জাঁহাপনা। আল্লাহরই ইচ্ছায়। জাঁহাপনা সসৈন্যে এসে সরাসরি গুজরাটে প্রবেশ করেন কিনা, এ ভয় আমাদের সব সময়ই ছিল। তা করলে লড়াইটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন হয়ে যেতো। যখন দেখলাম জাঁহাপনা ছাউনি ফেললেন সীমান্তের এ পারে, তখন আমরা আশ্বস্ত হলাম আর ভাল করে তথ্য সংগ্রহে মন দিলাম। এই দুতিন দিনে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে জাঁহাপনার শিবিরের দিকেই আসছিলাম আমরা। সীমান্তের কাছে এসেই দেখি একটা টিলার আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে সশস্ত এক বাহিনী। আড়ালে আবডালে আরো কিছু সেপাই চারদিকে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। এরপরেই দেখি, এক উঁচু ঢিপির উপর জাঁহাপনা দাঁড়িয়ে। দেখেই চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই ফিরোজ মাহমুদকে পাঠালাম জাঁহাপনাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। এর পরে যা ঘটলো, তা জাঁহাপনা নিজেই অবগত আছেন। জাঁহাপনা আবেগের সাথে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ আছি, বিলকুল আছি। সেই সাথে এই নওজোয়ান যা করেছে তা ভেবে এখনও আমি শিহরিত হচ্ছি। নিজের জানের ঝুঁকি এমনভাবে না নিলে আমার জান রক্ষে পাওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাই নজরে আমার পড়ছে না।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ পুরস্কৃত করবো। এই নওজোয়ানের এমন সুকৃতি আমি বিফলে যেতে দেবো না। লড়াইয়ের পরে একথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে তুমি।

সরদার আব্বাস খাঁ কূর্ণিশ করে বললেন, জো হুকুম- মেহেরবান।

বাদশাহ আকবর শাহ একইভাবে বললেন, একে আমি উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করবো। যোগ্য স্থানে একে আমি তুলে নেবো জরুর।

এই সময় বান্দা ফিরে এসে সভয়ে বললো, ফৌজদার সাহেব তাঁর ছাউনিতে নেই হুজুর।

ঃ নেই?

ঃ জিনা হুজুর। তাঁর খোঁজে লোক লাগিয়ে দেবো কি?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ এখন? না থাক। এখন আমি ক্লান্ত। আগামীকাল তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এখন যাও।

এরপর বাদশাহ আব্বাস খাঁদের বললেন, এখন তোমরাও যাও। কয়েকটা ছাউনি খালি আছে। যে কোন একটাতে আপাতত উঠো গিয়ে। বিশ্রাম আমাদের সকলেরই প্রয়োজন।

ঃ মেহেরবান।

ঃ পরবর্তী আলোচনার জন্যে কাল তোমাদের ডাকবো।

ঘুরে দাঁড়ালেন বাদশাহ আকবর শাহ। যাওয়ার আগে ফিরোজ মাহমুদের পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, জিতা রহো নওজোয়ান, জিতা রহো।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে কূর্ণিশ করলো ফিরোজ মাহমুদ।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্যে সম্রাট আকবর কিল্লাদার আব্বাস খাঁকে পরের দিন আবার ডাকলেন। গুজরাটের রণপ্রস্তুতি ও রণ পরিকল্পনার কথা স্থিরচিত্তে আবার তিনি শুনলেন। এরপর তাদের সেই প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার মোকাবিলা করার ব্যাপারে সরদার আব্বাস খাঁর কি মতামত তা জানতে চাইলেন। অর্থাৎ, এ পক্ষের পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত আর শাহী বাহিনীর এখন কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে আব্বাস খাঁকে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা ব্যক্ত করতে বললেন।

www.boighar.com

এ প্রশ্নে আব্বাস খাঁ বিনীতকণ্ঠে বললেন, মালিক, আমি একজন ক্ষুদ্র কিল্লাদার। বয়স কম, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও অল্প। জাঁহাপনা একজন সুবিখ্যাত রণবিদ। দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। রণকৌশল আর রণদক্ষতায় আপনার জুটি নেই। অপরপক্ষের প্রস্তুতির সব কথাই তো বললাম। এরপরে আর আমার কি কিছু বলার অপেক্ষা থাকে জাঁহাপনা? বরং সেটা অশোভনই হবে।

বাদশাহ নিরুত্তাপকণ্ঠে বললেন, তবু তুমি বলো। এ যুদ্ধের দায়িত্ব তোমার উপর থাকলে তুমি কি করতে, তা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করো। আমি তা শুনতে চাই।

বাদশাহর ইচ্ছাই আদেশ। সরদার আব্বাস এবার তাঁর ধ্যান ধারণা মাফিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার কথা সবই ব্যক্ত করলেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে কি রণকৌশল হওয়া উচিত, তাও ব্যাখ্যা করলেন। সব শেষে বললেন, সব চেয়ে

রোকন ও বইঘর.কম

বড় কথা, সকল বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আর শৃঙ্খলার সাথে সাহস, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মনিবেদনই এখানে অধিক প্রয়োজন মেহেরবান।

বাদশাহ আকবর শাহ। নিবিষ্টচিত্তে সরদার আব্বাস খাঁর সমস্ত কথা শুনলেন। শুনার পর চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কোন মন্তব্য না করে এরপর শান্তকণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, তুমি এবার এসো।

আকবর শাহ চমৎকৃত হলেন এই তরুণ কিল্লাদারের চিন্তাভাবনার গভীরতা দেখে। লড়াইয়ের ব্যাপারে তার জ্ঞান আর উপলব্ধির প্রশংসা তাঁকে করতেই হলো মনে মনে। যদিও আব্বাস খাঁর পদ্ধতি সবই তিনি মেনে নিতে পারলেন না, অনেক কিছুই তারুণ্যের উচ্ছ্বাস বলে মনে হলো তাঁর কাছে, তবু অধিকাংশ কথাই দাগ কাটলো বদশাহর অন্তরে। সংশোধন সাপেক্ষে এবারের রণকৌশল ও রণপদ্ধতি এই রকমই হোক, এইটেই বাদশাহ চাইলেন।

কিন্তু বাদশাহর চাওয়া আর ময়দানে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়া এক কথা নয়। বাদশাহ সব সময়ই নিজে ময়দানে নামেন না বা গোটা লড়াই বাদশাহ একাই করতে পারেন না। প্রধান প্রধান সেনাপতি ও সালারদের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়। রাজা-বাদশাহর নসিহত শ্রবণ করার পর ময়দানে সালারেরা নিজস্ব পদ্ধতিতেই অধিক সময় চলেন। বাদশাহ আকবর শাহর উঁচু স্তরের সালারেরা অধিকাংশই আত্মঅহংকার আর আত্মমহিমায় জার জার। মন্ত্রণাকক্ষে বাদশাহর নসিহত তাঁরা শুনেন আর অধিকক্ষেত্রেই ময়দানে আত্মমহিমা ও আত্মজ্ঞান জারি করেন। বিশাল শাহী বাহিনী আর বিপুল রণসম্ভার পেছনে থাকার বদৌলতে হোঁচট আছাড় খেয়ে কামিয়াবও হন তাঁরা প্রায়ই। কামিয়াবীই বাদশাহর প্রয়োজন। কামিয়াবীর পর নসিহত তাঁর পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা, তা নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না।

এবারও তাই হলো। বাদশাহর নসিহত শুনতে হয়, তাই সালারেরা তা শুনলেন। রণপদ্ধতি কি হবে, সে নক্সা সিপাহসালার ও প্রধান প্রধান সেনাপতিরা আগেই আঁকতে শুরু করেছিলেন। এরপরে যখন তাঁরা জানলেন, রণকৌশলের ব্যাপারে বাদশাহর এই নসিহত তুচ্ছ এক কিল্লাদারের নসিহত দ্বারা প্রভাবিত, মনে মনে তখনই বেঁকে বসলেন তাঁরা। বাদশাহর পরিকল্পনার প্রতি নামমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পনার উপর সওয়ার হয়ে।

ফলাফল যা আসার শুরুতেই তা আসতে শুরু করলো। গুজরাটের শক্তিকে গণ্যের মধ্যেই নিলেন না সালারেরা। ঢাকঢোল পিটিয়ে দম্ভভরে গিয়ে হানা দিলেন সীমান্তে এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে এলোপাতাড়ি ভাবে লিপ্ত হলেন লড়াইয়ে। সুষ্ঠ পরিকল্পনার জাল আগেই বুনে রেখেছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর

রোকন ও বইঘর.কম

অধিনায়কেরা। শাহী বাহিনীর এই পরিকল্পনাহীন লড়াইয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো তাঁরা। সীমান্তের অধিকাংশ সেপাই সেনা এসে এবার কাতারের পর কাতার ধরে শাহী ফৌজের সম্মুখে দাঁড়ালো এবং শাহী ফৌজের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিল। সীমান্তের অবশিষ্ট সেনা সৈন্য পাহাড় টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়ে শাহী বাহিনীর দুপাশের উপর অতর্কিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানতে লাগলো।

অজানা অচেনা পথঘাট। স্থানটির ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে শাহীবাহিনীর তেমন কোন ধ্যান ধারণা নেই। এতে করে, একদিকে সম্মুখে পথ করা অপরদিকে এই গুপ্তবাহিনীকে ধাওয়া করা নিয়ে শাহী বাহিনী পেরেশানীতে পড়ে গেল। আসল লড়াইয়ের আগে এই সীমান্তেই যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হলো তাদের। সেনাসৈন্যের তুলনাহীন আধিক্যের কারণে শাহী বাহিনী অবশেষে সীমান্ত রক্ষীর বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হলো বটে, কিন্তু এখানেই কেটে গেল পক্ষকাল আর অপ্রয়োজনীয়ভাবে এখানেই ডালি দিতে হলো শাহী ফৌজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। লাভের মধ্যে লাভ হলো এইটুকু যে, সীমান্তের এপারে এসে অবস্থান নিলো শাহী ফৌজ আর ওপার থেকে এপারে চলে এলো শাহী শিবির। পরিকল্পিতভাবে এগুলে অনায়াসে অল্প সময়ে আর অল্প ক্ষতিতে হতে পারতো এসব।

মহাঠেকা ঠেকে গেল অতঃপর। ভেতরে এসে ছাউনি ফেলার পর সিপাহসালার ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সালারগণের নেতৃত্বে শাহীবাহিনী এসে একইভাবে হানা দিল প্রতিপক্ষ বূহ্যের উপর আর প্রচণ্ড মার খেয়ে পেছন দিকে ছিটকে পড়লো প্রথম ধাক্কাতেই। অতঃপর দিনের পর দিন চলতে লাগলো এই সালারদের নিজস্ব পরিকল্পনার লড়াই। কিন্তু ক্ষতি ছাড়া লাভ তাতে কানাকড়িও হলো না। অর্থাৎ, দীর্ঘকাল লড়ে প্রতিপক্ষের ব্যূহ্যের একটা কোণও ভাঙ্গতে সক্ষম হলো না বাদশাহী বাহিনী। বড় বড় সালারেরা ছাউনিতে বসে দিনের পর দিন রণকৌশলের নক্সাই শুধু আঁকতে লাগলেন কাগজে, ময়দানে নেমে অবস্থানুযায়ী লাগসই পদক্ষেপ নিতে গেলেন না বা সে চিন্তা মাথাতেই তাঁদের খেললো না।

দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস অতিবাহিত হতে লাগলো। দিন যতই যেতে লাগলো শাহীশিবিরে ততই বাড়তে লাগল উৎকণ্ঠা। অজস্র প্রাণহানির সাথে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল শিবিরে। কালক্ষয় নিয়ে গুজরাটের ফৌজের কোন মাথাব্যথা নেই। নিজ দেশে খাদ্যের অভাব তাদের শিবিরে ছিল না। সে চিন্তা প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো বাদশাহী শিবিরে। দ্রুত বেগে শূন্য হয়ে আসতে লাগলো সাথে করে বয়ে আনা খাদ্য ভান্ডার। গুজরাট থেকে খাদ্য পাওয়ার প্রশ্নই কিছু ওঠে না। সে পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

এমত অবস্থার এক অবসরে ফিরোজ মাহমুদ সরদার আব্বাস খাঁকে বললো, একি অবস্থার সৃষ্টি হলো জনাব? জয়ের তো কোন সম্ভাবনাই দেখিনে।

রোকন ও বইঘর.কম

ক্লীষ্ট হাসি হেসে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, অপরের দেশে এসে সমস্ত দেশবাসীর বিরোধিতার মুখে প্রতিপক্ষকে হারানো এতটাই কি সহজ?

ঃ তাহলে কি এ যুদ্ধ শেষ হবার নয়?

ঃ হবে। শুরু যার আছে শেষও তার অবশ্যই আছে।

ঃ জনাব!

ঃ শাহী বাহিনীর আকার আরো খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এলেই আর শাহী শিবিরে যে একমুঠো খাদ্য দানা আছে তা শেষ হয়ে গেলেই, বাপ বাপ করে শেষ হবে এযুদ্ধ।

ঃ সেকি! তার অর্থ তো পরাজয়। পরাজয় বরণ করে পালাতে হবে আমাদের।

ঃ জয়ের আশা এখনও রাখেন আপনি?

ঃ জনাব।

ঃ যে পদ্ধতিতে লড়াই চলছে এই ছয় সাতমাস ধরে, সেই পদ্ধতিতে আর কিছু দিন চললেই লড়াই শেষ।

ঃ সর্বনাশ! জয়ের কি তাহলে কোন আশাই নেই আর?

ঃ আছে। এই পদ্ধতি পরিবর্তন করে বিকল্প পথে চেষ্টা করলে সে সম্ভাবনা যে এখনও নেই, তা নয়।

ঃ তাহলে সে কথা সিপাহসালার আর অন্যান্য বড় বড় সালারদের বলছেন না কেন?

ঃ বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আত্মম্ভরিতায় টইটুম্বুর সালারেরা ক্ষুদ্র একজন কিল্লাদারের কথায় কান দেবেন কেন? কান দেয়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ঢের অপমানিত হয়েই ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে।

ঃ কি মুসিবত। তাহলে শাহানশাহ তো আপনাকে পেয়ার করেন জিয়াদা। তাঁর কাছে এ কথা তুলছেন না কেন?

ঃ সে চেষ্টাও কি করিনি? কিন্তু সেখানেও গিয়ে ব্যর্থ হয়ে এসেছি। সালারদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাদশাহ আমার পরিকল্পনায় সায় দিতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁদের নাখোশ করার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না।

ঃ কারণ?

ঃ বিশ্বাসের অভাব। ভাবছেন সালারদের উপেক্ষা করে আমার পরিকল্পনায় চলে যদি বিপদে পড়েন, তাহলে তাঁর আর করার কিছুই থাকবে না। এক কথায় দুর্দিন যতই ঘনিয়ে আসছে বাদশাহ ততই সালার নির্ভর হয়ে পড়ছেন। উপযাচক হয়ে পীড়াপীড়ি করার পথ নেই। সেটা চরম গোস্তাখী।

ফিরোজ মাহমুদ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয় রইলো। এরপরে বললো, আচ্ছা জনাব, সেই বিকল্প পথটা কি হতে পারে বলে ভাবছেন আপনি?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ অনেক পথই হতে পারে। তবে সবচেয়ে কার্যকরী বলে আমি যেটা মনে করি তা হলো, আত্মদান আর আত্মকোরবানীর পথ। আত্মহত্যাও বলতে পারেন।

ফিরোজ মাহমুদ চমকে উঠে বললো, তার অর্থ?

ঃ গুজরাটী ব্যূহ্যের সম্মুখ-পশ্চাৎ সবই তো সেবার ছদ্মবেশে দেখে গেছি আমরা। সে ব্যূহের সামনের দিকটা ইটের প্রাচীরের মতো যতটা শক্তভাবে গাঁথা, পেছনের দিক ততটা নয়। অনেকটা এলোমেলো। সামনের দিকে বিপুল আক্রমণের প্রস্তুতি রেখে, জান কোরবান করার জন্যে প্রস্তুত এমন কিছু জোয়ানের ছোট একটা দলকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত হানতে হবে ব্যূহের ঐ পেছনে। আচমকা হামলায় হাহাকার তুলতে হবে বূহ্যের ভেতরে।

ঃ তারপর?

ঃ সেখানে হাহাকার উঠলেই কেঁপে উঠবে সামনের প্রাচীরের ভিত। পেছনের দিকে নজর দেয়ার সাথে সাথে দুলে উঠবে দেয়াল আর ঝুঁকে পড়বে ঐ দিকে। ঠিক অমনি, সামনে থেকে তামাম শাহী ফৌজ ব্যূহ্যের সামনের দিকে আঘাত হানলেই ঝর ঝর করে খসে পড়বে দেয়ালের ইট আর ভেংগে যাবে ব্যূহ। জয় তখন সহজেই করায়ত্ব হবে, এই আমার বিশ্বাস।

উৎসাহিত হয়ে উঠে ফিরোজ মাহমুদ বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো হতে পারে-তাতো হতে পারে। এমনটি করতে পারলে জয় তো অবশ্যই করায়ত্ব হয়।

সরদার আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, তা হয়। এ ছাড়া অধিক কার্যকরী বিকল্প আর কিছু দেখিনে।

চকিতে একটু চিন্তা করে ফিরোজ মাহমুদ আবার ম্লানকণ্ঠে বললো, কিন্তু জনাব, অতর্কিতে হামলা করা ঐ ক্ষুদ্র দলটি কি জীবন্ত ফিরে আসতে পারবে?

ঃ কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। জীবন্ত ফিরে এলে ঐ পরিকল্পনাটি আর কার্যকর হবে না। ওদের প্রাণনাশ হলে, তবেই সফল হবে ঐ পরিকল্পনা।

ঃ প্রাণ নাশ হলে তবে?

ঃ যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ যে লড়তে হবে তাদের। ভেতরে ঢুকে আমনি বেরিয়ে এলে তো চলবে না। কার্য সম্পাদন করতে হবে। কার্য সম্পাদন করার পর যদি বাহুবলে আর সুকৌশলে বেরিয়ে আসতে পারে, সে কথা আলাদা। কিন্তু শত্রু শিবিরের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে, এটা কি কল্পনা করা যায়।

ঃ জনাব।

ঃ উদ্দেশ্য তো তাদের ফিরে আসা নয়। উদ্দেশ্য, পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকে সেখানে মহাতংক পয়দা করা। প্রাণ গেল না থাকলো, সে চিন্তা করার অবকাশটা কোথায়?

ঃ তা বটে-তা বটে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কিছু প্রাণ ডালি না দিলে বৃহৎ কিছু সাধন হবে কি করে?

ঃ কিন্তু আমি ভাবছি, এত বড় প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে কি বেশি লোক পাওয়া যাবে? আসলে, সহজে মরতে কে চায়।

ঃ আমি চাই। সন্ধান করলে এই বিশাল শাহী বাহিনীর মধ্যে আত্মকোরবান করার লোকের খুব একটা অভাব হবে না। সবার আগে মরতে রাজী আছি আমি আর আমাকে দায়িত্ব দিলে এমন লোক আমিই যোগাড় করে নেবো।

ঃ বলেন কি! সহজে কি যোগাড় করতে পারবেন?

ঃ জরুর পারবো। জীবনের আশা-আকাঙ্খা বলে যাদের আর কিছুই নেই, ডাক দিলে সানন্দে ছুটে আসবে তারা। ফালতু জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে এমন একটা খ্যাতির কাজে প্রাণ দিতে সাগ্রহে রাজী হবে।

ঃ ফালতু জীবন?

ঃ নয়তো কি। বেঁচে থাকার কোন আকর্ষণই যাদের নেই তাদের বেঁচে থাকাটা শুধুই কি একটা বিড়ম্বনা নয়? কোন দাম আছে সে জীবনের, না সার্থকতা আছে?

ঃ জনাব! মানে, বলছিলাম কি জনাব।

সবেগে মাথা তুললেন আব্বাস খাঁ। বিব্রতকণ্ঠে বললেন, আরে কি খামাখা 'জনাব' 'জনাব' করছেন! আমি কি আপনার মুনিব? 'ভাইসাহেব' বলবেন, 'ভাইসাহেব'।

ঃ সে কি! তা কি করে হয়?

ঃ কি করে হয় না? আগে অপরিচিত ছিলাম তখন 'জনাব' 'জনাব' করেছেন-বেশ করেছেন। কিন্তু এখন আপনি একান্ত সঙ্গী আমার। অন্তরঙ্গ দোস্তের মতো এক সাথে আছি আমরা দীর্ঘদিন। এছাড়া ফরিদা বহিনকে আমি আপন বহিনের মতো মনে করি। আপনি তার স্বামী। আপনার মুখে ঐ জনাব-জনাব ডাক অসহ্য লাগে আমার। 'ভাইসাহেব' বলবেন, 'ভাইসাহেব'।

ঃ তা মানে?

ঃ মানে টানে নেই। যা বললাম, তাই বলবেন।

ফিরোজ মাহমুদ হাসিমুখে বললো, জি-আচ্ছা।

আব্বাস খাঁ বললেন, এবার বলুন, কি বলছিলেন।

ক্ষণিক নিরব থেকে ফিরোজ মাহমুদ বললো, তা বলছিলাম কি ভাইসাহেব, আপনি এই যে সবার আগে মরতে চাইছেন-সেটা কি বেঁচে থাকার কোন মোহ আপনার নেই বলেই চাইছেন?

ঃ অনেকটা তাই-ই। যদিও নিমকের দাম শোধ করতে প্রয়োজনে আমি জান দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলাম, এখন সে আগ্রহ আমার দশগুণ বেড়ে গেছে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কসুর নেবেন না। সেটা কি তাহলে ঐ তুলসীবাঈ সাহেবার জন্যে, না এর পেছনে আর কিছু আছে?

ঃ সেরেফ ঐ তুলসীবাঈ। আর কিছুই নেই।

ঃ ভাইসাহেব।

ঃ পথের মধ্যে তুলসীবাঈয়ের সব কথাই তো আপনাকে আমি বলেছি ভাইসাহেব। গোপন কিছুই করিনি। এর উপর অনেক কিছু নিজেও আপনি দেখেছেন আর শুনেছেন। আমার চাওয়া পাওয়ার সমাধি তো আপনার চোখের সামনেই হয়ে গেল। আর আমার বেঁচে থাকার মোহ কি, বলুন?

আবার নিরব হলো ফিরোজ মাহমুদ। নিঃশ্বাস চেপে স্বগতোক্তি করলো, কি আজব মানুষের পরিবর্তন!

ঃ কি বললেন?

ঃ না বলছি, আপনার নাম-খ্যাতি সবই আমি আগে থেকেই জানি। আপনার স্বভাবের কথাও আসাদবেগ ভাইসাহেবদের আলোচনার মধ্যে শুনেছি। শুনেছি, আপনি একজন নিতান্তই কাটখোট্টা লোক। লড়াই ছাড়া আর কিছুই জানেন না বা বোঝেন না। ঘর বিমুখ মানুষ। হৃদয়ের আবদেন বলতে কোন কিছুই আপনার মধ্যে নেই। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা কি জিনিস, সে বোধ আপনার নেই-এই সবই শুনে এসেছি বরাবর।

সরদার আব্বাস ভারীকণ্ঠে বললেন, ঠিকই শুনেছেন। ওসব বলে জীবনে যে কোন কিছু আছে, তা আমি তলিয়ে দেখিনি আর ওসব নিয়ে আদৌ কখনো ভাবিনি। এই বছর দেড়েক আগে আমার জীবনে হঠাৎ উদয় হলো এই তুলসীবাঈ আর এক ধাক্কায় আমার জীবনের মোড়টা ঘুরিয়ে দিল গোটাই।

ঃ ভাইসাহেব!

www.boighar.com

ঃ রূপের তো তুলনাই হয় না, এর সাথে তার কথা আর আচরণ এতই সুমিষ্ট আর দিলের সুবাস তার এতই অনুপম যে, আমি মোহিত হয়ে গেলাম। একদণ্ডেই আমূল পরিবর্তন এলো আমার মধ্যে। এরপর শয়নে স্বপনে কেবল তার কথাই ভাবতে লাগলাম, ঠিকানা জানিনে তবু মনে মনে অনুক্ষণ তাকেই খুঁজতে লাগলাম, সূর্যের কিরণে তলোয়ার আমার ঝিলিক দিয়ে উঠলেও তার মধ্যে দেখতে লাগলাম তুলসীবাঈয়ের মুখ। আমি আওয়ারা বনে গেলাম।

ঃ তাজ্জব!

ঃ ঘর বিমুখ মানুষ আমি, তাকে দেখার পর থেকেই, ঘর বাঁধার আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে উঠলো আমার অন্তরে। এক বৎসর কাল কোথায় খুঁজে পাবো তাকে, এই ভেবে কাটালাম। পথ চলতে পথের দুধারে বুভূক্ষ দৃষ্টি মেলে রাখলাম। দেখা তার পেলাম না। এরপরে ঐ সেই হঠাৎ আবার দেখা। দস্যুর কবল থেকে

রোকন ও বইঘর.কম

বিপন্নকে মুক্ত করতে গিয়ে অকস্মাত তার দেখা পেলাম আবার। কিন্তু হায়! সেই একান্ত বঞ্চিত দেখা তার পেলাম যখন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। স্বপ্নে গড়া সৌধ আমার চুরমার হয়ে মিশে গেছে ধূলোয়। আর আমার এই বেঁচে থাকার আকর্ষণ কি বলুন?

ঃ তাই বলে এইভাবে জীবন দিতে চান?

ঃ আমরা সৈনিক। জীবন দেয়া নিয়ে আমাদের দ্বিধা থাকলে চলবে কেন?

ফিরোজ মাহমুদ কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, জীবন দেয়া নিয়ে আমারও দ্বিধা কিছু নেই ভাইসাহেব। প্রয়োজনের সময়ই সে প্রমাণ আপনি পাবেন। আমি বলছি, আপনার এই হতাশার কথা। যা গেছে তা নিয়ে অনর্থক জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কথা।

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ আপনি যদি সত্যি সত্যিই কখনো ঐ পরিকল্পনা মাফিক জান কোরবান করার জন্য লোকজনের ডাক দেন, পয়লা ডাকেই আমাকে সাথে পাবেন আপনি।

ফের ম্লান হাসি হেসে আব্বাস খাঁ বললেন, সাথে পেলেও তো আপনাকে আমি আমার দলে নেবো না।

ঃ কেন?

ঃ জান কোরবান করার জন্য যাদের আমি চাই, আপনি সে লোক নন বলে। আমি চাই, যাদের ঘাড়ে কোন দায় দায়িত্ব নেই তাদের। যার অভাবে কোন আনন্দকুঞ্জ আঁধার হয়ে যাবে না, তাকে। আপনার ঘাড়ে দায়িত্ব আছে মস্তবড়। বিবি আছে আপনার। আপনার উপর হক আছে তার। আনন্দঘন কুঞ্জ আছে আমার কিল্লায়। বহিন আমার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে আপনার ফিরে যাওয়ার পথের দিকে। আপনার অভাবে শুধু কুঞ্জটাই তার আঁধার হয়ে যাবে না, তার জিন্দেগীটাই মিস্‌মার হয়ে যাবে। এ সব উপেক্ষা করে আর এ দায়িত্ব অস্বীকার করে জান কোরবান করেন যদি আপনি, আপনার জান কোনদিন বেহেস্তের মুখ দেখবে–এ বিশ্বাস আমার এক রত্তিও নেই।

ঃ কিন্তু আমি তো সৈনিক। লড়াই করতে এসেছি। লড়াইয়ের ময়দানে মরে যেতেও তো পারি আমি?

ঃ সে কথা আলাদা। সে মরা আর ইচ্ছে করে আত্মঘাতী হওয়া এক কথা নয়। ও সব কথা থাক।

ঃ ভাইসাহেব।

আব্বাস খাঁ এবার হালকাকণ্ঠে বললেন, আরে ভাইসাহেব, আমার ঐ পরিকল্পনা সেরেফ একটা কল্পনামাত্র। আমার সে পরিকল্পনা নিচ্ছে কে আর

রোকন ও বইঘর.কম

আমাকে সে দায়িত্ব দিচ্ছে কে? যে ভাবে লড়াই চলছে, এ ভাবেই চলবে আর প্রচণ্ড মার খেয়ে ফিরে যেতে হবে আমাদের এই হলো শেষ কথা।

হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা বটে। www.boighar.com

ঃ তবে একটা বিষয়ে আমি খুবই আনন্দিত যে, এই লড়াইয়ে এসে একটা মস্তবড় উপকার হলো আপনার। শাহান শার যা ইচ্ছে আর আগ্রহ তাতে করে একেবারে না হলেও একটা ফৌজদার আপনি হয়ে যাবেন ফিরে গিয়ে। যদি সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে নেন, তাহলে আরো কিছুটা উপরের পদ নির্ঘাত।

সলজ্জ হাসি হেসে ফিরোজ মাহমুদ বললো, সবই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী।

ঃ সাথে সেদিন আপনাকে নিতেই চাইনি আমি। ইশ্! না নিলে যে কি ক্ষতিটা হতো আপনার!

ঃ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে আপনি ঠেকাবেন কি করে?

ঃ বাহবা দিই ফরিদা বহিনকে। তার তারিফ আমি না করে পারছিনে। সে ঠিকই বলেছিল, কোন না কোন ভাবে বাদশাহর নজরে পড়ে যেতেও পারেন আপনি আর তাতে করে আপনার নসীবটা খুলে যেতে পারে। কি তাজ্জব তার দূরদৃষ্টি। আপনিও একটা রত্ন পেয়েছেন ভাইসাহেব, অমূল্যরত্ন।

ঃ দোআ করুন ভাইসাহেব, নসীবের জোরে লাভ করেছি যাকে, তাকে যেন আমি সুখে রাখতে পারি।

আলবত-আলবত। দোআ করবো মানে? মনে প্রাণে করছি আর ভবিষ্যতেও করবো।

ঃ ভাইসাহেবের মহত্বের তুলনা নেই। তা এই সাথে আর একটা কথা মনে আসছে আমার ভাইসাহেব। আপনি অত্যন্ত নীতিবান আর ন্যায় নিষ্ঠ মানুষ। আপনার সাথে মিশে অল্প দিনেই বুঝেছি আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি। আপনি কেন এ যুদ্ধে এতটা প্রাণপাত করতে আগ্রহী?

আব্বাস খাঁ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ?

ফিরোজ মাহমুদ বললো, স্বাধীন থাকা মানুষের মৌলিক অধিকার। গুজরাটবাসীরা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপণে লড়ছে। তাদের এই আশা-উম্মিদ বানচাল করে দিতে আপনি কেন এতটা আগ্রহী! এটাতো অন্যায়।

সরদার আব্বাস খাঁ সহাস্যে বললেন, সে মৌলিক অধিকার তো সেরেফ এই গুজরাটবাসীর একারই নয় ভাইসাহেব, সব দেশের সবার। কিন্তু এই বাদশাহ আকবর শাহ সে অধিকার তাদের ভোগ করতে দিলেতো? এ ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা বাদশাহর দিলে থাকলে তো? তাঁর নীতি 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। রাজ্যবিস্তার আর রাজ্যজয়ের নেশায় তিনি উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। একটার পর

রোকন ও বইঘর.কম

একটা দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সে দেশকে অধীনস্ত করছেন। কেউ না চাইলেও সেটা তাঁর আটকে থাকেনি আর আটকে থাকবেও না। আমি আপনি লড়াই করা বন্ধ করলেই কি এই গুজরট জয় আটকে থাকবে তাঁর? এবার মার খেয়ে ফিরে গেলেও বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে আবার আসবেন তিনি গুজরাটে। গুজরাটবাসীরা ঐ বিশাল বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবে ক'বার আর কতদিন?

ঃ সেটা না হয় হলো, কিন্তু আমি বলছি, বিবেকের কথা। এমন লড়াই লড়তে বিবেকে আপনার বাধছে না?

ঃ এমন লড়াই মানে?

ঃ মানে রাজার সাথে রাজার লড়াই হলে সেটা আলাদা কথা। এখানে জনগণ যেখানে স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে?

ঃ না, তবু বাধছে না। নকরী না করলে অবশ্যই বাধতো।

ঃ ভাইসাহেব।

ঃ আমরা সৈনিক। নকরী করি, নিমক খাই। নিমকের দাম দিতে ইতস্তত করাটাই গুনাহ ভাইসাহেব। বাদশাহর পক্ষে লড়বো, বাদশাহকে জয়ী করতে প্রাণান্ত করবো, এই মর্মেই নিমক খাই বাদশাহর। নিমক খেয়ে নিমকহারামী করাটা অমার্জনীয় অপরাধ। নিমকের দাম দিতেই মনে প্রাণে লড়তে হবে আমাদের।

এই সময় শুরু হলে প্রচণ্ড কোলাহল ও আর্তনাদ। প্রমত্ত রণ হুংকার ধ্বনিত হয়ে উঠলো। ঢিমেতেতালাভাবে লড়াই চলছিল বেশ কিছু দিন ধরে। হঠাৎ এই কোলাহল শুনে কান খাড়া করতেই জনৈক সৈনিক ছুটে এসে বললো, হুজুর মহামুসিবত পয়দা হয়েছে ময়দানে। গুজরাটী বাহিনী গোটাই এসে অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের সৈন্য সমাবেশের উপর। তাদের সামনে কেউ টিকে থাকতে পারছে না। শিগ্গির ওদিক আসুন।

চমকে উঠলেন আব্বাস খাঁ। ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, ঐ শুরু হয়েছে মার। চলুন, চলুন।

ফিরোজ মাহমুদ সহকারে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন সরদার আব্বাস খাঁ।

এতদিন রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়ে লড়ছিল গুজরাটী বাহিনী। আকবরশাহর আক্রমণকে ঠেকানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল তারা। দিনের পর দিন শাহীবাহিনীর রণ ব্যর্থতা দেখে আর শাহী সালারদের মুরোদ আঁচ করতে পেরে, এবার লাঠিপেটা করে শাহী বাহিনীকে বিতাড়িত করতে এগিয়ে এলো সবিক্রমে। ভেংগে ফেললো রক্ষণাত্মক ব্যূহ। আক্রমনাত্মক ব্যূহ রচনা ক'রে নিয়ে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো শাহী বাহিনীর উপর। এই অত্যন্ত পরিকল্পিত ও প্রচণ্ড হামলায় দিশেহারা হয়ে গেল সম্রাট আকবর শাহর এলোমেলো বাহিনী।

রোকন ও বইঘর.কম

কল্পনাতীত বিপর্যয়ে নিপতিত হলো তারা। গুজরাটী হামলা প্রতিরোধ করাতো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করাই দুরূহ হয়ে গেল বাদশাহ সেনা সৈন্যের পক্ষে। হাহাকার পড়ে গেল ময়দানে। পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠলো।

ময়দানের ঐ হাহাকারে বাদশাহ আকবর শাহ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ছাউনির মধ্যে কেবলই ছটফট করতে লাগলেন। পরাজয় যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো বাদশাহর অস্থিরতা বাড়তে লাগলো ততই। এই অবস্থার মধ্যে খান-ই-সামান, অর্থাৎ খাদ্য ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, এসে জানালেন যে, ভাণ্ডারে যে পরিমাণ খাদ্য এখন বিদ্যমান, তা দিয়ে বড় জোর দিন তিনেক চলতে পারে কোন মতে। এরপরে নির্জলা উপবাস। সেরেফ পানি ছাড়া সেনা সৈন্যের সামনে দেয়ার আর কিছুই থাকবে না।

এ খবরে দিশেহারা বাদশাহ হতাশায় মূহ্যমান হয়ে গেলেন। টলতে টলতে গিয়ে থপ করে বসে পড়লেন আসনে। দশদিক তাঁর আঁধার হয়ে এলো। কি তাঁর করণীয়, কিছুই স্থির করতে পারলেন না। খান-ই-সামান বিদায় হতেই ছুটে এলো বার্তা বাহক সৈনিক। সৈনিকের উদ্ভ্রান্ত অবস্থা দেখে বাদশাহ অসহায় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি সংবাদ? পরাজয় কি সম্পন্ন হয়ে গেছে?

বার্তাবাহক ব্যস্তকণ্ঠে বললো, না হলেও হতে আর বিলম্ব নেই হুজুর। অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শত্রুরা আমাদের সমাবেশের দক্ষিণ দিকে বিপুল ধস নামিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম দিকের অবস্থাও টলমলে। এই মুহূর্তে অন্তত দক্ষিণ দিকটা না সামলালে, পরাজয় আর একটাদিনও ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অবিলম্বে কাউকে দক্ষিণ দিকে পাঠানোর হুকুম হোক হুজুর। www.boighar.com

বাদশাহ আকবর উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, সিপাহ সালার কোথায়? সিপাহ সালার?

ঃ তিনি ছাউনিতে হুজুর। কয়েকজন বড় বড় সালার নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত আছেন।

ঃ অন্যান্য সালারেরা? মনসবদার, কিল্লাদার, ফৌজদার, হাবিলদার এঁরা কোথায়?

ঃ তাঁরা নিজ নিজ অবস্থান সামলাতেই পেরেশান হয়ে পড়েছেন। অন্য দিকে নজর দেয়ার এক পলক সময়ও তাঁদের নেই?

ঃ তাজ্জব! সরদার আব্বাস? কিল্লাদার আব্বাস খাঁ কোথায়? সেও কি পেরেশান হয়ে পড়েছে?

ঃ জি না হুজুর। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে লড়াইরত ছিলেন। সে দিকের শত্রু সমাবেশ ধ্বংস করে এখন তিনি দ্রুত পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

রোকন ও বইঘর.কম

বাদশাহর মুখমণ্ডলে এক ঝলক রক্ত ফিরে এলো। সবেগে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, এ্যাঁ? ধ্বংস করেছে? শত্রু ব্যূহ ধ্বংস করেছে?

ঃ জি মালিক। উত্তর–পূর্বদিক এখন শত্রুমুক্ত।

ঃ আহ! একটানা দুঃসংবাদের পর এই একটিমাত্র খোশ খবর বয়ে আনলে তুমি। তাকেই তাহলে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে বলো।

ঃ কিন্তু হুজুর, সিপাহ সালার জানিয়েছেন, পশ্চিম দিকের পরিস্থিতি সামলাতে তাঁকে সেখানেই প্রয়োজন।

ঃ বটে!

ঃ পশ্চিম দিকেও আমাদের জোয়ানরা খুবই বেসামাল হয়ে পড়েছেন।

ঃ পড় ক। অন্যকে বেসামাল করতে এসে নিজেরাই যারা বেসামাল হয়ে পড়ে, তারা পড় ক। আব্বাস খাঁকে আমার আদেশ জানাও। গিয়ে বলো, এটা বাদশাহর হুকুম।

ঃ জো হুকুম মেহেরবান।

বার্তাবাহক সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। আসন থেকে উঠে আকবর শাহ দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, একে একে ছয়–সাতটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তবু উদ্ধত এই সরদার আর মীর্জাদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করা আজও সম্ভব হলো না! আমার গালে চপোটঘাত করলো যারা আমার বিশাল বাহিনী আজও তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না। অপদার্থের দল!

অনেকক্ষণ পদচারণা করার পর শ্রান্ত ক্লান্ত আকবর শাহ টান হয়ে শুয়ে পড়লেন শয্যায়।

ঘুরে গেল পাশা। লড়াইয়ের গতি পরিবর্তন হওয়া শুরু হলো। উত্তর-পূর্বদিকের গুজরাটী ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ায় এবং দক্ষিণদিকে আব্বাস খাঁ মরণ-পণ হামলা করায়, শাহী ফৌজের মধ্যে আশার আলো দেখা দিলো। নতুন আশায় বুক বেঁধে তারা আবার রুখে দাঁড়ালো শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে। আটকে গেল গুজরাট বাহিনীর অগ্রগতি। আব্বাস খানের দুরন্ত হামলায় দক্ষিণ দিকের গুজরাটী ব্যূহ ভেঙ্গে পড়া শুরু করলো। গুজরাটের বাহিনী ক্রমেই কোনঠাশা হয়ে পড়তে লাগলো। প্রহর খানেক এই অবস্থা চলার পর খুবই নাজুক হয়ে গেল গুজরাট বাহিনীর অবস্থা।

লড়াইয়ের ফলাফল জানার আশায় সম্রাট আকবর ছাউনির মধ্যে খুবই উদগ্রীব হয়েছিলেন। এই সময় হাজির হলো বার্তাবাহক সৈনিক। তাকে দেখেই বাদশাহ ফের উৎকণ্ঠার সাথে প্রশ্ন করলেন, কি সংবাদ সৈনিক? কি খবর এনেছো এবার?

বার্তাবাহক মাথা নিচু করে ভয়ে ভয়ে বললো, হুজুর, সরদার আব্বাস খাঁ সাহেব,

রোকন ও বইঘর.কম

কথা আটকে গেল বার্তাবাহকের মুখে। চমকে উঠলেন বাদশাহ বললেন, কি? আব্বাস খাঁ সাহেব কি? সে কি আহত?

ঃ জি না হুজুর।

ঃ তবে কি নিহত?

ঃ তাও নয় হুজুর।

ঃ তাহলে কি? স্পষ্ট করে বলো।

ঃ আমার কসুর নেবেন না হুজুর। তিনি জানতে চাইছেন, যুদ্ধে জয়লাভই আমাদের উদ্দেশ্য, না যুদ্ধের নামে মাসের পর মাস ধরে তামাসা করে কাটানোই আমাদের উদ্দেশ্য?

ফুটে উঠলো আকবর শাহর দুচোখ। স্থির নজরে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, তার অর্থ?

ঃ এ যুদ্ধরীতি আদৌ তিনি পছন্দ করছেন না। এ রীতিতে লড়তে তিনি নারাজ।

ঃ নারাজ! তাহলে সে কথা আমাকে কেন বলতে পাঠিয়েছে সে? সিপাহসালারকে বললেই পারে!

ঃ সিপাহ সালারের সাথে তাঁর চরম মতানৈক্য চলছে হুজুর। চরম রেষারেষি।

আকবর শাহ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, বটে!

বার্তবাহক অসহায় কণ্ঠে বললো, এখন কি হবে হুজুর?

ঃ কি হবে মানে? সরদার আব্বাস খাঁ কি তাহলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে?

এই সময় ছুটে এলেন সরদার আব্বাস খাঁ। বললেন, বিদ্রোহের ব্যাপার নয় জাঁহাপনা। আমি মার্জনা চাই।

আকবর শাহ সবিস্ময়ে বললেন, এ কি! আব্বাস খাঁ। রণস্থল ত্যাগ করে তুমি এসময়ে এখানে?

আব্বাস খাঁ বললেন, গোস্তাখী মাফ হয় মেহেরবান। এ লড়াই থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

ঃ তার অর্থ?

ঃ লড়াইয়ের নামে মস্করা করে কাল কাটানোর অভ্যাস আমার নেই মালিক। দীর্ঘ ছয় সাত মাস ধরে এ মস্করা অনেক সহ্য করেছি। আর আমি পারছিনে।

ঃ আব্বাস খাঁ!

ঃ মরিয়া হয়ে আক্রমণ করলে যে লড়াই একদিনে শেষ হয়, পরিকল্পনার নক্সা রচনা করে করে সে লড়াই সাত মাস ঠেকিয়ে রাখার মাহাত্ম্য মাথায় আমার ঢোকেনা মেহেরবান।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাই কি তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছো?

ঃ বিদ্রোহ! বিদ্রোহের প্রশ্ন এখানে কোথায় মালিক?

ঃ মালিকের আদেশ অমান্য করার নাম কি বিদ্রোহ করা নয়।

ঃ মালিকের আদেশে আমি জান দিতে প্রস্তুত। বিদ্রোহের প্রশ্ন উঠছে কেন?

ঃ আমি যে তোমাকে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম, সে আদেশ কি তাহলে তোমার কাছে পৌঁছেনি?

ঃ দক্ষিণ দিক এখন সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত জাঁহাপনা। জাঁহাপনার এই নগণ্য গোলাম। সে আদেশ প্রতিপালন করেই আমি এখন এখানে এসেছি জাঁহাপনা। দক্ষিণ দিক ভেঙ্গে পড়ায় শত্রু শিবিরে এখন হাহাকার উঠেছে।

আনন্দে ও বিস্ময়ে সম্রাট আকবর শাহ উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন, আব্বাস খাঁ! সরদার আব্বাস!

ঃ অথচ ময়দানের এই বর্তমান অবস্থায় বড় বড় সালারেরা এখনও শিবিরে বসে পরিকল্পনার জালই বুনে চলেছেন আর সে পরিকল্পনা পঠিয়ে দিচ্ছেন ছোট ছোট সালার আর সেনানায়কদের কাছে। এই রণপদ্ধতি আমি সমর্থন করিনে জাঁহাপনা। আমি এর পরিবর্তন চাই, নইলে অব্যাহতি চাই।

ঃ বটে! কি করতে চাও তুমি তাহলে?

ঃ কারো প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই। তবু তাঁদের ঐ নির্দেশের শেকলে আটকে থাকতে চাইনে। আমি একবার স্বাধীনভাবে লড়তে চাই জাঁহাপনা।

ঃ আব্বাস খাঁ!

ঃ উত্তর–পূর্ব দিক শত্রুমুক্ত। দক্ষিণ দিকের শত্রু শিবির বিধ্বস্ত। পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম দিক। পশ্চিম দিকের শত্রু সমাবেশ একবিন্দুও কেউ পিছু হটাতে পারছেন না। হুকুম পেলে আমি একবার স্বাধীনভাবে পশ্চিম দিকের মোকাবেলা করতাম মেহেরবান। দেখতাম কোন ইস্পাত দিয়ে ঐ সমাবেশ তৈয়ার করা হয়েছে যে, মহাপরাক্রম দিল্লীর বাদশাহর গোটা বাহিনী তা ভেদ করতে পারছে না!

এ কথায় আকবর শাহের গম্ভীর হলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, কিন্তু বিচক্ষণ সেনাপতিরা, পদস্থ মনসবদারেরা, আর প্রবীন রণবিদরা তোমার এই খেয়াল সমর্থন করবেন কেন?

ঃ তাঁরা করবেন না বলেই আমি শাহান শাহর অনুমতি চাই।

ঃ শাহান শাহ অনুমতি দিলেও অন্যান্য সালার আর সেনা নায়কেরাই বা তোমার নেতৃত্ব মনে প্রাণে মেনে নেবে কেন? পদে ও বয়সে অনেকেই তারা তোমার অনেক বড়। তোমার হুকুমে লড়তে তারা রাজী হবে কেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই মালিক। আমার নিজস্ব বাহিনী নিয়েই আমি সরাসরি আঘাত হানবো পশ্চিম দিকের ঐ শত্রু সমাবেশের উপর। শক্ত আঘাত পায়নি বলেই এখনও অটল আছে পশ্চিম দিক। মরণ আঘাত হানলে উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ দিকের মতো এ দিকটাও ভেঙ্গে পড়বে একইভাবে,এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় জাঁহাপনা।

ঃ কিন্তু ঐ মরণ আঘাত তো তোমাদেরও মরণ ডেকে আনতে পারে নওজোয়ান!

www.boighar.com

ঃ মানুষতো অমর কেউ নয় আলমপনা। লড়াইয়ে এসে সে ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন?

ঃ আব্বাস খাঁ!

ঃ তা ছাড়া, আগে সে সম্ভাবনা জিয়াদাই ছিল মালিক। দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে নিয়ে শত্রু পক্ষ যখন রক্ষণাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ ছিল, তখন সে ব্যূহ ভেদ করতে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা চূড়ান্তই ছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে এসে সে ব্যূহ তাদের নড়বড়ে হয়ে গেছে। এর সাথে, উত্তর–পূর্ব আর দক্ষিণ দিক ভেঙ্গে পড়ায় তাদের সাহস আর মনোবল অনেক নিচে নেমে এসেছে। অবস্থা তাদের এখন খুবই নাজুক। এই মুহূর্তে প্রয়োজন শক্ত একটা আঘাত। দুরন্ত ঘা পড়লেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে গুজরাটী সমাবেশ। লোহা গরম থাকতে ঘা না পড়লে ফের শক্ত হয়ে যাবে মালিক। এক মুহূর্তের দাম এখন অনেক বেশি।

আকবর শাহর দুচোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আশা ও আনন্দের প্রভায়। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার তিনি আওয়াজ দিয়ে উঠলেন, সাব্বাস নওজোয়ান সাব্বাস। তোমার সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সত্যিই তুলনা নেই।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ মঞ্জুর। আরজ তোমার মঞ্জুর। আমিও এখন তোমার সাথে একমত।

এই উদ্যম আর সাহসিকতাই এখন প্রয়োজন। এই অথর্ব লড়াই আর নয়। রণবীরের ধর্ম, মৃত্যু চরণের দাস। এজাযত দিলাম নওজোয়ান, তুমি অগ্রসর হও। নিজস্ব বাহিনী নিয়ে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হও তুমি। সিপাহ সালারেরা থাকুন তাদের রণের পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিজ নিজ ছাউনিতে। ময়দানে এক্ষণে তুমিই সিপাহ সালার।

ঃ জাঁহাপনার জয় হোক।

ঃ ভয় নেই। অন্য কারোর সাহায্য তোমার প্রয়োজন নেই। তোমার পেছনে অবিলম্বে এমন একজন আসছে রণ যার জীবনের ব্রত, রণক্ষেত্র যার খেলার অঙ্গন, জয় যার চরণের দাস। সে জন এই দিল্লীর সম্রাট জালাল উদ্দীন মুহম্মদ আকবর।

আব্বাস খাঁ সোল্লাসে বললেন, জাঁহাপনা।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ছুটে যাও নওজোয়ন। ঝাঁপিয়ে পড়ো দুশমনের ব্যূহের উপর।

যদি জয় হয় ছাউনি উঠবে, পরাজয়ে ছাউনি পুড়বে। ছাউনি সর্বস্ব লড়াই এখানেই শেষ। যাও।

বিপুল উদ্যমে বেরিয়ে গেলেন আব্বাস খাঁ। আকবর শাহ ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম পরতে লাগলেন।

রণসাজে সজ্জিত হয়ে বাদশাহ আকবর শাহ যখন ময়দানে এলেন তখন আব্বাস খাঁর দুরন্ত হামলায় কেঁপে উঠেছে প্রতিপক্ষের সৈন্য সমাবেশ। সেপাই সেনাদের মাঝে আতংক পয়দা হয়েছে। শৃঙ্খলা হারিয়ে তারা কোলাহল করছে আর সিপাহ সালারের আদেশ ও আবেদন কাজেই আসছে না বড় একটা।

তবু আব্বাস খাঁর নিজস্ব সৈন সংখ্যার তুলনায় প্রতিপক্ষের সেনা-সৈন্য অনেকগুণে অধিক। বিপর্যয়ের মাঝেও তারা আব্বাস খাঁর বাহিনীকে ঘিরে ধরার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করছে এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থাতেও আব্বাস খাঁকে পেরেশান করে তুলছে। আব্বাস খাঁ প্রাণপণে লড়ছেন আর তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উদাত্তকণ্ঠে হাঁকছেন, আঘাত হানো ভাইসব, আরো জোরে আঘাত হানো। জানের চেয়ে জয়ের মূল্য হাজারগুণে অধিক।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ মোহিত হয়ে গেলেন। করণীয় ভুলে ক্ষণিকের তরে তিনি আব্বাস খাঁর তারিফে মুখর হয়ে উঠলেন। পাশেই ছিলেন সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক। আব্বাস খাঁর আত্মনিবেদন দেখে তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। স্থান-কাল-পাত্রের কথা ভুলে তিনি বাদশাহকে তাকিদ দিয়ে বললেন, জাঁহাপনা, আব্বাস খাঁ সাহেবের হামলায় শত্রুরা অত্যন্ত বেসামাল হয়ে পড়েছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এইটেই মোক্ষম সময়। তাঁকে সাহায্য করতে অন্যান্য সালারদের আদেশ দিন জাঁহাপনা। এইসময় কিঞ্চিৎ সাহায্য পেলেই নির্ঘাত জয় তিনি ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

হুঁশে এলেন সম্রাট। রোষভরে বললেন, কখ্খনো নয়। কাউকেই আদেশ দেবো না। সরদার আব্বাস নিজ বিক্রমে যে জয়ের সূচনা করেছে, তার সম্মান তার গৌরব আব্বাস খাঁর একারই থাকবে। ঐ পদ-সর্বস্ব সালারদের এ গৌরবের এক কণাও অংশ পেতে দেবো না। আব্বাস খাঁকে সাহায্য করবে খোদ দিল্লীর সম্রাট জাললউদ্দীন মুহম্মদ আকবর। আমার নিজস্ব ফৌজকে এই মুহূর্তেই আমাকে অনুসরণ করতে বলুন।

বলেই আকবর শাহ অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাঁকতে লাগলেন ভয় নেই আব্বাস খাঁ। এগিয়ে যাও বীর বিক্রমে এগিয়ে যাও। খোদ সম্রাট আছে তোমার পেছনে আজ।

রোকন ও বইঘর.কম

প্রমত্ত বেগে ছুটে গেলেন সম্রাট। আব্বাস খাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অসি চালনা করতে লাগলেন দুর্বার গতিতে। শুধুমাত্র বাদশাহর নিজস্ব ফৌজই নয়, খোদ বাদশাহকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে, নিকটবর্তী তামাম সৈন্য বিপুল উদ্যমে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রু বাহিনীর উপর।

মুহূর্তেই পাল্টে গেল দৃশ্য। পতনোন্মুখ গুজরাটী ব্যূহ এই মাত্রাধিক চাপে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল মৃৎপাত্রবৎ। অনেক লাশ গড়িয়ে পড়লো ময়দানে। বাদবাকি গুজরাটী ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি মরি পালিয়ে গেল ময়দান থেকে। প্রাণ বাঁচাতে তারা এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, ধাওয়া করে তাদের পাঁচজনকেও আর একসাথে পাওয়া গেল না কোথাও। রক্ষণাত্মক ব্যূহ ভেঙ্গে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার মাশুল গুজরাটী সেনাপতিরা গুণে দিতে দিতে গর্তে গুহায় ঢুকে পড়লেন প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে।

গুজরাট বিজয় সম্পন্ন হলো আকবর শাহর। লড়াইয়ের ময়দানে পৎ পৎ করে উড়তে লাগলো আকবর শাহর বিজয় পতাকা। অতঃপর দ্রুত গতিতে গুজরাটের প্রতিটি শহরে বন্দরে, গ্রামে ও গঞ্জে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গুজরাট থেকে বিদায় নিতে উদ্যত হলেন বাদশাহ। এই অপ্রত্যাশিত বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্যে লড়াইয়ের ময়দানেই সরদার আব্বাস খাঁর ভূয়সী প্রশংসায় সম্রাট আকবর আত্মহারা ছিলেন। বিদায় নেয়ার কালে সেই প্রশংসার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে তিনি আব্বাস খাঁকে খোশকণ্ঠে বললেন, সরদার আব্বাস, তুমি কি চাও?

আব্বাস খাঁ মুখ তলে বললেন, মেহেরবান!

বাদশাহ বললেন, তোমার অপূর্ব সাহসিকতা আর আত্মনিবেদনের জন্যেই আমাদের এই জয়। তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। বলো, এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের কি পুরস্কার চাও তুমি?

আব্বাস খাঁ সবিনয়ে বললেন, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মালিক। কোন পুরস্কারের আশায় নয়। তা ছাড়া, এ বিজয়ে জাঁহাপনার নিজস্ব কৃতিত্বও কোন অংশেই কম নয়।

ঃ তবু সরদারজীর এই কৃতিত্বের কাছে আমার বাঘা বাঘা সালারদের গৌরব একেবারেই ম্লান হয়ে গেছে। এ কৃতিত্বের তুলনা নেই।

ঃ আলমপনা!

ঃ তোমার বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনেছি। গতবার এই গুজরাট অভিযানে এসেও অনেকখানি দেখেছি। কিন্তু সেটা যে এমন অনন্য, তা জানতাম না। মুঘল বাদশাহর কাছে ক্ষুদ্রতম কৃতিত্বেরও ইনাম আছে সব সময়। এতবড় কৃতিত্ব বিনা ইনামে উপেক্ষিত হবে, এটা কখ্খনো হতে পারে না নওজোয়ান। আমি তাহলে দিতে পারিনে। বলো কি চাও?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আমার চাওয়ার কিছুই নেই মালিক। মালিকের সন্তুষ্টিই আমার পরম পাওনা।

ঃ চাওয়ার কিছুই নেই?

ঃ না মেহেরবান, চাওয়ার আমার কিছুই নেই।

বাদশাহ গম্ভীর হলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, তোমার বিনয় সর্বদাই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তোমার এই বিনয় অতিশয্যের নামান্তর যা বাদশাহর না পছন্দ। নিঃসকোচে বলো, মনের কোণে কোথাও যদি কোন কিছু চাওয়ার থাকে তোমার, বাসনা থাকে কিছু, তুমি তা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করো। সম্ভব হলে অবশ্যই তা পুরণ করবো আমি।

ঃ মালিক।

ঃ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। চাওয়া পাওয়ার কোন কিছুই জীবনে যার নেই, আশা আকাঙ্খার সব কিছুই ফুরিয়ে গেছে যার, সে তো বিলকুল লাশ। বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আব্বাস খাঁ নিরব হলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তুলসীবাঈয়ের অনুপম মুখচ্ছবি। তার জীবনের একমাত্র চাওয়ার আর কামনার ধন। সে ধন আজ চলে গেছে নাগালের বাইরে। কারুনের ধনের মতো চূর্ন বিচূর্ণ হয়ে তা মিশে গেছে বালিকণার সাথে। মাথাকুটেও সে ধন আর পাওয়ার উপায় নেই। সে ধন হারিয়ে মনিহারা ফণীর মতো তিনি এখন আওয়ারা। বেঁচে থাকার আশা আকাঙ্খাহীন আসলেই তিনি একটা লাশ এখন। একথা সম্রাটকে তিনি কি করে বোঝাবেন!

আব্বাস খাঁকে নিরব দেখে বাদশাহ ফের তাকিদ দিয়ে বললেন, আব্বাস খাঁ।

চমকে উঠে আব্বাস খাঁ ফিরে এলেন সম্বিতে। বললেন, জাঁহাপনা!

ঃ কি ভাবছো?

আব্বাস খাঁ অপ্রস্তুতকণ্ঠে বললেন, জিনা কিছু নয় মালিক।

ঃ চাও। সম্ভাব্য কিছুই আজ অদেয় আমার থাকবে না।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে আব্বাস খাঁ বললেন, তাহলে আজ নয় জাঁহাপনা। যদি কোনদিন একান্তই কোন কিছুর প্রয়োজন হয় আমার, সেদিন নিজেই আমি চেয়ে নেবো মালিক। যদিও সে প্রয়োজন কখনোই আর হবে না।

ঃ তার অর্থ?

ঃ আমি একজন সাধারণ সৈনিক। জাঁহাপনার কৃপাদৃষ্টি ছাড়া একজন সৈনিকের কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে মেহেরবান?

বাদশাহ পলকখানেক স্থির নেত্রে চয়ে রইলেন আব্বাস খাঁর প্রতি। এর পর অভিভূত কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন, তোফা-তোফা!

ঃ জাঁহাপনা!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ হ্যাঁ করলে যেখানে হাজারজন পাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়, সেখানে তোমার এই নির্লিপ্ততার তারিফ করার ভাষা আমার নেই।

ঃ মেহেরবান!

ঃ তবু আমার দুয়ার সব সময় খোলা রইলো তোমার সামনে। যদি কখনো কোন কিছু প্রয়োজন পড়ে তোমার, নিঃসংকোচে এসে আমার কাছে তা চাইবে।

ঃ জাঁহাপনা মহানুভব। আমি বলছিলাম হুজুর, আমার সঙ্গী ফিরোজ মাহমুদের কথা। তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার হুকুম ছিল আমার উপর।

এর জবাবে শাহান শাহ সানন্দে বললেন, আদৌ আমি তা ভুলিনি নওজোয়ান। তার কথা আগেই আমি চিন্তা করে রেখেছি। আপাতত তাকে ফৌজদার পদে নিয়োগ দেবো রাজধানীতে ফিরে গিয়েই। আরে বেশি কিছু করা যায় কি না, পরে তা ধীরে সুস্থে ভাববো।

ঃ জাঁহাপনা দরাজদিল।

ঃ এখন যাও, সবার তোমাদের ছুটি। নিজের ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাও সবাই।

৫

গুজরাট থেকে বিদায় নেয়ার কালে সরদার আব্বাস খাঁ ফের তাঁর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। আগের মতোই সহকারীর অধীনে বাহিনীটা পাঠিয়ে দিলেন শাহী বাহিনীর সাথে। যে পথে এসেছিল সেই রাজপুতানার সীমান্ত বরাবর পথে। নিজে ধরলেন নিজের পথ। অর্থাৎ নিজে তিনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথ। গৃহহীন ভিটে মাটির টানের মতো, উদ্দেশ্যহীন রোহিনী নদীর টান তিনি রোধ করতে পারলেন না। আগেকার সঙ্গীদেরও পাঠিয়ে দিলেন মূল বাহিনীর সাথে। সঙ্গে কাউকেই নিলেন না। কিন্তু বিপত্তি পয়দা করলো ফিরোজ মাহমুদ। সে এসে সবিস্ময়ে বললো, সে কি! একা আপনি কোন পথে যাবেন?

সরদার আব্বাস ধীরকণ্ঠে বললেন, যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে।

ঃ অর্থাৎ ঐ রোহিনীর পথে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ জি।

ঃ ঐ পথেই ফের যাবেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ, তাই বলছি তো।

থেমে গেল ফিরোজ মাহমুদ। গোপনে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, কি হবে আর ঐ পথে হেঁটে?

www.boighar.com

আব্বাস খাঁও নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হবার যার কিছুই নেই, তার এপথই বা কি আর ওপথই বা কি? সব পথই তার সমান।

ঃ তবু বাহিনীর সাথে থাকলে মনটা প্রফুল্ল থাকতো এক সাথে হল্লা করে যাওয়া যেতো।

ঃ না ভাইসাহেব। দীর্ঘ এই সাত সাতটা মাস ধরে বাহিনীর সাথে অনেক থেকেছি। কোলাহল আর হুংকারে কান দুটো ঝালাপালা হয়ে গেছে। সেনা সৈন্যের হৈ হুল্লোড়; আর আমি বরদাস্ত করতে পারছিনে। আমি একা থাকতে চাই আর নিরিবিলিতে পথ চলতে চাই।

ঃ নিরিবিলিতে পথ চলবেন একা একা?

ঃ সেইটেই আমার ইচ্ছে।

ঃ না ভাইসাহেব, আপনার এ ইচ্ছে আমি মেনে নিতে পারবো না।

ঃ পারবেন না মানে?

ঃ আমিও তাহলে আপনার সাথে যাবো। ঐ দুর্গম পথে একা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারিনে।

www.boighar.com

ঃ কেন?

ঃ কেন আবার। কত আপদ বিপদ ঘটতে পারে পথে। এর উপর আপনি অজাতশত্রুও না। বাইরের কথা ছেড়েই দিলাম। বিরল কৃতিত্ব দেখিয়ে ঘরেও অনেক দুশমন পয়দা করেছেন। বড় বড় সালারদের পথের কাঁটা হয়েছেন। একা চলতে গিয়ে কি মারা পড়বেন পথে?

ঃ তা মারা যদি পড়ি, একাই আমি মরবো। আপনাকে সাথে নিয়ে মেরে ফেলবো কেন? আপনি কি আমার মতো লা-ওয়ারিশ?

ঃ লা-ওয়ারিশ না হই, দুজন এক সাথে থাকলে, মারা পড়ার সম্ভাবনাই তেমন একটা থাকবে না। কথায় বলে, যৎ তৎ দুগাই, যৎতৎ দুভাই। এর গুণই আলাদা। আমরা দুজন একসাথে তলোয়ার খুললে আর সামনে দাঁড়ায় কে?

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ দুশমনের কল্লা নিতে না পরি, নিজেদের প্রাণ সামর্থ তো ইনশাআল্লাহ জিয়াদাই আছে আমাদের।

ঃ কিন্তু।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কিন্তুর কোন ফাঁক নেই। আপনার কিছু হলে সবার কাছে জবাবদিহির শেষ থাকবে না আমার।

ঃ তাই?

ঃ এতে কি সন্দেহ আছে? আর তাছাড়া, সেনা সৈন্যের হৈ হুল্লোড়ও যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি নিঝুম মৌনতাও সুখপ্রদ নয়। অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠবেন। বরং দুজন এক সাথে থাকলে গল্পে গল্পে আরামেই যাওয়া যাবে। আপনার বেদনার ভারটাও হালকা হবে তাতে।

www.boighar.com

সরদার আব্বাস খাঁ আর আপত্তি করলেন না। তাকে সাথে নিয়েই অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। গল্পে গল্পে দুজন পাশাপাশি চলতে লাগলেন ফেলে আসা পথ ধরে। গল্পের শুরুতেই ফিরোজ মাহমুদ বললো, গুজরাটীরা যে হঠাৎ এইভাবে হেরে যাবে, এটা কল্পনাও করতে পারিনি ভাইসাহেব। যে রণপ্রস্তুতি তাদের আমরা দেখেছিলাম সেবার, তাতে--।

জবাবে আব্বাস খাঁ বললেন, মানুষ যা কল্পনা করে না, অনেক সময় তাই-ই ঘটে মাহমুদ সাহেব। অবাক হবার কি আছে?

ঃ তবু যে অবাক না হয়ে পারছিনে। হঠাৎ কি দিয়ে কি ঘটে গেল, মানে আমরা আপনার হুকুম পালনে ব্যস্ত রইলাম, তাদের এই আকস্মিক পতনটা কি কারণে ঘটলো, কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

ঃ বুঝে উঠবেন কি? 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট' বলে যে কথা আছে একটা, এখানেও তাই ঘটেছে।

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ রক্ষণাত্মক ব্যূহ নিয়ে ছিলি, তাই থাক। হঠাৎ পাখা গজিয়ে গেল পিপীলিকার পিঠে। শাহী ফৌজকে মেরে তাড়ানোর খাহেশে সে ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়ে ছুটে এলো মার মার রবে। আরে, শাহী ফৌজ যে তোদের চেয়ে চতুর্গুনে বড়, সে হুঁশটা থাকবে না? এলোমেলো হয়ে গেলে আর রক্ষে আছে?

ঃ তা ঠিক। তবে একথাও বলি ভাইসাহেব, দীর্ঘ সাত মাস কেটে গেল, ঐ ভাবে আর কতদিন ধৈর্য ধরে থাকবে তারা?

ঃ বেশিদিন থাকতে হতো না মোটেই। আর মাত্র আধা হপ্তা ধৈর্য ধরতে পারলেই, বসে থেকে জয় তারা হাতে পেয়ে যেতো। খাদ্যের অভাবে বাধ্য হয়েই ছাউনি তুলতেন বাদশাহ। ধৈর্যের এত অভাব হলে বিপর্যয় তো ঘটবেই।

ঃ কিন্তু তাতেই বা কায়েমী লাভ কি হতো? গুজরাট বিজয়ে বাদশাহ তো ছুটে আসতেন আবার?

ঃ গুজরাটীরাও হাতে সময় পেতো আরো। আরো বেশি সেনা সৈন্য তৈয়ার করে নিতে পারতো। আরো মজবুত করে গড়তে পারতো ব্যূহ। তারপরে কি

রোকন ও বইঘর.কম

হতো তা পরের কথা। মরার আগে এই ভাবে লাফিয়ে উঠে মরার কি যুক্তি আছে কিছু?

ঃ তা বটে–তা বটে।

এরপরে জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা, ভূতভবিষ্যত, কর্মজীবন প্রভৃতি আরো অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করতে করতে একদিন তাঁরা এসে পড়লেন রোহিনী নদীর তীরে। রোহিনীর তীর বরাবর ছুটতে লাগলেন দুজন। এ পথে যতই তাঁরা সামনে এগুতে 'লাগলেন, সরদার আব্বাস খাঁ ততই উদাসীন হয়ে উঠতে লাগলেন। আনমনা হয়ে পড়তে লাগলেন বার বার। ফিরোজ মাহমুদের আলাপের সাথে তেমন আর খেই রাখতে পারলেন না। নিরব হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমেই। পরিস্থিতি অনুধাবন করে ফিরোজ মাহমুদও আর পীড়াপীড়ি করলো না। আব্বাস খাঁর মৌনতা না ভেঙ্গে নিজেও মৌনভাবে পথ চলতে লাগলেন।

আনমনা থেকে সরদার আব্বাস ক্রমেই আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতে লাগলেন। পুরাতন স্মৃতি নুতন হয়ে উঠে ক্রমেই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। নদীর কলতান, পথের ধূলিকণা, প্রশান্ত হাওয়া সবই যেন আপন হয়ে পথ আগ্‌লাতে লাগলো তাঁর। দুপাশের তৃণগুল্ম হেলেুদলে যেন খোশ আমদেদ জানাতে লাগলো তাঁকে। ডাক দিয়ে বলতে লাগলো, যেওনা–দাঁড়াও, এখানে–এইখানে।

এপথ দ্রুতবেগে পেরিয়ে যেতে সায় দিল না আব্বাস খাঁর মন। ঢিলে হলো হাতের লাগাম। শ্লথ হলো অশ্বের গতি। অমূল্য ধন পেয়ে হারিয়ে যে পথে তিনি বাদশাহ-ফকির বনেছেন, সেই পথেই সেই হারানো ধন খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। নদীর ঘাটে, নায়ে-বজরায়, বৃক্ষতলে, বনাঞ্চলে মোহাচ্ছন্ন নজর তাঁর মরীচিকা দেখার মতো সর্বত্রই দেখতে লাগলেন তুলসীবাঈয়ের প্রতিচ্ছবি। উদ্‌ভ্রান্ত আব্বাস খাঁ চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন–ঐ বুঝি–ঐ বুঝি!

অর্ধচৈতন্য অবস্থায় এমনইভাবে পথ চলতে চলতে অশ্বের হ্রেষায় পূর্ণ চৈতন্যে ফিরে এলেন আব্বাস খাঁ। পোষমানা অশ্ব। এতক্ষণ অশ্বটি আপন গতিতে চেনা পথে চলছিল। এখানে এসে অশ্ব তাঁর আপ্‌ছে আপ্ থেমে গেল এবং চিঁহি করে উঠে মাথা ঝাড়তে লাগলো।

আব্বাস খাঁ সজাগ হয়ে উঠলেন। কোন বিপদ সংকেত কি না, সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন চারদিক। দেখতে গিয়েই বুঝতে পারলেন অশ্বের এই আচরণের কারণ। এখানেই একটা পথ নদীর তীর থেকে নেমে সোজা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। এইদিকেই তুলসীবাঈয়ের শ্বশুরালয়। অশ্বারোহে এইপথেই তিনি তুলসীবাঈকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। এ পথও তাঁর অশ্বটির চেনা। কোন ইংগিত না থাকায়, কোন পথে যাবে এখন, এইটেই অশ্বের দ্বন্দ্ব।

রোকন ও বইঘর.কম

অশ্বের এই দ্বন্দ্ব আর এক দফা চিত্তবৈকল্যের কারণ হলো আব্বাস খাঁর। ক্ষণিকের তরে আবার তিনি বিমনা হয়ে গেলেন। তুলসীবাঈয়ের শ্বশুরালয়ের দুর্গচূড়া দৃষ্টিগোচর হয় কি না, ঘাড় মাথা উঁচু করে সেই চেষ্টা করতে লাগলেন পুনঃ পুনঃ।

ফিরোজ মাহমুদ এ যাবত আব্বাস খাঁর ঔদাসীন্যে সায় দিয়েই চলছিল। এ পথে চলতে গেলে আব্বাস খাঁর অন্তর যে ভারাক্রান্ত হবে, এটা সে আগেই ধরে নিয়েছিল। তাই তাঁকে বিব্রত না করে নিরবে তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল। হঠাৎ অশ্বের গতি থেমে যাওয়ায় আর আব্বাস খাঁ দূর পানে চেয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করায়, মৌনতা ভেঙ্গে ফিরোজ মাহমুদ প্রশ্ন করলো, কি হলো ভাইসাহেব? কি দেখছেন ঐ দিকে?

সঙ্গে সঙ্গে আব্বাস খাঁ কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, ঐ যে ভাইসাহেব ঐ যে দূরে লোকালয়ের উপর দিয়ে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে দুর্গটা।

বিস্মিত হলো ফিরোজ মাহমুদ। পুনরায় প্রশ্ন করলো, দুর্গ! কোন দুর্গ?

ঃ তুলসীবাঈয়ের। মানে, তুলসীবাঈয়ের শ্বশুর সাহেবের দুর্গ। দেখুন, ঐ যে ঐ বড় গাছটর পাশ দিয়ে।

ফিরোজ মাহমুদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, আব্বাস খাঁ সাহেবের সর্বাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা। জবাব খুঁজে না পেয়ে ফিরোজ মাহমুদ বললো, তাই নাকি?

ঃ জি-জি। এই যে একটা পথ ওদিকে চলে গেছে, এই পথেই সেবার তুলসীবাঈকে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি তখন অন্যকাজে ছিলেন। মানে, আমাদের রাত্রি যাপনের জায়গা ঠিক করছিলেন।

ঃ ও, আচ্ছা।

ঃ চলুন না একবার যাই ঐ দিকে?

ঃ ঐ দিকে কোথায়?

ঃ তুলসীবাঈয়ের শ্বশুর বাড়িতে। তুলসীবাঈ কেমন আছে, খবরটা নিয়ে আসি!

চমকে উঠে ফিরোজ মাহমুদ বললো, সে কি ক্ষেপেছেন ভাইসাহেব? চেনা নেই, জানা নেই, বিজাতীয় বিধর্মীয় লোক হয়ে ঐ বাড়িতে যাবেন ঐ বাড়ির কুলবধুর খবর নিতে? পরিণাম কি দাঁড়াবে সে খেয়ালটাও হারিয়ে ফেললেন নাকি?

কেটে গেল আব্বাস খাঁর ঘোর। সম্বিতে ফিরে এসে হতাশকণ্ঠে বললেন, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো-তাইতো।

ঃ ও খেয়াল বাদ দিন। চলুন এবার এগোই।

ঃ ভাইসাহেব!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সব কিছুর তো সমাধি হয়ে গেছে ভাইসাহেব। কি হবে আর ঐ জের টেনে? চলুন।

ঃ কিন্তু তুলসীবাঈ কেমন আছে, সে খবরটা জানাও কি দোষের হবে কিছু?

ঃ সেটা জানবেন আপনি কি করে?

ঃ তা বটে। আচ্ছা এক কাজ করি ভাইসাহেব। ওখানে না-ই বা গেলাম। এখানে এই নদীর কিনারে কিছুক্ষণ বসি। ওদিক থেকে কেউ না কেউ এলে তার কাছ থেকেই খবরটা জেনে নেবো।

ঃ বসবেন?

ঃ হ্যাঁ। একটু বিশ্রামও নেয়া হবে, সেই সাথে ও বেচারীর খবরটাও নেয়া হবে।

এ পথে তো আর কখনো আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

ফিরোজ মাহমুদ তবু আপত্তি করতে চাইলো। কিন্তু আব্বাস খাঁর দুর্বার আগ্রহ দেখে আপত্তি করার সাহস আর তার হলো না। কারণ আব্বাস খাঁ তাকে সাথে নিতেই চাননি। নিরিবিলিতে ইচ্ছেমতো পথ চলতে চেয়েছিলেন। এ অবস্থায় অধিক আপত্তিতে গেলে তিন নাখোশ হবেন জরুর। ফিরোজ মাহমুদ অগত্যা রাজী হয়ে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন তাহলে বসি একটু। অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন দুজন। নদীর তীরে দুরাস্তার সংযোগ স্থলে এসে তাঁরা বসলেন। কিন্তু অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তুলসীবাঈয়ের কোন খবর করতে পারলো না। লোকজন যে কেউ ওদিক থেকে এলো না, তা নয়। কিন্তু অতবড় হোমরা-চোমরার ঘরের খবর কেউ দিতে পারলো না। কি করি–কি করি ভেবে উঠি উঠি করতেই কোঁচাকরে ধূতিপরা এক বাবু ধরনের লোক ঐ দিক থেকে এলো। টেরি সিঁথি কাটা এক সৌখিন যুবক। কিন্তু ধূতিটা তার পরিষ্কার নয়। বেশ ময়লা। জামাটাও তাই। এসেই সে দাঁড়িয়ে গেল এবং ঝুঁকে পড়ে একবার ঘোড়া দুটিকে, একবার তাদের দ'জনকে, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। চোখে মুখে বিশেষ আগ্রহ।

সরদার আব্বাস উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। হাত তুলে লোকটিকে বললেন, শুনুন।

খুশি হয়ে লোকটি তাঁদের কাছে এলো আর এসেই দুহাত জোড় করে বললো, নমস্কার দাদা বাবুরা। আপনারা বুঝি ঘোড়ার কারবার করেন?

আব্বাস খাঁ বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, ঘোড়ার কারবার মানে?

লোকটি বললো, মানে ঘোড়া কেনাবেচা এই আর কি!

হাসতে লাগলো লোকটা। আব্বাস খাঁ আর ফিরোজ মাহমুদ মুখ চাওয়া চায়ী করলেন। তবে সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন লোকটার এই ধারনার কারণটা।

রোকন ও বইঘর.কম

তাঁরা তখন ফৌজী লেবাসে ছিলেন না। তাদের পরণে ছিল মুসাফিরের সাদামাটা লেবাস। দীর্ঘ পথের পীড়নে সে লেবাসও তাঁদের হতশ্রী। নিজেদের চেহারাও উস্কোখুস্কো। তাই অবাক না হয়ে আব্বাস খাঁ ফের প্রশ্ন করলেন, কেন বলুনতো?

ঃ মানে কি যে, ঘোড়ার বাজারটা এখন কেমন যাচ্ছে, তাই জানতে চাচ্ছিলাম। অনেকদিন থেকেই একটা ঘোড়া কেনার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু বাজারটা বরাবরই চড়া যাওয়ার কারণে সে ইচ্ছেটা আর পূরণ করতে পারছিনে।

রসিকতা চেপে রাখতে না পেরে ফিরোজ মাহমুদ ফস করে বললো, হ্যাঁ-হ্যঁ, এখনও খুব চড়া। কম পয়সায় ঘোড়া কেনার উপায় নেই।

ঃ তাই হবে–তাই হবে। আপনাদের দেখেই আমি তা বুঝেছি।

ঃ বুঝেছেন?

www.boighar.com

ঃ বিলকুল। দাদাবাবুরা ঘোড়ার কারবারী। দামদর খুবই চড়া না হলে, আরো দু'চারটে ঘোড়া থাকতো দাদাবাবুদের সাথে। আগে অনেক এমন দেখেছি।

ঃ দেখেছেন নাকি?

ঃ দেখেছি বৈ কি। এই যে এখান থেকে ঐ ক্রোশ পনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা মস্তবড় ঘোড়ার হাট আছে। আজ সেই হাট বার। যারা ঘোড়ার কারবার করে ঐ হাট থেকে অনেকগুলো ঘোড়া কিনে নিয়ে তারা এই পথে যায়। হাটটা খুব সকালেই বসে কিনা।

ফিরোজ মাহমুদ ও আব্বাস খাঁ ফের মুখ চাওয়াচায়ী করলেন। এরপর আব্বাস খাঁ সহাস্যে বললেন, তা বাবু মশাইয়ের নামটা কি জানতে পারি?

ঃ আমার নাম। আমার নাম গজপতি চোপড়া। লোকে বলে গজা চোপড়া। সেরেফ গজাও বলে কেউ কেউ। চোপড়াটা আর বলে না।

উভয়েই লোকটাকে উপভোগ করতে লাগলেন। আব্বাস খাঁ বললেন, কেন, তা বলে কেন?

ঃ লোকের মুখ ছাঁদবেন কি করে বলুন? অন্যের ভাল তো দেখতে পারে না সবাই। কতজনের কত মস্করা দাদা। বন্ধুরা তো প্রায়ই টিট্‌কারী দিয়ে বলে গজা, তুই একটা আস্ত কুলাঙ্গার। তোর কর্তামশাইয়ের একট ঘোড়া ছিল ইয়া বড়ো। দশজন চেয়ে চেয়ে দেখতো। বাপ-দাদা মরে গেল, অনেক পয়সা হাতে তোর। আজও একটা ঘোড়া কেনার মুরোদ তোর হলো না? কর্তা–মশাইয়ের নামটা ডুবালি হতচ্ছাড়া?

ঃ তাই নাকি? তাহলে তো ঘোড়া একটা কেনাই উচিত আপনার।

ঃ কিনি কি দিয়ে? আসলে তো বেশি পয়সা নেই আমার। অল্প জমি-জিরাত। আর কোন আয় উপায় নেই।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ও আচ্ছা। তা বাড়ি কোথায় আপনার?

ঃ ঐ যে, ঐ যে দূরে একটা লোক বসতি দেখা যাচ্ছে, ওখানে। ওর পরেই তো সিংগী মশাইয়ের দুর্গ।

আব্বাস খাঁ উৎকর্ণ হয়ে বললেন, সিংগী মশাইয়ের দুর্গ?

ঃ আরে হ্যাঁ দাদা। ঐটেই হয়েছে আমার আরো জ্বালার কারণ। ওখানকার সেপাইরা ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রায়ই আমাদের পাড়ার পাশ দিয়ে ছোটে। তা দেখলেই ঘোড়া কেনার খাহেশটা আরো বেড়ে যায় আমার।

ঃ খুবই স্বাভাবিক। তা চোপড়া বাবু, ঐ দূর্গের দিকে আপনার কি যাতায়াত আছে?

ঃ দুর্গের দিকে কোথায়?

ঃ দুর্গের ফটকের দিকে। ওখানকার লোকজনের সাথে কি কোন পয়পরিচয় আছে আপনার?

ঃ পয় পরিচয়! কি বলছেন দাদা? ঐ দুর্গের হাজার গজের মধ্যে আমাদের কারো কি যাওয়ার উপায় আছে? গেলেই গর্দান সাফ।

ঃ গর্দান সাফ!

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা। সাধারণ লোকের ওদিকে যাওয়া নিষেধ।

আব্বাস খাঁ হতাশ হলেন। বললেন, ও, তাহলে তো ভেতরের খবর কিছুই দিতে পারবেন না আপনি। মানে, ঐ সিংহ মশাইয়ের অন্দর মহলের খবর।

ঃ কি যে বলেন দাদা! একজন সেপাইয়ের অন্দরের খবরই জানিনে, তাতে আবার খোদ সিংগী মশাইয়ের অন্দরের খবর! ওটা আমরা জানবো কি করে।

সরদার আব্বাস নিরব হয়ে গেলেন। বসে বসে নত মস্তকে ভাবতে লাগলেন। এই সময় সামনের দিকে অনেকখানি দূরে নদীর পাড়ের উপর বিপুল শব্দে বেজে উঠলো ঢাক ঢোল। সে দিকে চেয়ে তাঁরা দেখলেন অনেক লোকের ভিড়। সরদার আব্বাস খাঁ উদ্দেশ্যহীন ভাবে গজা চোপড়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? ওখানে কোন পূজাঅর্চনা হচ্ছে নাকি?

গজাচোপড়া শশব্যস্তে বললো, আজ্ঞে না-আজ্ঞে না। পূজা অর্চনা হবে কি? ওটা তো শ্মশান। এ এলাকার সবচেয়ে বড় শ্মশান।

ঃ শাবদাহ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখছেন না, ধোঁয়া উঠছে রাশি রাশি। ওখানে প্রায় প্রতিদিনই দু'একটা শবদাহ লেগেই থাকে। বহু দূর দূরান্ত থেকেও শব আসে।

ঃ বলেন কি! শবদাহ এইভাবে ঢাক ঢোল পিটে হয়?

ঃ সবগুলো হয় না। যখন স্বামী স্ত্রী একসাথে পুড়ে মরে, তখন হয়।

ঃ স্বামী স্ত্রী এক সাথে কেমন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীও স্বামীর সাথে পুড়ে মরে যখন, তখন।

ঃ তার মানে, সহমরণ?

ঃ আজ্ঞে-আজ্ঞে, সহমরণ। মৃত স্বামীর চিতায় জ্যান্ত স্ত্রীর পুড়ে মরা।

ঃ কি সাংঘাতিক! তাতে কি স্ত্রীরা রাজী হয়?

ঃ হবে না কেন? স্বামীর চিতায় পুড়ে মরার পরেই যে অনন্ত স্বর্গবাস। স্বর্গে যেতে কে চায় না, বলুন?

ঃ সবাই কি তাই চায়?

ঃ চায়-চায়। যারা সতী তারা চায়। অসতীরা চায় না, এটা ঠিক।

ঃ আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন যে, ঐ ভাবে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরলেই স্ত্রীটা স্বর্গ পাবে?

ঃ পাবে না কেন? সবাই যখন বলে তখন না পাওয়ার কি আছে?

ঃ আপনি কি বলেন? আপনারও কি নিশ্চিত ধারণা যে, এতে করে স্বর্গ পাবে বিধবাটা?

দমে গেল গজপতি চোপড়া। ইতস্তত করে বললো, আমি সেটা সঠিক করে বলি ক্যামনে দাদা? আমি তো আর ঐভাবে পুড়ে মরে দেখিনি। দশজনে বলে, তাই শুনি।

ঃ তা ঠিক, তা ঠিক। আচ্ছা চোপড়াবাবু, আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন ভাল লোক, একটা সত্যি কথা বলবেন?

উল্লসিত হয়ে উঠে গজপতি বললো, আরে, এই গজপতি মিথ্যা বললো কবে? তার আর যে দোষই থাক, গজা চোপড়া মিথ্যা বলে না, দশ গাঁয়ের কোন ব্যাটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না সে কথা। বলুন, কি জানতে চান?

আব্বাস খাঁ খোশকণ্ঠে বললেন, বেশ বেশ, খুবই তারিফের কথা। সত্যবাদীর মতো উত্তম মানুষ কটা আছে পৃথিবীতে। তা বলুন তো, যে সব বিধবা স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে, সবাই কি তারা স্বেচ্ছায় পুড়ে মরে?

গজপতি মাথা নেড়ে বললো, না দাদা, মিথ্যা কথা বলবো না। স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে তেমন আর দেখলাম কৈ? দু'একজন সর্বহারা বিধবা মনের দুঃখে পুড়ে মরতে রাজী হয় আর দু'একজন নেহাতই ঝোঁকের মাথায় পুড়ে মরে।

ঃ স্বেচ্ছায় পুড়ে তাহলে মরে?

ঃ কদাচিত-কদাচিত। একশো'তে বড়জোর এক-আধজন।

ঃ বলেন কি! বাদবাকী তাহলে অনেচ্ছায় পুড়ে মরে?

ঃ অনেচ্ছায়–অনেচ্ছায়। ঘোর অনেচ্ছায়। জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়।

ঃ জোর করে?

ঃ হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত চিতার উপর ফেলে দেয়া হয়।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সে কি! তার চিৎকার শুনে লোকজন তাকে উদ্ধার করতে আসে না?

ঃ শুনবে কি করে? ঐ যে ঢাকের বাড়ি শুনছেন না? তখন এমন জোরে ঢাক ঢোল পেটা হয় যে, কাছের লোকের কানেই তালা লেগে যায়, অন্যেরা শুনবে কি করে?

ঃ অন্যেরা না শুনুক, মেয়েটার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন তো জানে আর কাছে কোলেই থাকে নিশ্চয়ই। তারা কিছু বলে না?

ঃ না-না, কিছু বলার উপায় নেই। তারা শুধু কাঁদে।

ঃ কেন, বলার উপায় নেই কেন?

ঃ ওরে বাপরে! তাহলে কি সমাজ তাদের ছেড়ে কথা বলবে? নল জল বন্ধ করে গুষ্ঠি সমেত অনাহারে মারবে।

ঃ সে কি! তা মারতে পারবে কি করে? নতুন কানুন হয়েছে সে কথা জানেন না? সম্রাট আকবর শাহ কানুন করেছেন, সতীদাহ প্রথা সেই পর্যন্ত চলবে, যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে রাজী হয়। জোর করে কাউকে পুড়িয়ে মারা হলে, সম্রাটের কানুনে তাদেরও প্রাণদণ্ড হবে। এ কথা কি কেউ আপনারা শুনেননি?

ঃ শুনবো না কেন? সবাই শুনেছে।

ঃ তবুও ঐভাবে পুড়িয়ে মারতে সাহসী হয় কি করে?

ঃ জোর করে পুড়িয়ে মেরেছে এ প্রমাণ সম্রাট কোথাও পাবে না বলে।

ঃ কেউ সে কথা বলবে না?

ঃ না। এইটেই যে আমাদের ধর্মীয় বিধান আর সমাজ ব্যবস্থা। কার বুকের পাটা আছে, সমাজের বিরুদ্ধে যায়? এ ছাড়া, নিজের ধর্মে আঘাত করতে চাইবেই বা কে? তার কি পরকালের ভয় নেই?

ঃ মেয়েটার মাতপিতারাও কি ঐ ভেবেই খামুশ হয়ে থাকে?

ঃ খানিকটা তাই-ই। তবে বড় কারণ অন্য। মেয়েকে সহমরণে যেতে না দিয়ে বা সতীদাহ থেকে বাঁচিয়ে এনে, তারা করবে কি? মেয়ে তো তাতে করে অসতী অপবিত্র আর অচ্ছুত হয়ে যাবে। কোন বাড়িতে তো দূরের কথা, কোন গাঁয়েই তার ঢোকার উপায় নেই। তাহলে গাঁ'টা গোটাই অপবিত্র হয়ে যাবে। এবার বুঝুন ঠেলা। হাত-পা বেঁধে মেয়েকে আবার নদীতে ফেলে দেয়া ছাড়া পিতামাতার আর করার থাকবে কি?

ঃ তাজ্জব! সম্রাটের কানুনটা তাহলে এইভাবেই উপেক্ষিত হচ্ছে?

ঃ তাই তো হচ্ছে। আজ পর্যন্ত সম্রাট এ ব্যাপারে তেমন কিছু করতে পেরেছেন তা তো আমার জানা নেই।

ঃ করতে পারলে কি খুশি হতেন আপনি?

ঃ অখুশিও হাতম না তেমন। মেয়েগুলোর আর্তনাদ আর করুণ আকুতি দেখলে আর সহ্য করা যায় না। এমন নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা মনে প্রাণে মেনে নিতে

রোকন ও বইঘর.কম

তেমন পারছি কৈ দাদা? স্বর্গ পাওয়ার নামে জ্যান্ত মানুষ ঐ ভাবে পুড়িয়ে মারাটাও ধর্ম বলে মেনে নিতে কেমন যেন বাঁধে।

এই সময় ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আরো অধিক তীব্র হয়ে উঠলো। তা শুনে গজপতি ফের বললো, ঐ বুঝি হাত-পা বাঁধা শুরু হয়েছে মেয়েটার। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শেষ হলেই ফেলে দেবে জ্বলন্ত চিতায়।

চমকে উঠলেন সরদার আব্বাস খাঁ। ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, সে কি! চলুন তো, যাই এক্ষুণি ওখানে। একটা মেয়েকেও যদি বাঁচানো যায়।

ফিরোজ মাহমুদ ইতস্তত করে বললো, না ভাইসাহেব, খামাখা ঐ ফ্যাসাদের মধ্যে যেয়ে আমাদের কাজ নেই। অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না আমাদের।

ঃ হস্তক্ষেপ তো করবো না। মেয়েটা স্বেচ্ছায় মরতে রাজী কিনা, সেইটেই যাচাই করে দেখবো মাত্র।

ঃ তাহলেও ঐ হস্তক্ষেপই করা হবে।

ঃ এটুকুতেও যদি হস্তক্ষেপ করা হয়, হোক। চোখের সামনে সম্রাটের কানুন উপেক্ষিত হবে, এটা কখ্খনো হতে পারে না।

ঃ এরপরও যে আরো সমস্যা আছে।

ঃ কি রকম?

ঃ শুনলেন তো সব। মেয়েটার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও মেয়েটাকে উদ্ধার করে করবেন কি? মেয়েটার শেষ মেষ গতি কি হবে?

ঃ সে ব্যবস্থা সম্রাটই করবেন। আসুন বলেই আব্বাস খাঁ অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। ফিরোজ মাহমুদও অগত্যা ছুটতে লাগলো তাঁর পিছে।

ওদিকে শ্মশানে তখন চলছে ব্যাপক কর্মতৎপরতা। আগুন জ্বলছে মৃত স্বামীর চিতায়। সে আগুন উস্কে দিতে বাঁশের লগা হাতে কয়েকজন ব্যস্ত আছে চিতার পাশে। ক্রমেই জম্কে উঠছে আগুন। কয়েকজন ব্যস্ত আছে মৃতের বিধবাটাকে সামলাতে। শ্মশানের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে আছেন বৃদ্ধ ও মাতবর গোছের লোকেরা। কোন দিক থেকে কোন বাধা বিঘ্ন আসে কিনা, এই তাঁদের ভয় ও ভাবনা। মুসলমান বাদশাহর হুকুম অন্যরকম, সবাই তা জানে।

বিধবা মেয়েটা দৌড় দিতে পারে ভয়ে তাকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। মেয়েটা গুমরে গুমরে কাঁদছে। সাত-আটজন ঢাকী সাত-আটটা ঢাক

রোকন ও বইঘর.কম

পিটছে মেয়েটাকে ঘিরে। কান্নার আওয়াজ উচ্চ হয়ে উঠামাত্র সজোরে বাড়ি পড়ছে ঢাকে। ঢাকের প্রচণ্ড আওয়াজের মাঝে মেয়েটার কান্না সমুদ্রের বুকে শিশির কনার মতো হরিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। তা দেখে গোপনে চোখের পানি ফেলছে মেয়েটার স্বজনেরা।

মেয়েটির সামনে আসন পেতে বসেছেন পুরোহিত। তিনি মন্ত্রপাঠ করছেন। মন্ত্রপাঠের ফাঁকে ফাঁকে ডাক হাঁক করে অন্যদের আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন আর মেয়েটাকে অমূল্য হিতবানী শোনাচ্ছেন। যতটা না মন্ত্রপাঠ করছেন, তার অধিক হিসেব কষছেন তাঁর আসন্ন প্রাপ্তিযোগের। পুরোহিত আজ মহাখুশি। প্রাপ্তি যোগের পরিমাণটা আজ বিশাল। অলক্ষ্যে মেয়েটার দিকে বার বার চাইছেন আর মনে মনে বলছেন–উঃ। খুব বড় ঘরের মেয়ে। গায়ে যা সোনাদানা আছে তা কমছে কম বিশ ভরি না হয়ে যায় না। আরো বেশি হবে। মেয়েটা পুড়ে গেলেই সবগুলো আমার। ওহঃ! তখন আর আমাকে পায় কে। এই একদানেই বাজীমাৎ! হে ভগবান, যার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙ্গেছে, রোজ যেন তার মুখ দেখেই ঘুম ভাঙ্গে আমার।

এরপরেই তিনি সরবে বলে উঠলেন, কৈ রে ভজহরি, ফেলারাম, একটু হাত পাগুলো নাড় বাবা। পূণ্যকাজে কি আলিস্যি হলে চলে? গয়না পত্তর গুলো তাড়াতাড়ি খুলে এনে এই পূণ্য আসনে রাখ। একি সোজা কথা বাবা? মৃত্যুর সাথে সাথে সতীর স্বর্গবাস। সারাজীবন তপস্যা করে যে স্বর্গভাগ্যে জোটে না, স্বামীর চিতায় সামান্য একটু কষ্টের পরেই হাতে নাতে সেই স্বর্গ। এমন ভাগ্য কয়জনের হয়? আন–আন, অলংকারাদি যেখানে যা আছে, ঝটপট খুলে আন।

ভজহরি ফেলারামেরা একটু গোঁয়ার কিসিমের ছেলে। প্রাপ্তি যোগের ব্যাপারে পুরোহিতের এই ব্যস্ততা তাদের পছন্দ হলো না। তারা কয়েক পা মেয়েটির দিকে এগুলো। তা দেখেই চমকে উঠলো মেয়েটি। কাঁদতে কাঁদতে বললো, না-না, আমার গায়ে হাত দিও না। আমাকে স্পর্শ করো না।

পুরোহিত ঠাকুর দরদীকণ্ঠে বললেন, তা তো হয় না মা। বিধবা মানুষ তুমি। বিধবার গায়ে অলংকার থাকা মহাপাপ। এ পাপ তোমায় সাজে না মা। ও গুলো যে খুলতেই হবে তোমাকে।

মেয়েটি বললো, খুলতেই যদি হয় আমি খুলে দিচ্ছি। তবু আমার গায়ে কাউকে হাত দিতে দেবো না।

ঃ নিজেই খুলে দেবে? বাহবা, সে তো অতি উত্তম কথা! সতীলক্ষী মেয়েতো! তাহলে তাই দাও মা। গয়না গুলো তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে তৈরি হয়ে নাও। কাঁদাকাটি করছো কেন? এতবড় ভাগ্যবতী যে, সে কি কখনো কাঁদে? তোমার ভাগ্য দেখে আজ যে কতজনের কি পরিমাণ হিংসে হচ্ছে, তা আর কি বলবো!

রোকন ও বইঘর.কম

অনেকেই ভাবছে, আহারে! এমন ভাগ্য আমাদেরও হতো যদি। কিন্তু ভাবলেই তো হবে না, তোমার মতো পূণ্যসঞ্চয় তাদের কারো থাকলে তো!

মেয়েটিকে গড়িমসি করতে দেখে পুরোহিত ফের তাকিদ দিয়ে বললেন, কি হলো? নাও মা, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে গয়নাগুলো খুলে দাও। দেরি হচ্ছে কেন?

ফেলারাম বিরূপকণ্ঠে বললো, তাড়াহুড়া করছেন কেন ঠাকুর?

এতগুলো গয়না খুলতে কি সময় কিছু লাগবে না? মনটাও তো প্রস্তুত করে নিতে হবে। আপনার কাজ আপনি করুন।

কিঞ্চিৎ হোঁচট খেলেন পুরোহিত ঠাকুর। কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে সায় দিয়ে বললেন, তা ঠিক, তা ঠিক। আহারে! মা আমার আজ যা সেজেছে, যেন স্বর্গের আপ্সরী। আর তা হবেই না বা কেন? একটু পরেই যে এর চেয়ে হাজার গুণে রূপবতী হয়ে স্বর্গের উদ্যানে হেসে খেলে বেড়াবে। একেই বলে ভাগ্য। দাও মা গয়না গুলো ধীরে ধীরেই খুলে দাও।

ইতিমধ্যে চিতার ওদিক থেকে তাকিদ এলো, কি হলো ঠাকুর? সেরেফ গয়না গয়নাই করবেন, না মন্ত্রপাঠ শেষ করবেন? চিতার আগুন ধরে রাখবো কতক্ষণ?

সচকিত হয়ে উঠে পুরোহিত ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, করছি বাবা, করছি। একি দু'এক কথার মন্ত্র, না গয়া ঠাকুরের মন্ত্র। খোদ বৈকুণ্ঠের বাণী। সময় তো কিছু লাগবেই।

পুরোহিত মন্ত্রপাঠে মন দিলেন। ফেলারাম ভজহরির কানে কানে বললো, আচ্ছা ভজহরি, সতী যাচ্ছে স্বামীর সাথে স্বর্গে। কে স্বর্গ পাবে আর না পাবে, সেটা পরের কথা। যাত্রাটা তো এক সাথেই?

ভজহরি বললো, হ্যাঁ, তাতো বটেই।

ঃ তাহলে তো সতীকে বিধবা বলা চলে না। স্বামীর সাথে সেজেগুজেই তো যাবে। গয়না পত্তর খোলাখুলি কেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটাও তো একটা কথা বটে। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস? ঐ গা-ভরা গয়নার উপর পুরোহিতের নজরে পড়েছে যে। খুলে ফেললেই সেগুলো পাওনা হবে তার।

ঃ তা খুলতেই যদি হয়, চিতায় উঠানোর সময় খুলে নিলেই তো চলে। এখনই এত তাড়াহুড়ো কেন?

ঃ ঠিক-ঠিক বিলকুল ঠিক।

এবার ভজহরি এসে মেয়েটির কানে কানে বললো, খুলবেন না দিদিমনি। এখনই গয়নাগুলো খুলবেন না। খুলি খুলি ভাব করে কাটান। মরুব্বীরা যখন বলেন, তখন খুলবেন।

মেয়েটির কোনদিকে কোন আগ্রহই ছিল না। সে কেবলই কাঁদতে লাগলো।

রোকন ও বইঘর.কম

এদিকে সরদার আব্বাস খাঁ আর ফিরোজ মাহমুদ নদীর তীর বেয়ে শ্মশানের অনেকটা কাছাকাছি চলে এলেন। দুজন অশ্বারোহীকে পথ বেয়ে আসতে দেখেই একজন বৃদ্ধা পড়িমরি তাঁদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো ও বাবু সাব, ও বাবুরা, মেরে ফেললে গো। বাঁচান মেয়েটাকে বাঁচান।

বলতে বলতে আব্বাস খাঁর সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং আর্তনাদ করে বলে উঠলো, হায় হায়, এই তো বাছা সেই তুমি! দিদিমনির সেই পরমজন! হায়-হায়–হায়রে! সেই যদি এলেন, আর একটু আগে এলেন না কেন?

সরদার আব্বাস খাঁও চমকে উঠলেন বৃদ্ধাটিকে দেখে। তার কথা অনুধাবন করার আগেই ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, এ কি, সিংগীর মা তুমি? তুমি এখানে? তোমার দিদিমনি কেমন আছেন?

সিংগীর মা ফের ডুকরে উঠে বললো, দিদিমনি? হায়-হায়-হায়! অমন সোনার অঙ্গ এতক্ষণ বুঝি পুড়ে খাক হয়ে গেল! পথে দাঁড়িয়ে আমি কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি, কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিলো না।

সরদার আব্বাস পুনরায় চমকে উঠে বললেন, খাক হয়ে গেল মানে?

ঃ মানে, পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ঐ যে শ্মশানে আগুন জ্বলছে, দেখছেন না।

সরদার আব্বাস খাঁ আর্তনাদ করে উঠলেন, সে কি! তোমার দিদিমনি মারা গেছেন?

ঃ দিদিমনি মারা যাননি, মারা গেছে তাঁর স্বামী। কিন্তু দিদিমনিও বুঝি আর এতক্ষণ বেঁচে নেই।

www.boighar.com

ঃ তার অর্থ?

ঃ দিদিমনিকে সহমরণে নিয়ে এসেছে যে! স্বামীর চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারতে এনেছে।

ঃ তাঁর স্বামী মারা গেছেন?

ঃ হ্যাঁ গো। আজ শেষ রাতের দিকে।

ঃ কি হয়ে মারা গেলেন?

ঃ কি হয়ে আবার? ঐ অসুখেই মারা গেলেন। ঐ যে শাদি করতে গিয়ে পঙ্গু হয়ে এলেন, ওতেই মারা গেলেন।

ঃ সিংগীর মা।

ঃ ঐ তো দিদিমনি আর আমি পয়লা যখন দিদিমনির শ্বশুরবাড়িতে এলাম আপনি তো তা জানেন। এসে আমরা দেখি, দিদিমনির স্বামীর শরীর বিছানার সাথে মিশে আছে। হাত পা টুকুও নড়ানোর সাধ্য নেই। ঐভাবেই শেষ হয়ে গেলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ঐ ভাবেই?

ঃ তো বলছি কি? তবে ধন্যি তার জীবন বাপু। যাকে বলে কাছিমের জীবন। গত তিন মাস যাবত শুধু তাঁর নাভীটুকুই কিঞ্চিৎ উঠানামা করেছে, আর সব শেষ। তিনমাস বেটাছেলে ঐ ভাবেই বেঁচে রইলেন, জানটা আর যায় না। আজ এই শেষ রাতে সবাইকে রেহাই দিয়ে জানটা চলে গেছে।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর আর কি? স্বামীর সাথে দিদিমনিকেও বেঁধে এনেছে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার জন্যে। সতীদাহ উচ্ছব জুড়ে দিয়েছে।

ঃ সতীদাহ? বলো কি? তোমার দিদিমনি কি স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছেন স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে?

ঃ তাই কি হয় বাছা! দিদিমনির প্রাণটা যে গোটাই আপনার মধ্যে গেঁথে আছে। যে স্বামী তিনি চাননি, চিনেননি, একটা দিনও ঘর করেননি যার সাথে, সেই স্বামীর জন্যে পুড়ে মরতে যাবেন তিনি কোন দুঃখে? জোর করেই তাঁকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।

ঃ জোর করেই? কিন্তু জোর করে তো কাউকে পুড়িয়ে মারা নিষেধ। সম্রাটের কানুন।

ঃ সে কানুন মানছে কে বাছা!

ঃ কি বলছো? তোমার দিদিমনির শ্বশুর সম্রাটের কর্মচারী। সম্রাট তাঁকে দুর্গাধিপতি বানিয়েছেন। সম্রাটের কর্মচারী হয়ে সম্রাটের কানুন নিজেই তিনি অমান্য করছেন?

ঃ কেন করবেন না? ছেলে তো তাঁর জীবনে সুখশান্তি পায়নি। সতীকে ছেলের চিতায় পুড়িয়ে মারলে, সতীর পূণ্যে ছেলে তাঁর স্বর্গ সুখ পেতে পারে এই আশায় করছেন। তাঁর কাছে ছেলে বড়, না সম্রাটের কানুন বড়?

এই সময় আবার ঢাকের আওয়াজ প্রাচণ্ড হয়ে উঠলো। তা শুনে সিংগীর মা আঁতকে উঠে বললো, ও মাগো! হায়-হায়-হায়, ঐ বুঝি চিতায় তুলে দিচ্ছেরে! গেল-গেল, সব শেষ হয়ে গেল! ও বাছা, দেখছেন কি? একবার তো তাঁকে আপনি বাঁচিয়েছেন, পারলে এই শেষবারেও তাঁকে বাঁচান বাছা। তিনি যে আপনাকে ছাড়া এই দুনিয়ার আর কাউকেই বোঝেন না?

সরদার আব্বাস ব্যস্তকণ্ঠে ফিরোজ মাহমুদকে ইংগিত দিয়ে বললেন, ভাইসাহেব, শিগ্গির।

বলেই তিনি অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

শ্মশানে ইতিমধ্যে মন্ত্রপাঠ শেষ হলো পুরোহিতের। সঙ্গে সঙ্গে চিতায় ঘি ঢেলে দেয়া হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। চিতার পাশ থেকে এবার

রোকন ও বইঘর.কম

সবার উদ্দেশ্যে তাকিদ এলো কৈ, আপনারা সব করছেন কি? নিয়ে আসুন, জলদি জলদি মেয়েটাকে নিয়ে আসুন।

খেয়াল হতেই পুরোহিত ঠাকুর চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকালেন আর তাকিয়েই চমকে উঠলেন আবার। একখানা অলংকারও খোলা হয়নি এতক্ষণে। তিনি চিৎকার করে বললেন, ওর দেখছো কি সবাই? শিগ্গির-শিগ্গির গয়নাগুলো খুলে নাও। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

অনেকেই এবার ঘিরে ফেললো মেয়েটাকে। "না-না" বলে মেয়েটি, অর্থাৎ দুর্গাধিপতির পুত্রবধূ তুলসীবাঈ বাধা দিতে লাগলো। জনৈক আওয়াজ দিয়ে বললো, গায়ে হাত দিতে দিচ্ছে না ঠাকুর। দুহাতে বাধা দিচ্ছে।

ঠাকুর বললেন, বেঁধে ফেলো, হাত পা বেঁধে ফেলো। গয়না গুলো খুলে নিয়ে শিগ্গির শিগ্গির চিতায় তুলে দাও।

সবাই মিলে এবার বাঁধতে লাগলো তুলসীবাঈকে। তুলসীবাঈ উম্মত্তকণ্ঠে চিৎকার দিতে লাগলো, না-না-না।

পুরোহিত ঠাকুর হাঁক দিয়ে বললেন, ঢাক বাজাও, জোরে জোরে ঢাক বাজাও।

ঠিক এই সময়ই সেখানে এসে হাজির হলেন সরদার আব্বাস খাঁ ও ফিরোজ মাহমুদ। সরদার আব্বাস খাঁ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন দাঁড়াও।

এক সাথে চমকে উঠলো শ্মশানে সমবেত সকল লোক। অশ্বারোহী দুব্যক্তির শ্মশানে উপস্থিত দেখে সবাই প্রমাদ গুণতে লাগলেন। সবার চিন্তা, যদি বাদশাহর লোক হয়, তাহলে সর্বনাশ!

চম্‌কে উঠলেন পুরোহিতও। সাদামাটা লেবাস দেখে বাদশাহর লোক না ভাবলেও, বিঘ্ন পয়দা হওয়ায় বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনিও। অশ্বারোহীদের উদ্দেশ্যে রুষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কে, কে তোমরা?

আব্বাস খাঁ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, এখানে কি হচ্ছে?

পুরোহিত বললেন, ধর্মের কাজ হচ্ছে। তোমরা কি হিন্দু?

ঃ না, আমরা মুসলমান।

ঃ এ্যাঁ! মুসলমান? রাম-রাম-রাম! তাহলে তোমরা দূরে থাকো মিয়া। সব কিছু অপবিত্র করো না।

ঃ ধর্মের সেই কাজটা কি হচ্ছে শুনি?

ঃ শুনবে আবার কি? সতীদাহ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বিধান পালন করা হচ্ছে। তোমার এত কথায় কাজ কি?

ঃ সম্রাট জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর শাহ যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছেন তা কি আপনারা জানেন না?

রোকন ও বইঘর.কম

অলক্ষ্যে আঁতকে উঠলেন পুরোহিত। মনে মনে বলতে লাগলেন, ভেলা ল্যাঠা হলো দেখছি! এ আপদ আবার কোত্থেকে এলো! আর একটু হলেই এক গাদা সোনাদানা।

আব্বাস খাঁ ধমকের সুরে বললেন, কি, কেউ কথা বলছেন না কেন? জবাব দিন!

আকস্মিক এই ঘটনায় সকলে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সকলেই এবার পুরোহিতের মুখের দিকে তাকালো। পুরোহিত ঠাকুর বললেন, তা আবার কে জানে না বাপু। কিন্তু তিনি তো সতীদাহ বন্ধ করেননি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে দাহ করতে নিষেধ করেছেন।

ঃ এই ভদ্রমহিলা কি স্বেচ্ছায় মরতে রাজী আছেন?

পুরোহিত ঠাকুর ঠেকে গেলেন। থতমত করে বললেন, নইলে কি আমরা জোর করে মারতে এনেছি তাকে?

ঃ তাহলে তাঁকে ও ভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন?

ঃ তা কথা হলো, বেঁধে তো রাখতেই হবে। এই মুহূর্তে কি তার আর মাথার ঠিক আছে? যদি না বুঝেই দৌড় দেয়?

ঃ বটে!

আব্বাস খাঁ তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং তুলসীবাঈকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে রাজী আছেন? আপনার স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে চান?

তুলসীবাঈ তখন বিলকুল উদ্ভ্রান্ত। কে এসেছে, কোথায় কি হচ্ছে এ সব কোন কিছুর প্রতিই তার লক্ষ্য নেই। শুধু এই প্রশ্নটির জবাবে সে উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, না-না-না, আমি মরতে চাইনে।

এরপর সে অসহায় ভাবে মাথা তুলে তাকালো। সরদার আব্বাসের উপর নজর পড়তেই হতভম্বভাবে সে চেয়ে রইলো এক নিমেষ। এরপরেই চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, এ্যাঁ! আপনি এসেছেন, আপনি এসেছেন? ও ভগবান! আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান। এরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে।

তুলসীবাঈ আকুলি বিকুলি করতে লাগলো। পুরোহিতও তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে বললেন, ওরে ফেলা, মধু, ভজো, হরে হা করে দেখছো কি তোমরা সব? বেঁধে ফেলো, জলদি জলদি বেঁধে ফেলো।

বলেই তিনি অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, হায়-হায়-হায়। অতগুলো সোনা-জহরত হাতের মুঠোর মধ্যে এসে আবার বুঝি বেরিয়ে যায়রে!

জোর করে মানুষ পুড়াতে যাওয়াটা হাতে নাতে ধরা পড়ায় ফেলা-মধুহরেরাও হতভম্ব। দিশেহারা হয়ে তারা ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। তা দেখে পুরোহিত ফের উন্মাদের মতো চিৎকার দিয়ে উঠলো বাঁধ-বাঁধ। হায়-হায়, সব পণ্ড করবি নাকি?

রোকন ও বইঘর.কম

সরদার আব্বাস খাঁ ফের শক্তকণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, থামুন। উনি নাকি স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে রাজী আছেন? কই, রাজী আছেন কোথায়?

পুরোহিত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সক্রোধে বললেন, তাতে তোমার কি মিয়া? তুমি বিধর্মী লোক হয়ে আমাদের ধর্মে কর্মে বাধা দিতে এসেছো কেন? পরধর্মে হস্তক্ষেপ করতে এসছো কোন সাহসে?

ঃ শুধুই হস্তক্ষেপ? সবাইকে শূলে চড়িয়ে ছাড়বো। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে সতীদাহ? সম্রাটের কানুনের বরখেলাপ?

বলেই তিনি এগিয়ে এসে তুলসীবাঈয়ের বাঁধন খুলে দিলেন। পুরোহিত ঠাকুর তা দেখে আওয়ারা বনে গেলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা কি বায়োস্কপ দেখছেন সবাই? যদি শূল থেকে বাঁচতে চান এখনই এই ব্যাটাদের সাবাড় করে দিন এখানেই। সম্রাটের কাছে এ খবর পৌঁছার পথ বন্ধ করুন। নইলে কারো রেহাই নেই।

এবার হুঁশে এলো উপস্থিত সকলেই। মার মার রবে হাতে হাতে বাঁশ লাঠি তুলে নিতে লাগলো। তা দেখে তুলসীবাঈ চমকে উঠে–না-না, আপনি পালিয়ে যান-পালিয়ে যান। আপনাকেও মেরে ফেলবে এরা। এদের কিছুই বাধবে না।

লুকানো তলোয়ার একটানে বের করলেন আব্বাস খাঁ ও ফিরোজ মাহমুদ। একসাথে হুংকার দিয়ে উঠলেন খবরদার!

সাদামাটা সওয়ারের হাতে বিশাল তলোয়ার দেখে আবার কিঞ্চিৎ থমকে গেল সবাই। সরদার আব্বাস খাঁ এই ফাঁকে তুলসীবাঈকে অশ্বের কাছে টেনে আনলেন। দেখে আবার তারা মার মার রবে ছুটে আসতে লাগলো। তুলসীবাঈ আবার ভয় পেয়ে বললো, না-ন-না, আমার জন্যে আপনাকে প্রাণ দিতে দেবো না। আপনি পালিয়ে যান।

আব্বাস খাঁ তেজস্বীকণ্ঠে বললেন, ভয় নেই।

বলেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে একটানে তুলসীবাঈকে তুলে নিলেন অশ্বের উপর এবং তুলসীকে ফের বললেন, শক্ত করে আমার কোমর ধরে থাকুন।

ধাবমান লোকদের ফিরোজ মাহমুদ এতক্ষণ একাই ঠেকিয়ে দিয়ে ছিলেন। এবার আব্বাস খাঁ যোগ দিলেন তার সাথে। তাদের তলোয়ারের কাছে ভিড়তেই কেউ পারলো না। তুলসীবাঈকে নিয়ে সরদার আব্বাস ও ফিরোজ মাহমুদ অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

হতভম্ব লোকজন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করতে লাগলো, চলে গেল, চলে গেল! ধর-ধর।

কিন্তু ধরতে কেউ এগুলো না। পুরোহিত ঠাকুর হায় হায় রবে দুহাতে কেবলই কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

কিছুক্ষণ এইভাবেই গেল। এরপরেই আবার শ্মশানে এসে হাজির হলেন আর দুজন অশ্বারোহী। এঁরা ভগবত সিং ও অর্জুন সিং। স্বজাতীয় রাজপুত দূর্গাধিপতি বীর সিংহের পুত্রবিয়োগ ঘটেছে শুনে যুদ্ধফেরত রাজপুত কিল্লাদার ভগবত সিংহ পথ থেকেই এই দিকে খবর নিতে এসেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ফৌজদার অর্জুন সিংহ। তিনিও একজন রাজপুত। শ্মশানে লোক সমাবেশ দেখে আগে তাঁরা শ্মশানে এসে হাজির হলেন। শ্মশানের সবাইকে কোলাহল রত দেখে কিল্লাদার ভগবত সিং প্রশ্ন করলেন। কি ব্যাপার? কি হয়েছে? সবাই এভাবে কোলাহল করছেন কেন?

www.boighar.com

উপস্থিতিদের অনেকেই স্বজাতীয় কিল্লাদার ভগবত সিংকে চিনতো। ভগবত সিংকে দেখেই তারা হায় হায় করে বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে সিং মশাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের আয়োজন পণ্ড হয়ে গেছে। সতীদাহ উচ্ছব নষ্ট হয়ে গেছে।

ভগবত সিং ফের প্রশ্ন করলেন, নষ্ট হয়ে গেছে কেমন?

জবাবে পুরোহিত ঠাকুর বললেন, দুনেড়ে এসে আমাদের রাজপুত বিধবাকে ধরে নিয়ে গেছে।

অপর একজন বললো, আমাদের সৎকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। সতী তার স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে চাওয়ায়, আমরা সতীদাহ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে দুনেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

ঃ তাকে মানে?

ঃ ঐ রাজপুত বিধবাকে। মানে, দুর্গাধিপতি বীর সিংবাবুর পুত্রবধূকে।

উৎকর্ণ হয়ে ভগবত সিং প্রশ্ন করলেন, এ্যাঁ! বীর সিংহ মহাশয়ের পুত্রবধূকে।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। বীর সিং বাবুর পুত্র আজ রাতে মারা গেছেন। ঐ যে ঐ চিতায় তাঁকে দাহ করা হচ্ছে। মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছায় মরতে এসেছিলেন। কিন্তু দুনেড়ে এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

ঃ সে কি! ধরে নিয়ে গেল কেন?

ঃ কেন আবার। লোক দুটো লম্পট। বীরসিংহ বাবুর পুত্রবধু অপরূপ সুন্দরী। ঐ রূপ দেখেই লম্পট দুটো এই কাজ করেছে।

ঃ তাজ্জব! এও সম্ভব।

ঃ তাই-ই হয়েছে বাবু। ঐ অসম্ভব ব্যাপারটাই ঘটেছে। রাজপুত জাতির মাথা নিচু করে দিয়েছে।

পুরোহিত ঠাকুর সখেদে বললেন, আচ্ছা সিং মশাই, আপনিও তো একজন রাজপুত। বীর সিং বাবুর আত্মীয় আর কিল্লাদার মানুষ। জবরদস্ত বীর হিসাবে

রোকনা ও বইঘর.কম

যথেষ্ট নাম ডাক আছে আপনার। আপনারা থাকতে দুজন নেড়ে রাজপুত বিধবাকে শ্মশান থেকে ধরে নিয়ে যাবে, রাজপুত জাতির মুখে কালী লেপে দেবে, এ কেমন কথা। লোক দুটোকে শায়েস্তা করতে পারেন না?

কিল্লাদার ভগবত সিং সক্রোধে বললেন, আপনারা করলেন কি? আপনারা এত লোক থাকতে দুজন বিধর্মী এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল, আর আপনারা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখলেন?

জবাবে অন্য একজন বললো, কে কি করবে বাবু? নেড়ে দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল। হাতে খোলা তলোয়ার। এসেই তারা ছোঁ মেরে মেয়েটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কারো কিছু করার ফাঁক রইলো কৈ? বদমায়েশ দুটো যে এইকাজ করবে তাতো আমরা বুঝে উঠতেই পারলাম না!

জ্বলে উঠলো ভগবত সিংহের দুচোখ। প্রশ্ন করলেন, কোন দিকে গেল তারা?

ঃ এইতো এই সামনের দিকে। নদীর তীর ধরে সামনের দিকে চলে গেল।

ঃ কতক্ষণ হলো?

ঃ এইতো খানিক আগেই। খুব বেশি সময় হয়নি।

ঃ বটে!

বলেই ভগবত সিং অর্জুন সিংকে বললেন, চলুন, নেড়ে দুটোর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই ফিরবো। জলদি চলুন।

তৎক্ষণাৎ দুজন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

তুলসীবাঈকে নিয়ে দ্রুত বিপদসীমা পেরিয়ে আসার পর সরদার আব্বাস খাঁ ও ফিরোজ মাহমুদ অনেকটা ধীর গতিতে চলতে লাগলেন। তুলসীবাঈকে নিয়ে আব্বাস খাঁ চলতে লাগলো। তাঁর পেছনে পেছনে ফিরোজ মাহমুদ। ভীতসন্ত্রস্ত তুলসীবাঈ এতক্ষণ সরদার আব্বাসের কোমর মরিয়া হয়ে জাপটে ধরে ছিল। অশ্বের গতি ধীর হওয়ায় আর বিপদ কেটে যাওয়ায়, সেও এবার বাহুবন্ধন ঢিলে করে দিল। শ্বাস প্রায় বন্ধ থাকায় তুলসীবাঈয়ের মুখ থেকে এতক্ষণ কোন কথা বেরোয়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবার সে ধীরে ধীরে বললো, ওহ! ভগবানের কি অশেষ করুনা! সাক্ষাত মৃত্যু থেকে এইভাবে যে বাঁচবো, তা কল্পনাও করিনি।

সরদার আব্বাস ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিছু বলছেন কি?

তুলসীবাঈ ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আপনি হঠাৎ কোথা থেকে এলেন? আপনি কি করে টের পেলেন যে, আমাকে ওরা পুড়িয়ে মারছে ওখানে? সরদার আব্বাস খাঁ ঈষৎ হেসে বললেন, ঐ ভগবানই টের পাইয়ে দিলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

তুলসীবাঈ সংগে সংগে সায় দিলো বললো, তাই হবে, তাই হবে। নেহাতই ভগবানের হাত ছাড়া এটা কখনো সম্ভব নয়। আপনি বুঝি এই পথেই আবার আসছিলেন?

ঃ জি হ্যাঁ।

ঃ হঠাৎ আবার এ পথে কি কারণে?

ঃ ভগবানও টানলেন, অন্তরও টানলো।

তুলসীবাঈ শিহরিত হলো। অনুচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিলো, সরদার!

সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, তা না হলে আমি কি করে জানবো যে, ওখানে আপনার ঐ দুরবস্থা হচ্ছে?

তুলসীবাঈ বিহ্বলকণ্ঠে বললো, কি আশ্চর্য যোগাযোগ! কি দুর্লভ এই মুহূর্ত।

ঃ সেই সাথে নসীবেরও তারিফ করুন। নসীব একান্তই সহায় নাহলে, এই দুর্লভ সাক্ষাত আবার আমাদের ঘটবে কি করে?

ঃ সে তো অবশ্যই, অবশ্যই। নসীবের কি তাজ্জব খেলা! অন্তরের নিরন্তর কামনা ভগবান বুঝি পূরণ করেন এইভাবেই।

ঃ তুলসীবাঈ!

তুলসীবাঈ খোশকণ্ঠে বললো, সেই আপনিই আবার আমাকে বাঁচালেন! আবার আমাকে আকণ্ঠ ঋণে জড়ালেন!

ঃ তুলসী!

ঃ এ ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না সরদার।

ঃ শোধ যত না হয় ততই ভাল।

ঃ কেন?

ঃ ঋণ শোধ হলেই তো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। দেনা পাওনা না থাকলে তো সম্পর্ক শেষ।

ঃ ইশ্! তা কখনো হয়?

ঃ হয় না?

ঃ আমি হতে দিলো তো?

ঃ আচ্ছা!

তুলসীবাঈ কপট অভিযোগ এনে বললো, সেদিন আপনাকে কত করে বললাম, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যান। আপনি রাজী হলেন না। সেই পালিয়ে তো যেতেই হলো আমাকে নিয়ে। এতদিন কেন আমাকে শুধু শুধু ভোগালেন?

আব্বাস খাঁ এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, পালিয়ে তো যাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু এর পরে যে কি আছে, কে জানে।

ঃ সরদার।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ঝোঁকের মাথায় যা করলাম, তার পরিণাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন তা।

ঃ এ কথা ভাবছেন কেন? আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি? সম্রাটের হুকুম পালন করেছেন।

ঃ তা করেছি বটে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ ঘরের মেয়ে নন। একজন নামী-দামী দুর্গাধিপতির পুত্রবধূ। সম্রাটের খাতিরের লোক। তাঁর পুত্রবধূকে শ্মশান থেকে তুলে আনাটা একেবারে অমনি অমনি সামাল যাবে, এমনটি মনে হয় না।

ঃ যাবে-যাবে। পরিস্থিতি তেমন হলে, আমিই সম্রাটের কাছে যাবো। কানুন করবেন তিনি আর সে কানুন কার্যকর করা হবে না, এ কেমন কথা?

ঃ তুলসীবাঈ!

ঃ ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।

ঃ তা না হয় না ভাবলাম, কিন্তু আপনাকে এই যে নিয়ে এলাম, এখন আপনাকে নিয়ে আমি করি কি? আপনাকে রাখবো আমি কোথায়?

ঃ কেন আপনার কিল্লাতে রাখবেন।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে আব্বাস খাঁ বললেন, আমার কিল্লাতে? না-না, তা কি করে হয়? তা হতে পারে না।

তুলসীবাঈ ভারী কণ্ঠে বললো, তা যদি না হতে পারে, নিতান্তই আমাকে যদি বোঝা মনে করেন, তাহলে হাতপা বেঁধে এই নদীতেই আমাকে আবার ফেলে দিয়ে যান।

ঃ তুলসী।

ঃ আপনি দুই দুবার আমাকে বাঁচালেন। যে প্রাণ বাঁচায় সেই প্রাণের মালিক। আমার প্রাণের মালিকই যদি আমাকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে নদীতে ডুবে মরা আর আগুনে পুড়ে মরা আমার কাছে একই কথা।

ঃ আপনি খামাখা নাখোশ হচ্ছেন। আসল ব্যাপারটা বুঝছেন না।

ঃ বুঝে আমার কাজ নেই। আমাকে গ্রহণ করতেই যদি নারাজ আপনি, তাহলে আর আমাকে বাঁচালেন কেন? কি প্রয়োজন ছিল এই প্রহসন করার?

ঃ ছিঃ-ছিঃ! তা ভাবছেন কেন? আপনাকে গ্রহণ করতে নারাজ মানে? নিতান্তই নসীবের জোরে আজ আপনাকে এভাবে কাছে পেলাম। আপনাকে না পেয়ে দুনিয়াটা আমার মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল, আর আপনাকে আমি গ্রহণ করতে নারাজ? হায়রে! এমন ভাবনাও ভাবতে পারেন আপনি?

তুলসীবাঈ প্রসন্ন কণ্ঠে বললো, তাহলে আর অনর্থক এসব ফালতু চিন্তা করছেন কেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আর কিছু না হলেও চক্ষুলজ্জার প্রশ্ন একটা আছেই। ধরাবাঁধা নিয়ম আছে সমাজের আপনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নন, নিকট আত্মীয় নন। অথচ আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমি আমার কিল্লাতে তুলবো, লোকে বলবে কি? শরম করবে না আমার?

তুলসীবাঈ হেসে বললো, ওগো সাহেব, রণে আর প্রেমে শরম থাকলে চলে না। পাইতেও চাইবেন আবার শরমও করবেন, তাহলে হবে কেন? একদিকের কিছু ক্ষতি না করলে অন্যদিকের বড় লাভ হাসিল করবেন কি করে?

ঃ তুলসী!

ঃ শক্ত হোন। মেয়ে হয়ে আমার যেটুকু সাহস আছে, আপনার তা থাকবে না কেন? বীর আপনি। দুঃসাহসী বলে বিপুল খ্যাতি আছে আপনার। বীরের মতো তামাম পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।

ঃ আপনি তাই বলছেন?

ঃ হ্যাঁ, তাই বলছি।

ঃ আমার কিল্লায় নিয়ে গেলে আপনি খুশি হবেন?

ঃ তবে কি আমাকে ফেলে দিয়ে গেলে আমি খুশি হবো?

আব্বাস খাঁ হেসে বললেন, যথাদেশ হুজুরাইন। আর আমার সংশয় নেই।

তুলসীবাঈ এর পর নিরব হয়ে গেল। কোন কথা না বলে নিরবে হাঁপাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সে মুমূর্ষুকণ্ঠে বললো, আর যে আমি পারছিনে!

আব্বাস খাঁ উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন, পারছিনে মানে?

তুলসীবাঈ ক্লান্তভাবে বললো, ভয়ে আর আতংকে সেই থেকে গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কোন মতে এতক্ষণ চেপে গেলাম। একটু পানি না খেলে আর যে প্রাণটা বাঁচে না।

ঃ পানি খাবেন?

ঃ জি, এক্ষুনি। নইলে আর ঘোড়ার পিঠে থাকতেই পারবো না।

ঃ কিন্তু এখানে তো ইন্দারা, কূপ নেই। খেলে, নদীর পানিই খেতে হবে।

ঃ তাই সই। আর দেরি করতে পারছিনে।

ঃ ঠিক আছে।

বলেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন আব্বাস খাঁ। পেছনে হাঁক দিয়ে বললেন, এখানে একটু থামতে হবে ভাইসাহেব। জব্বোর তেষ্টা পেয়েছে ইনার।

তুলসীবাঈকে হাত ধরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বললেন, কোন বাটিবর্তন নেই যে, পানি এনে দেবো। আপনাকে নদীতে গিয়েই খেতে হবে।

তুলসীবাঈ বললো, কোন অসুবিধে নেই। আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি নদী থেকেই খেয়ে আসছি।

রোকন ও বইঘর.কম

পানি খেয়ে চোখ মুখ ধুয়ে তুলসীবাঈ উঠে এলো। এরপরে ঘোড়ায় উঠি উঠি করতেই দুরন্ত বেগে ছুটে এলেন ভগবত সিং ও অর্জুন সিং। একটু দূরে থাকতেই ভগবত সিং অর্জুন সিংকে বললেন, ঐ-ঐ, ঐতো দুটো ঘোড়া, দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ে। ওরাই হবে নিশ্চয়ই। চলুন।

কাছে এসেই ভগবত সিং থমকে গেলেন। বললেন, একি সরদার আব্বাস! আপনি এখানে? ঐ মেয়েটি কে?

সহকর্মী কিল্লাদার ভগবত সিংকে দেখে সরদার আব্বাস সরল মনে বললেন, ইনি একজন রাজপুত মহিলা।

ঃ রাজপুত মহিলা। ইনি এখানে এলেন কি করে?

ঃ আমি এঁকে এনেছি। পেছনের এক শ্মশানে এঁকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল। আমি একে তুলে এনেছি শ্মশান থেকে।

ভগবত সিংহের বরাবরই ভয়ানক ক্রোধ ছিল আব্বাস খাঁর উপর। এই মুসলমান কিল্লাদারটির জন্যে বার বার তিনি হেয় হয়েছেন সম্রাটের কাছে। এ যুদ্ধেও মুখ তাঁদের চুন হয়ে গেছে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আব্বাস খাঁর এই কথা শুনামাত্র আগুন ধরে গেল তার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠে বললেন, তবেরে দুরাচার!

আব্বাস খাঁকে আর কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে খ্যাঁচ করে তলোয়ার টেনে বের করলেন এবং অর্জুন সিংকে ইংগিত করেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আব্বাস খাঁর উপর।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তুলসীবাঈকে সরে দাঁড়াতে বলেই, আব্বাস খাঁও লাফিয়ে উঠলেন অশ্বে এবং তলোয়ারে রোধ করতে লাগলেন ভগবত সিংহের হামলা। দেখা দেখি, ফিরোজ মাহমুদও অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে ঠেকিয়ে দিলো অর্জুন সিংকে। প্রথম দিকে তাঁরা আত্মরক্ষামূলকভাবেই ভগবত ও অর্জুন সিংকে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষে যখন দেখলেন, তাঁদের হত্যা করার জন্যে এঁরা বদ্ধপরিকর, তখন ঐ আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই পাল্টা হামলা করতে বাধ্য হলেন আব্বাস খাঁ ও ফিরোজ মাহমুদ। শুরু হলো তুমুল লড়াই।

কিন্তু এ লড়াই কয়েক লহমাও টিকলো না। আব্বাস খাঁর হামলা সামাল দেয়ার মতো তাকত ভগবত সিংহের ছিল না। অর্জুন সিংহের অবস্থাও তদ্রূপ। নিমেষ কয়েকের মধ্যেই দুই সিংহ মহাশয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছাগল ছানার মতো আর্তনাদ শুরু করলেন। অবশেষে প্রাণ আর বাঁচে না দেখে, "পালাও- পালাও" রবে রণভঙ্গ দিলেন এবং আতংকগ্রস্তভাবে প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন পেছনের পথ ধরে। দেহ থেকে ঝরে পড়া রক্তে লাল হয়ে যেতে লাগলো তাঁদের গতি পথের ধূলিকণা। বলা বাহুল্য, অর্জুন সিংহের চেয়ে অধিক বিক্ষত ছিলেন ভগবত সিং নিজে।

রোকন ও বইঘর.কম

দুশমনেরা পালিয়ে যাওয়ার পর তলোয়ার খাপ বদ্ধ করতে করতে আব্বাস খাঁ ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, ভাইসাহেব, অবস্থাটা তো খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ালো।

ফিরোজ মাহমুদ বললো, জটিল আর কি? ওদের আর ফিরে আসার সাধ্য নেই।

আব্বাস খাঁ বললেন, সাধ্য যে নেই তাতো বুঝি। কিন্তু ভগবত সিং যে চোট খেয়েছে, আল্লাহ না করুন, যদি ওতেই মারা পড়ে তাহলে তো মহামুসিবতে পড়তে হবে আমাদের। সম্রাট এ কসুর কখনো ক্ষমা করবেন না।

ঃ না ভাইসাহেব। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। মারা পড়ার মতো এমন কিছু হয়নি

ঃ তা না হলেও, এই ঘটনায় পরিস্থিতিটা জরুর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। সম্রাট এদের প্রতি অত্যন্ত দুর্বল কিনা!

ঃ তা হোন। আল্লাহ আছেন। আমরা তো কসুর কিছু করিনি। বিনা কসুরে আল্লাহ আমাদের নিশ্চয়ই মুসিবতে ফেলবেন না।

ইতিমধ্যে তুলসীবাঈ ছুটে এসে কেউ ক্ষতবিক্ষত হলেন কিনা, সে খোঁজ নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আঘাত কিছু তাঁদেরও লেগেছিল, তবে তা মারাত্মক নয়। নানাভাবে বুঝিয়ে আব্বাস খাঁ উদ্বিগ্ন তুলসীবাঈকে শান্ত করলেন। এরপর ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, এই ঘটনার পর এঁকে আর আমার কিল্লায় নেয়া ঠিক হবে না ভাইসাহেব। এটাকেও একটা রং দেবে তারা। এঁকে বরং এঁর পিত্রালয়েই রেখে আসি।

শুনেই তুলসীবাঈ আঁতকে উঠে বললো, সেকি। তার চেয়ে বরং আমাকে এই নদীতেই ফেলে দিন।

আব্বাস খাঁ সবিস্ময়ে বললেন, কেন? এতে আপত্তি করছেন কেন?

ঃ আমার কিছু আত্মীয় স্বজনও শ্মশানে ছিলেন। সমাজের ভয়ে তাঁরা কিছু বলতে পারেননি। শ্মশান ফেরত মেয়েকে আমার পিতা মাতা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবেন না।

উল্টো তাঁরাও আবার মহামুসিবতে পড়বেন। দয়া করে ওখানে আমাকে নেবেন না।

সরদার আব্বাস খাঁ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, সে কথাও তো ঠিক। তাহলে।

ফিরোজ মাহমুদ বললেন, তাহলে আর কি? আপনার কিল্লাতেই নিয়ে চলুন এঁকে। এরপর আল্লাহ ভরসা।

আব্বাস খাঁও অগত্যা সায় দিয়ে বললেন, ঠিক-ঠিক। আল্লাহ ছাড়া আর আমাদের আছে কে? তাই চলি, চলুন।

রোকন ও বইঘর.কম

৬

গুজরাট অভিযানে জয় হয়েছে সম্রাটের, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা ফিরে আসছেন ওখান থেকে এ খবর ইতিমধ্যেই এদিকে এসেছিল। এসেছিল সরদার আব্বাস খাঁর কিল্লাতেও। এ খবর খোশ খবর হলেও, লড়াইয়ের ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর কিল্লার কেউ জানতো না। বিশেষ করে সরদার আব্বাস খাঁ আর তাঁর নিকটতম সঙ্গীরা সহি-সালামতে ফিরে আসছেন কিনা, এ নিয়ে চিন্তিত ছিল সবাই। সর্বাধিক চিন্তিত ছিল ফিরোজ মাহমুদের স্ত্রী ফরিদা বেগম। তার স্বামী আর সেই সাথে সরদার আব্বাস খাঁর খবর জানার জন্যে যারপরনই উদ্বিগ্ন ছিল সে। ফলে যুদ্ধশেষে ফিরে আসছেন সবাই এ খবর পাওয়ার পর থেকেই ফরিদা বেগম একবার ঘর একবার বাহির করতে লাগলো। ঘন ঘন খবর নিতে লাগলো দ্বারী, প্রহরী ও সহিস শান্ত্রীদের কাছ থেকে।

এই অবস্থার মধ্যে কিল্লাতে ফিরে এলেন তুলসীবাঈ সহ সরদার আব্বাস খাঁ ও ফিরোজ মাহমুদ। দূর থেকে তাঁদের ফিরে আসতে দেখেই কিল্লার বাইরের লোকজন আনন্দে হল্লা করতে লাগলো। এ খবর তৎক্ষণাৎ চলে এলো ভেতরে। ভেতরেও সঙ্গে সঙ্গে খোশ- প্রবাহ বইতে শুরু করলো। খবরটা পাওয়ামাত্র ফরিদা বেগম লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। আবেগ চেপে রাখতে না পেরে সে ক্ষিপ্রহস্তে নেকাব এঁটে নিলো এবং কাজের ঝি কুলসুমকে সাথে নিয়ে ফটকের দিকে ছুটলো।

ফটকের বাইরে থাকতেই আব্বাস খাঁ সাহেবেরা অশ্ব থেকে নামলেন। অশ্ব দু'টি সহিসের জিম্মায় দিয়ে ফটক পেরিয়ে আসতে লাগলেন তিন জন। সর্বাগ্রে আব্বাস খাঁ, তাঁর পেছনে তুলসীবাঈ, তার পেছনে ফিরোজ মাহমুদ।

ফরিদা বেগম ও কুলসুম ভেতরের দিকে নিকটেই ছিল। তাঁরা তিনজন ফটক পেরিয়ে ভেতরে আসতেই ফরিদা ও কুলসুম এগিয়ে এলো আর একটু নিকটে। অতঃপর বিজয়ী বীরদের উল্লাসভরে খোশ আমদেদ জানাতে গিয়ে ফরিদা

বেগমের মুখের কথা আটকে গেল মুখে। মুখের কথা অর্ধেকটাও শেষ করতে পারলো না। অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীকে তাঁদের সাথে দেখে অলক্ষ্যে চমকে উঠলো ফরিদা বেগম। যুদ্ধ ফেরত সেনানায়কেরা এরকম একজন সুন্দরীকে সাথে করে আনা মানেই এ মেয়ে বিজয় লব্ধ মেয়ে। যুদ্ধে জয়লাভ করে এ মেয়েকে হয় তাঁরা লুট করে এনেছেন, নয় উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

ফরিদা বেগমের চিন্তা, লুটের মালই হোক আর উপহারই হোক, মেয়েটিকে গ্রহণ করেছেন কে? কার ঘর রৌশন করতে এই সুন্দরীর আগমন? একসাথে দুজনের কাম্মিন কালেও নয়। তাহলে?

ফরিদা বেগমের ফের চিন্তা, সরদার আব্বাস খাঁ সাহেব একজন একেবারেই কাঠখোট্টা লোক। রমনীর সংশ্রব। নিতান্তই তাঁর না-পছন্দ। কোন সুন্দরীর প্রতি লেশমাত্রও আকর্ষণ নেই তাঁর। সে প্রমাণ ফরিদা নিজেই তার মেঝো বোন শাহেদার শাদির দিন পেয়েছে। ফরিদা বেগম নিজেও কম রূপসী নয়। তবু তার প্রতি এতটুকু আগ্রহ আব্বাস খাঁকে সেদিন সে প্রকাশ করতে দেখেনি। এতটুকু বিচলিতও হননি তিনি ফরিদার ঐ অর্ধোন্মুক্ত রূপরাশি দেখে। এছাড়া আর পাঁচজনের কাছেও সে নিশ্চিতভাবে জেনেছে, আব্বাস খাঁ সাহেবের এদিকটা মরুভূমির মতো একেবারেই ঊষর। জন্মগতভাবেই এ অনুভূতি তাঁর মধ্যে নেই। তাহলে এই সুন্দরীকে সাথে করে আনলেন কে? নিশ্চয়ই তার খসম ফিরোজ মাহমুদ। ফিরোজ মাহমুদ সাহেবের এদিকটা যে কতটা উর্বর, ফরিদা বেগম নিজেই তা সবার অধিক জানে। একেবারেই প্রেম-পাগল লোক। তার নিজের চেয়ে পঞ্চগুণে রূপসী এই যুবতী নিশ্চয়ই আবার পাগল করেছে ফিরোজকে।

এই রকম চিন্তায় ফরিদা বেগম যখন দিশেহারা, সেই সময় পড়লো আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে খোশ আমদেদ জানাতেই ফিরোজ মাহমুদ ও আব্বাস খাঁর নজর পড়লো নেকাব-আঁটা মহিলা দুটির উপর। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চোখ তুলে তাকিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ফিরোজ মাহমুদও। ফরিদা বেগম নিশ্চুপ হয়ে কিঞ্চিৎকাল চেয়ে থাকার পর সে সোল্লাসে বললো, আরে আমার বেগম সাহেবা যে! খোশ আমদেদ জানাতে আমার বেগম সাহেবা ছুটে এসেছেন ফটকে! তোফা–তোফা! আমার পথ চেয়ে কতটাই যে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন তিনি, এইটেই তার প্রমাণ।

অতঃপর তুলসীবাঈকে দেখিয়ে দিয়ে ফের সে বললো, এই যে এবার এই উপহারটি গ্রহণ করুন। সঙ্গী কেউ না থাকায় এই জেনানাহীন কিল্লায় বেগম সাহেবা সব সময়ই একা একা থাকেন। তাই বেগম সাহেবাকে এবার একজন দোসর জুটিয়ে দিলাম। এঁকে ঘরে নিয়ে যান জলদি-জলদি। কথা বলার লোক এখন সব সময়ই বেগম সাহেবা পাবেন।

রোকন ও বইঘর.কম

ফিরোজ মাহমুদ হাসতে লাগলো। বাজ পড়লো ফরিদা বেগমের মাথায়। শুনেই সে বিপরীত দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ ঢাকলো দুহাতে। ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো নিঃশব্দ কান্নায়। তা দেখে ফিরোজ মাহমুদ সবিস্ময়ে বললো, সে কি! বেজায় নারাজ হলেন বলে মনে হচ্ছে? এঁকে ঘরে নিয়ে যান।

ফরিদা বেগমের তরফ থেকে কোন উত্তর এলো না। অগত্যা ফিরোজ মাহমুদ কাজের ঝি কুলসুমকে প্রশ্ন করলো, ব্যাপার কি বলোতো? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। উনি এমন করছেন কেন?

জবাবে কুলসুম ব্যথিত কণ্ঠে বললো, কেন করবেন না হুজুর? এই কি আপনার ধর্ম!

ফিরোজ মাহমুদ আকাশ থেকে পড়লো। বললো, তুমি আবার এ কি বলছো?

ঃ কি আর বলবো হুজুর! নাওয়া খাওয়া ছেড়ে আপনার চিন্তায় দিনরাত উনি পেরেশান হয়ে রইলেন। আপনার ফিরে আসার সংবাদে খুশিতে অধীর হয়ে উনি ছুটে এলেন আপনাকে খোশ আমদেদ জানাতে। এসে শেষে এই পেলেন তিনি? নসীবে তাঁর এতটাই ছিল?

হতভম্ব ফিরোজ মাহমুদ ফের প্রশ্ন করলো, এতটাই ছিল মানে?

কুলসুম বিবি অভিযোগ করে বললো, ঘরে এত সুন্দর এক বিবি থাকতে আর এক বিবি ঘরে আনলেন কোন বিবেচনায় হুজুর? এই কি ধর্ম?

বাঘের মতো গর্জে উঠলো ফিরোজ মাহমুদ। বললো, খামুশ! বেআদব বেআক্কেল আউরত। ইনি আমার গুরুজন। কাকে কি বলছো তুমি?

চমকে উঠে কুলসুম বিবি থতমত করে বললো, জি হুজুর!

ঃ ইনি আমাদের এই কিল্লাদার হুজুরের জন। এই জনাবই এঁকে সাথে করে এনেছেন।

ভ্রম ভাঙ্গতেই কুলসুম বিবির মুখ খুশিতে ভরে গেল। বললো, ওমা–তাই?

ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালো ফরিদা বেগম। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ তার জড়িয়ে গেল আনন্দে। আবেগে আপ্লুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল এ্যাঁ-সেকি! এই ঘটনা। তওবা-তওবা। আমাকে মাফ করে দিন! মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দিন! আমি জব্বর গুনাহ করে ফেলেছি। হঠাৎ ভুল বুঝে মস্তবড় কসুর করে ফেলেছি।

ফিরোজ মাহমুদের কাছে এসে ফরিদা বেগম মিনতি করতে লাগলো। সরদার আব্বাস খাঁও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একপাশে। কি ঘটনা, কি ব্যাপার কিছুই মাথামুণ্ডু তালাশ করে পাচ্ছিলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই এদের কাণ্ড কারবার দেখেছিলেন। এতক্ষণে সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ফরদা বেগমের মিনতি দেখে হেসে ফেললেন আব্বাস খাঁ। হাসতে হাসতে বললেন,

রোকন ও বইঘর.কম

আরে কি তাজ্জব–কি তাজ্জব! বহিন আমার হঠাৎ এতবড় ভুল করে বসবেন, তা তো ভাবতেই পারিনি। তাঁর এত পেয়ারের খসম ঘর ভাঙ্গতে পারে তাঁর, এটা তিনি ভাবলেন কি করে?

ফরিদা বেগমের মাথা আরো নুয়ে পড়লো। আব্বাস খাঁর উদ্দেশ্যে বিনীত কণ্ঠে বললো, আমার কসুরের অবধি নেই জনাব। কেন যেন হঠাৎই কি ভাবতে কি ভেবে ফেললাম। ছোট বহিনের এই বেয়াদবী মাফ করে দিন। দোহাই লাগে, মাফ করে দিন।

ঃ মাফ-মাফ। এটা আবার বলতে হবে! কিন্তু এত হারাই হারাই ভাব কেন বহিন? কার সাধ্য আছে বহিনের খসমকে বহিন থেকে জুদা করে?

ঃ ভাইসাহেব!

তুলসীবাঈয়ের প্রতি ইংগিত করে সরদার আব্বাস ফের বললেন, এঁকে আমিই এনেছি বহিন। আমারই অতি প্রিয়জন ইনি। কিন্তু আমার মহলে তো জেনানা কেউ নেই, তাই ফিরোজ মাহমুদ ভাইসাহেবের সাথে পথেই স্থির করলাম, আপাতত ইনি আপনার কাছেই থাকবেন। নিয়ে এসে আপাতত আপনার হাতেই দেবো।

ফরিদা বেগম উল্লসিত হয়ে উঠলো। এবার সে দৌড়ে এসে খপ্ করে তুলসীবাঈয়ের একখানা হাত ধরে ফেললো এবং উল্লাসভরে বললো, আসুন বহিন, আসুন। কি আমার খোশ্ কিস্মতি, এমন সুন্দর একজন বহিন পেলাম হঠাৎ করেই। কসুর মাফ করে দিয়ে, এই বহিনের সাথে আসুন।

তুলসীবাঈকে টানতে লাগলো। প্রস্ফুটিত মুখে তুলসীবাঈ আব্বাস খাঁর মুখের দিকে তাকালো। আব্বাস খাঁ বললেন, হ্যাঁ, আমার এই বহিনের সাথে যান। আপাতত ওখানে গিয়ে উঠুন, একটু পরেই আসছি আমি।

ইতিমধ্যে চারদিকে লোক জুটে গিয়েছিল। জেনানাদের উপস্থিতি দেখে কেউ কাছে না এলেও, দূরে দাঁড়িয়ে সকলেই তাকিয়ে ছিল এদিকে। ফরিদার সাথে তুলসীবাঈকে কথা বলতে দেখে সরদার আব্বাস তাকিদ দিয়ে বললেন, গল্প এখানে নয় তুলসী, ঘরে গিয়ে করবেন। চারদিকে লোক জুটে গেছে। জলদি জলদি বহিনের সাথে চলে যান।

তুলসীবাঈ ও ফরিদা বেগম শরমে হোঁচট খেলো একসাথে। তুলসীবাঈয়ের হাতে ফের টান দিয়ে ফরিদা বেগম ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আসুন বহিন, আসুন।

দ্রুতপদে তারা দুজন চলে গেল। সরদার আব্বাস এবার ফিরোজ মাহমুদকে বললেন, যান ভাই সাহেব, আপনিও যান। লেবাস পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে নিন, আমিও আমার মহল থেকে লেবাস পাল্টে আসি।

রোকন ও বইঘর.কম

ঘরে এসে ফরিদা বেগম তুলসীবাঈকে নিয়ে বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কুশলাকুশল নিয়ে স্বামীর সাথে মামুলী কিছু কথাবার্তার পরেই তুলসীবাঈয়ের সুখ সুবিধা বিধানে ফরিদা বেগম দৌড় দিলো অন্দরে। ফিরোজ মাহমুদেরও এ ব্যাপারে তাকিদ ছিল জিয়াদা। ফিরোজ মাহমুদ ঠাঁই নিলো বাইরে। দহলিজে, অর্থাৎ বসার ঘরে, তার খেদমতে লেগে রইলো কুলসুম বিবি। লেবাস পাল্টে গোছল করে ধীরে সুস্থে নাস্তার পাট চুকিয়ে দিল ফিরোজ মাহমুদ। অতঃপর সে দহলিজে বসে রইলো সরদার আব্বাস খাঁর অপেক্ষায়। www.boighar.com

সময় বয়ে যেতে লাগলো তবু আব্বাস খাঁর কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ফিরোজ মাহমুদ তার বিবিকে ডেকে বললো, আপনি তুলসীবাঈ বহিনের সাথে গল্পগুজব করুন, আমি একটু কিল্লাদার ভাইসাহেবের ওখান থেকে আসি।

ফরিদা বেগম প্রশ্ন করলো, কেন, হঠাৎ আবার ওখানে কেন?

ঃ এখানেই তাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু "আসি" বলে সেই যে গেলেন, আর তাঁর পাত্তা নেই। দেখে আসি ঘটনা কি।

ঃ ও আচ্ছা। তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু।

ঃ কেন, ফের বেহাত হওয়ার ভয়?

ঃ ইশ! বেহাত হলে আমার বয়েই গেল।

উভয়েই হেসে উঠলো। ফিরোজ মাহমুদ বেরিয়ে গেলে ফরিদা এসে তুলসীবাঈকে নিয়ে একান্তে বসালো। তুলসীবাঈয়েরও ইতিমধ্যে গোসল নাস্তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফরিদা বেগমের এক প্রস্থ পোশাক পরে অন্দরে সে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল আর ঘুরে ফিরে নিজের চেহারা দেখছিল। ফরিদা বেগম কাছে এসে বললো, কি বহিন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন। এরপরে ফরিদা ফের প্রশ্ন করলো, কোন অসুবিধে হচ্ছে কি?

তুলসীবাঈ মুখ তুলে বললো, কেন, অসুবিধে হবে কেন?

ফরিদা বললো, মানে, মুসলমানের পোশাক, মুসলমানের খানা।

হেসে ফেললো তুলসীবাঈ। বললো, কি যে বলেন ভাই! এসব তো কবুল করে নিয়েই এখানে এসেছি।

ঃ কবুল করে নিয়েই এসেছেন?

ঃ বাহ! মুসলমানের কিল্লায় যখন আসছি, তখন কি আমি ভাববো, এখানে এসে ঠাকুরের পাক খাবো আমি? পুজারিণীর পোশাক পরবো? এজন্য তৈয়ার হয়েই এসেছি।

ঃ তাই? তবু হঠাৎ এই পরিবর্তনে অসুবিধে হচ্ছে না?

ঃ অনভ্যস্ত বলে কিছুটা খটোমটো হলেও, অসুবিধে আদৌ আমার হচ্ছে না।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাই নাকি? তা ভাই একটা সত্যি কথা বলবেন? নাম আর জাতিটুকু ছাড়া আপনার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা হয়নি। আপনি কি স্বেচ্ছায় এখানে এসছেন, না ওঁরা জোর করে ধরে এনেছে আপনাকে?

তুলসীবাঈয়ের মাথায় দুষ্টুমী চেপে গেল। কৌতুক করার উদ্দেশ্যে সে বললো, জোর করে। একদম জোর করেই ধরে এনেছে আমাকে।

ফরিদা বেগমের মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেল। হতাশকণ্ঠে বললো, সে কি! জোর করেই?

ঃ হ্যাঁ বহিন। ঐ ডাকাত সরদারটা, মানে আপনাদের কিল্লাদার একদম ছোঁ মেরে আমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঃ ওমা! কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে এলো না?

ঃ এলে কি হবে? ঐ ডাকাতের সামনে কি দাঁড়াতে পারে কেউ? যারা এলো তারা কচুকাটা হয়ে গেল।

ফরিদা বেগমের কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ। বললো, সর্বনাশ! এই অবস্থায় এখানে আপনি এসেছেন?

ঃ তো আর বলছি কি?

ঃ তাহলে তো ভয়ানক দুঃখ আপনার এখন! খুবই দুঃখের মধ্যে আছেন? পালানোর চেষ্টা করেননি কেন?

ঃ তাহলে তো আর এখানে আসতে পারতাম না। পরে এলে উনি কি আর ঢুকতে দিতেন এই কিল্লায়?

ঃ তার মানে?

তুলসীবাঈ এবার খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, ওরে পাগলী বহিন, এখানে আসার জন্যে আর এই নসীব পাওয়ার জন্যে আমি যে দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করে এসেছি।

ফরিদা বেগম তালগোল পাকিয়ে ফেললো। বললো, সাধনা করে এসেছেন?

ঃ জি বহিন, নিরন্তর সাধনা। অনেক পূণ্যের ফলেই আজ এই নসীব হাসিল হয়েছে আমার।

ঃ তাজ্জব! আপনার কথায় যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিনে। এই বলছেন জোর করে এনেছে, ফের বলছেন----।

ঃ মিথ্যা বলিনি ভাই। আনাটা জোর করেই। আমি হিন্দুর বিধবা। শ্মশানে আমাকে আমার মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার আনজাম চলছিল। এই সময় আপনাদের ঐ কিল্লাদার গিয়ে খপ্ করে তুলে আনলেন আমাকে।

ঃ বলেন কি! শ্মশান থেকে?

ঃ জাজ্জল্যমান মৃত্যুর গ্রাস থেকে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ বহিন!

তুলসীবাঈ এবার সতীদাহের ঘটনাটা বর্ণনা করে বললো, একদম জোর করে আমাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল। আপনাদের কিল্লাদার গিয়ে আমাকে বাঁচালেন বলেই তো আমি বাঁচলাম।

ঃ এই জন্যেই এখানে আসতে পারাটাকে নসীব বলছেন আপনি? মানে বাঁচতে পারলেন বলে?

মুখ টিপে হেসে তুলসীবাঈ ফের বললো, সেরেফ সেজন্যেই বুঝি? আপনাদের ঐ ডাকাত কিল্লাদারকে পাওয়াটাও যে আমার সাত জনমের পূণ্যের ফল।

ফরিদা বেগম ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললো, ওমা! আপনি তাঁকে তাহলে এরই মধ্যে ভালবেসে ফেলেছেন?

ঃ এরই মধ্যে হবে কেন? তাঁকে যে আমি অনেক অনেক আগে থেকেই ভালবাসি। প্রথমে রূপ গুণ খ্যাতির কথা শুনে, পরে তাঁকে সামনে পেয়ে।

অপরিসীম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ফরিদা বেগম তুলসীবাঈয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো ক্ষণকাল। এরপর ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, এর আগেও তাঁর সাথে জানাশোনা ছিল আপনার?

ঃ জানাশোনা কি বলছেন বহিন? অন্তরটা বিলকুলই দেয়া নেয়া ছিল।

ফরিদা বেগম এবার লাফিয়ে উঠে বললো, ও মাগো, মরেছি! এযে বিরাট এক রহস্যময় ব্যাপার। দয়া করে ঘটনাটা বলুন তো বহিন। আর আমাকে ধাঁধাঁর মধ্যে রাখবেন না।

তুলসীবাঈ হাসলো। হাসিমুখে শুরু থেকে শেষ অবধি এক এক করে বলে গেল সব ঘটনা। তন্ময় হয়ে তামাম ঘটনা শোনার পর ফরিদা বেগম বোবা বনে গেল। তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না। তুলসীবাঈ তাকিদ দিয়ে বললো, এবার বলুন, এখানে এই আসতে পারাটা আমার পরম পূণ্যের ফল কিনা? একজন মেয়ের এর চেয়ে আর বড় কাম্য কি হতে পারে, বলুন?

হুঁশ এলো ফরিদার। চোখে মুখে অনন্ত বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললো, কি সাংঘাতিক। ঐ পাথরের মধ্যে এমন স্রোত পয়দা করলেন কি করে বহিন?

ঃ পাথর?

ঃ বিলকুল পাথর। সবাই জানতো, প্রেমপ্রীতি ভালবাসার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। হৃদয়ের আবেদন কাকে বলে, তা তিনি একবিন্দুও বোঝেন না। হঠাৎ তাঁর এই পরিবর্তন! এটা এলো কি করে?

তুলসীবাঈ হেসে বললো, পরিবর্তন যখন আসে তখন হঠাৎই আসে বহিন। ঐ যে বললাম, পয়লা দর্শনের কথা! ঐ একদর্শনেই ঘায়েল হলেন উনিও, ঘায়েল হলাম আমিও।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ বহিন!

ঃ আমাকেও কি কম পাথর বলতো লোকে! ঐ ঘটনার আগে আমার মধ্যেও একবিন্দু রস খুঁজে পায়নি কেউ। রসের কারবারীরা। রস জমাতে এসে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়েছে দূরে। কিন্তু কি দিয়ে কি হয়ে গেল, ঐ এক ধাক্কাতেই বিলকুল ধরাশায়ী হয়ে গেলাম।

হাসিতে তুলসীবাঈ লুটোপুটি খেতে লাগলো। ফরিদা বেগম গম্ভীর কণ্ঠে বললো, তাই বলুন আসল গিটটা তাহলে এখানে? তাইতো সাধনা করেও হুজুরের নজরে আর পড়তে পারেনি কেউ?

ঃ সাধনা করে মানে?

ঃ শুনেছি, অনেক জয়গার অনেক সুন্দরীই অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর মন টলাতে পারেননি।

ঃ সে চেষ্টাও হয়েছে নাকি?

ঃ হবে না কেন? অনেক সুন্দরীও নিজে চেষ্টা করেছেন, কারো কারো অভিভাবকেরাও সে চেষ্টা করেছেন।

ঃ যেমন?

ঃ অধিক দূরের কথা কি? আমার দুলাভাইও আগে আমার মেঝো বোনকে, পরে আমাকে তাঁর সাথে শাদি দেয়ার জন্যে কতই না সাধাসাধি করেছেন। আমাকে দেখানোর জন্যে বাড়িতে, মায় অন্দরে, তাঁকে ডেকে এনেছেন। কিন্তু ঐ হুজুর ভুলেও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাননি।

উৎসাহিত হয়ে উঠে তুলসীবাঈ বললো, ওমা! বলেন কি? এটাও হয়েছে?

ঃ জি, এটাও হয়েছে।

ঃ খাইছে! তা উনি চোখ তুলে তাকালে বুঝি খুশি হতেন আপনি? আর তা হওয়ারই তো কথা। যে চিত্তহারী চেহারা ঐ ডাকাতটার!

ফরিদা বেগম ঠোঁট উল্টিয়ে বললো, ওরে আমার রে! ঘরের যোগী ভাত পায়না, বাইরের যোগীর জিগির!

ঃ তার মানে?

ঃ চেহারা উনার চিত্তহারীই হোক আর বিশ্বহারীই হোক, উনি তাকালে আমার কি আসে যায়? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো? যিনি তাকালে আমি বর্তে যাই, যার অন্তরে আমার অন্তর গাঁথা, তাঁকে ছাড়া কি আর আমি গণ্য করি কাউকে।

ঃ সে কি লো! শাদির আগেই অন্তর আপনার গাঁথা পড়ে গিয়েছিল!

ঃ কেন, বহিনেরটা গাঁথা পড়তে পারে, আমারটা পারে না?

ঃ তা পারবে না কেন? কিন্তু আমি বলছি, শাদির পরে তো আর---।

ঃ শাদির আগেও যেমন গাঁথা ছিল, এখনও তাই আছে। অক্ষয় অটুট।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কি অলুক্ষুণে কথা! আমার ফিরোজ মাহমুদ ভাইসাহেব কি তা জানেন? মানে, আপনার এই অন্তর বাঁধা পড়ে থাকার কথা।

ঃ আগাগোড়াই জানেন।

ঃ কি অসম্ভব ব্যাপার। তবু আপনাদের ঘর কন্নায় অসুবিধে হচ্ছে না?

ঃ একবিন্দুও না। পরম সুখে ঘর সংসার করছি আমরা।

ঃ কি বিস্ময়। তা সেই লোকটি কে, যার সাথে অন্তর আপনার আজও একইভাবে গাঁথা আছে। নাম কি তাঁর?

ঃ ফিরোজ মাহমুদ।

চমকে উঠে তুলসীবাঈ বললো, কি বললেন?

ঃ তাঁর নাম ফিরোজ মাহমুদ। যে ফিরোজ মাহমুদ আর কিল্লাদার ভাইসাহেবের সাথে আপনি এখানে এলেন, সেই ফিরোজ মাহমুদ।

ক্ষিপ্তভাবে ফরিদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তুলসীবাঈ। আক্রোশভরে বললো, তবেরে হতচ্ছাড়ী বহিন! এইভাবে এতক্ষণ ভাঁড়ালেন আমাকে?

এইসময় ভাঁড়ার ঘর থেকে কুলসুম বিবি ফরিদাকে ডাক দিয়ে বললো, এদিকে একটু আসুন তো আম্মাজান। নয়া আম্মাজানের জন্যে কি কি রান্না হবে, একটু দেখিয়ে দিয়ে যান।

সরদার আব্বাস খাঁর খবর নিতে এসে ফিরোজ মাহমুদ শুনলেন, সরদার আব্বাস খাঁ এতক্ষণে নাস্তায় বসেছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে এলেন আব্বাস খাঁ। ফিরোজ মাহমুদ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, সেকি ভাইসাহেব! এতক্ষণে নাস্তা!

পাশে এসে বসতে বসতে আব্বাস খাঁ বললেন, আর বলেন না ভাইসাহেব, ঝামেলার কি অন্ত আছে? হাজারটা ঝামেলা। সেগুলো সারতে সারতে নাস্তা করার সময়টা আর পেলাম কই?

ঃ হাজারটা ঝামেলা কি রকম? কিল্লায় এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই--।

ক্লীষ্টহাসি হেসে আব্বাস খাঁ বললেন, জিল্লতি–জিল্লতি, কিল্লাদারীর জিল্লতি। কামরায় এসে লেবাস পাল্টিয়ে বসতেই, একগাদা কাগজপত্র নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন মুনশী সাহেব। আমার অনুমতির অভাবে অনেকের অনেক পাওনাদি আটকে আছে। সত্বর স্বাক্ষর দিতে হবে আমাকে। পরে দিলেও পারতাম। কিন্তু দীর্ঘদিন পাওনাগুলো আটকে থাকায় অনেকেই খুব কষ্টের মধ্যে আছে। পরে আবার কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ি ভেবে, আজই স্বাক্ষর দিলাম ওগুলোতে। হিসেব-নিকেশের ব্যাপার। বুঝে নিয়ে সই করতে অনেক সময় লাগলো।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আজব লোক আপনি ভাইসাহেব। পরের কষ্ট দেখতে গিয়ে এত কষ্ট করলেন আপনি?

ঃ করতেই হবে। তারা এতদিন কষ্ট করলো আর একটাদিন একটুখানি কষ্ট আমি করবো না?

ঃ তা বটে। তাহলে আমার ওখানে আজ আর তো যেতে পারছেন না আপনি। এতটা মেহনত করার পর জরুর পেরেশান হয়ে পড়েছেন।

ঃ না-না, যেতে পারবো না কেন? যেতেই হবে আমাকে। না গেলে চলবে কেন?

ঃ ভাইসাহেব।

ঃ তুলসীবাঈকে আনতে হবে না ওখান থেকে? আপনার ঘাড়েই চাপিয়ে রাখবো?

ঃ সেকি! তাঁকে আনবেন মানে? এনে রাখবেন কোথায়?

ঃ আমার খাস কামরায়।

বিস্মিত চোখে চেয়ে ফিরোজ মাহমুদ বললো, আপনার খাস কামরায়।

ঃ হ্যাঁ যে কামরায় নিজে আমি থাকি।

ঃ কসুর নেবেন না ভাইসাহেব। তাহলে আপনি থাকবেন কোথায়?

ঃ মেহমানখানায়। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে বলে দিয়েছি।

ঃ কি তাজ্জব! তুলসীবাঈ বহিন থাকবেন আপনার খাস কামরায় আর আপনি থাকবেন মেহমান খানায়?

ঃ তাতে কি? সৈনিক মানুষ আমি। কত পথে ঘাটে পড়ে থাকি। মেহমানখানা তো সে তুলনায় ঢের উত্তম স্থান।

ঃ তাই বলে ঐ বহিনকে খাস কামরা ছেড়ে দেবেন?

ঃ তো আর রাখবো কোথায়? মস্তবড় খানদানী মহিলা। যেখানে সেখানে তো রাখা যায় না তাঁকে। পাশে খাটিয়া পেতে কুলসুম বিবি থাকলে তুলসীবাঈকে আর একা একা লাগবে না।

ঃ একি অদ্ভূত আপনার খেয়াল ভাইসাহেব। তুলসীবাঈ বহিন আমার ওখানে আমার বিবির সাথে থাকলে অসুবিধেটা হবে কি?

ঃ তাহলে আপনি থাকবেন কোথায়?

ঃ আমি এসে মেহমান খানায় থাকবো।

সরদার আব্বাস খাঁ হেসে বললেন, তাই কি হয় কখনো? এতদিন পরে ঘরে ফিরে আপনি থাকবেন মেহমান খানায়, এটা কি কখনো হতে পারে?

ঃ হতে পারে না কেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সদ্য বিবাহিতা বিবি ফেলে সাত মাস বাইরে থাকলেন আপনি। ঘরে ফিরে এসেও ফের বিবি ফেলে বাইরে থাকবেন, এটা কি কোন কথার কথা? এত নিষ্ঠুর পরিস্থিতি কিছুতেই আমি পয়দা করতে পারিনে। তুলসীবাঈকে জরুর আসতে হবে ওখান থেকে। সেই সাথে কুলসুমকেও।

এই সুস্পষ্ট ইংগিতে ফিরোজ মাহমুদ জড়োসড়ো হয়ে গেল। শরমে কিছুক্ষণ সে মাথা তুলতে পারলো না। সরদার আব্বাস খাঁ ফের বললেন, কি হলো? এর চেয়েও খোলাসা করে বলতে হবে কি? আপনার না হয় কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু আপনার উপর হক নেই আপনার বিবির?

এত খোলাখুলি বক্তব্যের মুখে ফিরোজ মাহমুদ আর নিরব থাকতে পারলো না। আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললো, তা এ নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ভাইসাহেব? এতদিন চললো আর এই একটা রাত চলবে না?

ঃ একটা রাত! একটা রাত কি বলছেন? কয়টা রাত যে তাহলে জুদা হয়ে থাকতে হবে আপনাদের, সে হিসেব রাখেন?

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ সম্রাট যতদিন রাজধানীতে না ফেরেন, ততদিন এই অবস্থা চলবে। সম্রাটের কাছে তুলসীবাঈকে হাজির না করা তক, অর্থাৎ সম্রাটের জিম্মায় তাঁকে সোপর্দ না করা পর্যন্ত, তুলসীবাঈকে এখানেই রাখতে হবে। তা কম্‌ছে কম আধা হপ্তা বা পুরো হপ্তাটাই।

ঃ সে কি ভাইসাহেব! এতদিন লাগবে কেন?

ঃ আরে ভাইসাহেব, আমরাতো সোজা পথে এলাম। বাহিনী নিয়ে সম্রাট আসছেন সেই সাত মুল্লুক ঘুরে। তার উপর, যুদ্ধ জয় করে আরাম আয়েশে আসছেন তিনি। হামলা করতে যাওয়ার মতো দৌড়ের উপর নয়। এমনিতেই আমাদের চেয়ে দু'তিন দিনের বেশি পথ। এবার আরো বেশি সময় লাগবে–এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ তা ছাড়া, সম্রাট এলেন আর অমনি তুলসীবাঈকে নিয়ে তাঁর কাছে দৌড় দিলাম, তাতো আর হবে না। সম্রাটের সময় সুযোগের তোয়াক্কা রাখতে হবে জরুর।

ফিরোজ মাহমুদ উদাসকণ্ঠে বললো, তা বটে।

ঃ এতে করে এক হপ্তার অধিককালও তুলসীবাঈকে এখানে থাকতে হতে পারে।

এই এতদিন ধরে জুদা হয়ে থাকবেন আপনারা? তুলসীবাঈও এটা কিছুতেই মেনে নিতে চাইবেন না।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাতো বুঝলাম, কিন্তু।

ঃ একদিনের ব্যাপার হলে না হয় আপনার কথাই মেনে নিতাম। তাতো নয়। বেশ কয়েকদিনের ব্যাপার। কাজেই দু'একদিন পরে আনাও যা, আজ আনাও তাই। বরং আজ আনাটাই সব দিক দিয়ে বেহতের।

ফিরোজ মাহমুদ আবার নিরব হলো। বলেই চললেন আব্বাস খাঁ, যে কয়দিন লাগে তুলসীবাঈ নিশ্চিন্তে আমার খাস কামরায় থাকুন, মেহমান খানায় আমার মোটেই অসুবিধে হবে না। আপনার মতো আমার ঘরে তো পথ চেয়ে থাকা বিবি নেই কোন?

www.boighar.com

বলেই সরদার আব্বাস খাঁ হেসে ফেললেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ফিরোজ মাহমুদ ইতস্তত করে বললো, তা আমি ভাবছিলাম কি ভাইসাহেব, একটা কাজ করা তো যায়।

ঃ কাজ! কি কাজ?

ঃ আজ হোক কাল হোক, শাদি তো আপনাদের হবেই। তুলসীবাঈ বহিনও আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি কখনো করবেন না, আপনার মনের কথাও তো জানি। সেই শাদিটা আজকেই সেরে ফেললে হয় না? সব ঝামেলা চুকে যাক।

ঃ আজকেই শাদি মানে?

ঃ কিল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে তুলসীবাঈ বহিনকে বিধিমতে ইসলাম ধর্মে পার করে নেয়া হোক আর ঐ বৈঠকেই শাদিটাও আপনাদের সেরে ফেলা হোক। তাতে রাতটা আরো বেশি হবে। তা হোক, শুভকাজে সময় তো কিছু লাগবেই।

সরদার আব্বাস খাঁ অবাক হলেন। ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, শুভকাজ?

ফিরোজ মাহমুদ উৎসাহভরে বললো, জি, শুভকাজ। তুলসীবাঈ বহিনকে এ প্রস্তাব দিলে আমার বিশ্বাস, পরম আনন্দে উনি রাজী হবেন এখনই।

ঃ তা হয়তো হবেন। কিন্তু কয়েকটা দিন পরেই তাঁকে আবার পরম দুঃখে বিধবা হতেও হবে।

ঃ তার মানে?

ঃ এমন সৎকর্মের প্রশংসায় মাথাটা আমার খ্যাঁচ করে কেটে ফেলবেন সম্রাট।

ঃ কেন, তা ফেলবেন কেন?

গম্ভীর হলেন আব্বাস খাঁ। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, এতটার পরেও এমন ছেলেমানুষী চিন্তা মাথায় আপনার আসে কি করে ভেবে আমি তাজ্জব হচ্ছি।

ঃ ছেলেমানুষী চিন্তা?

ঃ নয় কি? শ্মশান থেকে তুলে আনাটা হয়তো সম্রাটের কানুন পালনের দোহাই দিয়ে কাটানো যাবে। কিন্তু তারপরের গুলো? ভগবত সিংদের জখম

রোকন ও বইঘর.কম

করাটা? হিন্দুর বিধবাকে কিল্লায় নিয়ে আসাটা? অন্য কারো জিম্মায় রেখে এলে দোষ ছিল না, তাতো রাখা হয়নি। এগুলো কি ভেবেছেন সহজভাবে সম্রাটকে সমঝানো যাবে, না সমঝানোর সুযোগ ঐ ধড়িবাজ রাজপুতরা দেবে? সবাই মিলে আমাকে যে চরিত্রহীন বানানোর চেষ্টা তারা করবে না, এ নিশ্চয়তা পেলেন আপনি কোথায়? এসব যদিও বা কাটানোর চেষ্টা করা যেতো, শাদির পরে কি আর তা হবে? সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তুলসীবাঈকে শাদি করে ফেললে, সম্রাটকে আর কিছুই সমঝানোর পথ খোলা থাকবে না। সরাসরি তিনি জল্লাদের হাতে সঁপে দেবেন আমাকে।

ঃ সেকি!

ঃ তুলসীবাঈকে তুলে এনেছি সম্রাটের কানুন রক্ষে করার জন্যে। শাদি করার জন্যে নয়, তা মনে আমার সে ইচ্ছে যতই থাক। শাদি করে ফেললে, উদ্দেশ্য আমার সৎ এ কথা কি কোন পাগলও বিশ্বাস করবে?

ফিরোজ মাহমুদ লা-জবাব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তাহলে থাক ভাইসাহেব। এ ঝুঁকিতে যেয়ে আর কাজ নেই। এখন যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।

ঃ ভাল বলতে সামনে কিছুই নেই ভাইসাহেব। পরমসুন্দরী তুলসীবাঈকে সম্রাট যে ফেরত দেবেন আমাকে, তাঁর কোন প্রিয়জনের হাতে যে তুলে দেবেন না তাঁকে, এরও কোন নিশ্চয়তা নেই।

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ ঐ যে রাস্তায় তখন বলেছিলেন, আল্লাহভরসা? ঐ টুকুই এখন ভরসা। শুধু শুধুই আপনাদের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাই কেন? চলুন, তুলসীবাঈকে এখানেই নিয়ে আসি।

সরদার আব্বাস খাঁ সহকারে ফিরোজ মাহমুদ এসে তার দহলিজে গিয়ে বসলো। টের পেয়ে তড়িঘড়ি ভেতর দিকের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো ফরিদা বেগম ও তুলসীবাঈ। ফিরোজ মাহমুদকে উদ্দেশ্য করে ফরিদা বেগম অভিযোগ করে বললো, এই যে, এতক্ষণে ফিরলেন? কিল্লাদার ভাইসাহেবের খবর করতে গিয়ে নিজেই আপনি হাওয়া?

জবাবে ফিরোজ মাহমুদ লজ্জিত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ অনেকখানি দেরিই হলো। গিয়ে দেখি, ভাইসাহেবের নাস্তাই শেষ হয়নি। পরে কিছু জরুরী আলাপ করতে করতে রাতটা অনেকখানিই হয়ে গেল।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাহলে আবার এতরাতে ভাইসাহেবকে টেনে আনলেন কেন? শ্রান্তক্লান্ত মানুষ। আগামীকাল সকালে উনি ধীরে সুস্থে আসতে পারতেন!

ঃ আমি টেনে আনবো কেন? আমি তো নিষেধই করলাম। কিন্তু ভাইসাহেব তা শুনলেন না। আমাকে প্রায় ঠেলে নিয়েই চলে এলেন।

ঃ ঠেলে নিয়েই।

ঃ জি- জি। উনি তুলসীবাঈ বহিনকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

ঃ সেকি! নিয়ে যাবেন মানে? কোথায় নিয়ে যাবেন?

ঃ উনার খাস কামরায়। ভাইসাহেব মেহমান খানায় থাকবেন আর তুলসীবাঈ বহিনকে উনার খাস কামরায় রাখবেন। পাশে খাটিয়া পেতে কুলসুম বিবি থাকবে।

ঃ ওমা! হঠাৎ তাঁর এমন খেয়াল হলো কেন?

ঃ সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ফরিদা বেগম এবার সরদার আব্বাস খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো, কি ভাইসাহেব, ব্যাপারটা কি?

সরদার আব্বাস খাঁ ঠেকে গেলেন। ফিরোজ মাহমুদকে যা বলতে পেরেছেন, ফরিদাকে তা বলা যায় না। জবাবে ইতস্তত করে বললেন, না মানে তেমন কিছু নয়। ওখানে থাকাই উনার ভাল, এই আর কি।

ঃ এখানে থাকলে কোন অসুবিধে আছে?

ঃ জি বহিন, তাতো কিছুটা আছেই। এখানে থাকলে পুরোপুরি স্বস্তি পাবেন না উনি।

ফরিদা বেগম গম্ভীর হলো। ম্লানকণ্ঠে বললো, স্বস্তি পাবেন না কেন ভাইসাহেব? আমরা পথের মানুষ বলে? তাঁর ঠিকমতো সমাদর হবে না বলে?

ঃ পথের মানুষ!

ঃ তাই বৈ কি? কোন আশ্রয় সম্বল নেই আমাদের। আপনার দয়ায় আপাতত ঠাঁই পেয়েছি এখানে। চিরদিন তো আর এইভাবে দয়ায় চলবে না। একদিন না একদিন পথেই আমাদের নামতে হবে আবার। ওদিকে স্বামীও আমার বেকার। কোন চাকুরী বা পদ পদবী নেই।

সরদার আব্বাস খাঁ লাফিয়ে উঠলেন উল্লাসে। বললেন, আরে বলেন কি, বলেন কি! পদ পদবী নেই মানে? এই ভাইসাহেব তো এখন একজন মস্তবড় মানুষ। জবরদস্ত মান মর্যাদার লোক আপনারা এখন।

ফরিদা বেগম বিস্মিতকণ্ঠে বললো, মান মর্যাদার লোক! একি বলছেন?

একই রকম আবেগভরে আব্বাস খাঁ বললেন, আরে, এই ফিরোজ মাহমুদ ভাইসাহেব এখন কি আর যেমন তেমন মানুষ? বিলকুল একজন ফৌজদার।

ঃ ফৌজদার!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কিছুদিন পরেই হয়তো আরো উপরে উঠে যাবেন। এই অধম সরদার আব্বাস তখন হয়তো তাঁর নাগাল ধরতেই পারবে না।

ফরিদা বেগম নাখোশ হলো। ভারীকণ্ঠে বললো, কাঙাল পেয়ে মস্‌করা করছেন ভাইসাহেব?

ঃ আরে-আরে, সেকি! মস্কারা হবে কেন? আসলেই এই ভাইসাহেব একজন ফৌজদার বনে গেছে।

ঃ কি ভাবে, খোয়াবে?

ঃ না-না, বাস্তবে। খোদ বাদশাহ তাঁকে ফৌজদার পদে নিয়োগ দানের ওয়াদা করেছেন। রাজধানীতে ফিরে এসেই নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেবেন বাদশাহ। আরো কোন বড় পদ দেয়া যায় কিনা, সেটাও পরে উনি চিন্তাভাবনা করে দেখবেন। খোদ বাদশাহই এ কথা বলেছেন।

ফরিদা বেগমের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এতটা বিশ্বাস করা তার পক্ষে স্বাভাবিকও ছিল না। ফের সে বললো, একি বলছেন ভাইসাহেব? কিছুই যে মাথায় আমার ঢুকছে না। এও কি সম্ভব?

ঃ সম্ভব নয় কেন? ফিরোজ মাহমুদ সাহেবের কি সে যোগ্যতা নেই?

ঃ যোগ্যতা তাঁর যতই থাক, বাদশাহ হঠাৎ এতটা মেহেরবানী করে বসবেন কি কারণে? ভাঙ্গা ঘর কি তুলে দিয়েছেন বাদশাহর?

ঃ তার চেয়েও বড় কাজ করেছেন। প্রাণ বাঁচিয়েছেন বাদশাহর।

ঃ প্রাণ বাঁচিয়েছেন!

ঃ নিশ্চিত মউত থেকে বাঁচিয়েছেন বাদশাহকে।

ফরিদা বেগমের কিছুটা বিশ্বাস পয়দা হলো। প্রশ্ন করলো তাই নাকি? কিভাবে বাঁচালেন?

ঃ সে অনেক কথা। ভাইসাহেবের মুখ থেকেই পরে তা শুনবেন। আসল কথা, ঐ প্রাণ বাঁচিয়েই বাদশাহর সরাসরি নজরে পড়ে গেলেন উনি। প্রাণের চেয়ে দামী কি আর কিছু আছে? গোটা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও কি প্রাণটা ফেরত পেতেন বাদশাহ? ব্যস! বাদশাহ কাত।

খুশিতে আপ্লুত হয়ে ফরিদা বেগম বললো, মা'শা আল্লাহ! এইভাবে উনি নজরে পড়লেন বাদশাহর?

ঃ জি হাঁ, এইভাবে। ধন্য আপনার দূরদৃষ্টি বহিন। আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

ঃ আমার কথা! আমার কোন কথা?

ঃ ঐ যে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে আপনি বলেছিলেন, "যুদ্ধে গেলে একভাবে না একভাবে উনি বাদশাহর নজরেও পড়ে যেতে পারেন। এত যোগ্যতা নিয়ে ঘরে

রোকন ও বইঘর.কম

বসে থাকলে তো কারো নজরেই পড়বেন না"। আপনার সেই কথাই হুবহু ফলে গেল। এত সুদূর প্রাসারী চিন্তা আপনার বহিন!

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ ইশ! আমি তাঁকে সাথে নিতেই নারাজ ছিলাম। না নিলে যে কি ক্ষতিটাই হতো আপনাদের!

ঃ সবই আল্লাহ রহম ভাইসাহেব। এমন ঘটনা ঘটে থাকলে, এজন্যে সকল প্রশংসার হকদার ঐ একজনই।

ঃ ঘটে থাকলে মানে? এখনও কি সন্দেহ আছে?

ঃ না-না। খোদ আপনি বলছেন, এরপর আর সন্দেহ থাকবে কেন?

অতঃপর ফরিদা বেগম তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, কি হলো, আপনি যে কিছুই বলছেন না?

ফিরোজ মাহমুদ হাসিমুখে বললো, ভাইসাহেব তো বলছেনই, আমি আর কি বলবো? সবই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী। আল্লাহতায়ালা সদয় ছিলেন বলেই এই ভাইসাহেবের সাথে আমি যুদ্ধে যেতে পারলাম আর এই অভাবনীয় খোশ-নসীবটা হাসিল হলো আমার। ঘটনা সত্যি। বাদশাহ ফিরে এসেই নিয়োগ পত্র দেবেন।

ফরিদা বেগমের আনন্দের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তুলসবাঈকে জড়িয়ে ধরে আপ্লুত কণ্ঠে আওয়াজ দিল, বহিন!

ঘটনাটা অনুধাবন করে তুলসীবাঈও উদ্বেলিত হয়ে উঠলো খুশিতে। আনন্দে উল্লাসে উভয়ে উভয়কে ধরে জড়াজড়ি করতে লাগলো।

আবেগ খাটো হলে ফরিদা বেগম তার স্বামীকে ফের সকৌতুকে প্রশ্ন করলো, কি গো, আপনার ভায়রাভাই কি এ খবর জানেন? মানে? আমার দুলাভাই ফৌজদার আসাদ বেগ সাহেব?

জবাব দিলেন আব্বাস খাঁ। বললেন, জানেন মানে! তাঁর ফৌজদারগিরি বিলকুল ছুটে যেতেই বসেছিল। শুধু এই ভাইসাহেবের সুপারিশেই রক্ষা পেয়েছেন এ যাত্রা। প্রাণরক্ষাকারীর সুপারিশ বাদশাহ ফেলতে পারেননি বলেই বেঁচে গেলেন বেচারা।

ঃ সে কি! তাঁর উপর বাদশাহ আবার না-খোশ হলেন কি কারণে?

ঃ আপনাদের উপর অবিচার করার জন্যে। এই ভাইসাহেবের যোগ্যতার কোন দাম দেননি বলে। ভাইসাহেবের যোগ্যতা যে বাদশাহ পুনঃ পুনঃ লড়াইয়ে দেখেছেন।

ঃ তা আমাদের উপর অবিচার মানে?

ঃ আপনাদের শাদির বিরোধিতা করা।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ওমা–সেকি? সে কথাও বাদশাহর কানে গেছে?

ঃ শুনলেন যে! ভাইসাহেবের বিস্তারিত হদিস নিতে গিয়ে তামাম খবর জেনে গেলেন।

ফরিদা বেগম সশব্দে সগতোক্তি করলো, ওহ আল্লাহ! সত্যিই তুমি দয়াময়!

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। এরপরে আব্বাস খাঁ তাকিদ দিয়ে বললেন, রাত যে আরো বেড়েই চললো বহিন। কুলসুম বিবিকে নিয়ে তুলসীবাঈকে জলদি-জলদি বেরিয়ে আসতে বলুন। আমার ওখানে যেতে হবে তাঁদের। এতে গড়িমসি করার কোন ফাঁক নেই।

খেয়ালে এসে ফরিদা বেগম বললো, ও-হ্যাঁ, সে কথাটা বাদ পড়েই গেছে। তা তুলসীবাঈ বহিনকে এমন তড়িঘড়ি সরিয়ে নেয়ার গরজটা কি পড়লো ভাইসাহেব!

ঃ গরজটা এই ফিরোজ মাহমুদ ভাইসাহেবের কাছেই পরে শুনবেন বহিন। এখন ওদের বেরিয়ে আসতে বলুন।

ঃ কি তাজ্জব! এতরাতে যেতেই হবে তাঁকে? আজকের রাতটা থাকুন না উনি এখানে। আমার স্বামী গিয়ে মেহমান খানায় থাকবেন।

ঃ সে কথাও আপনার স্বামীকে আমি বলেছি। সরিয়ে তাঁকে নিতেই হবে। আর নিতেই হবে যখন, তখন আজ নেয়াটাই সব দিক দিয়ে ভাল।

ফরিদা বেগম তবুও জিদ ধরলো। বললো, না-না, এতরাতে কিছুতেই তাঁকে ছাড়বো না আমি। এই একটা রাত বহিন আমার কাছে থাকুন।

ঃ ছাড়বেন না?

ঃ না, কিছুতেই না। ছোট বহিনের এই বেয়াদবীটা মাফ করে দিন।

এই সময় ফটকের দারোয়ান ছুটে এসে সরদার আব্বাস খাঁকে বললো, হুজুর, এক বুড়ি এসে ফটকে ফ্যাসাদ পয়দা করেছে। হুজুরের সাথে সে দেখা করতে চায়।

আব্বাস খাঁ বিরক্ত হয়ে বললেন, বুড়ি!

ঃ একজন বৃদ্ধ মহিলা হুজুর। সে হুজুরের কাছে আসতে চায়।

ঃ না-না, এত রাতে দেখা কিসের? বিদায় করে দাও। দুপুর রাতে সাক্ষাত যত্তসব!

ঃ সেই কথাইতো কিছুতেই সে শুনছে না হুজুর। বলছে, ভেতরে যেতে না দিলে এই ফটকেই সারারাত পড়ে থাকবো, এক পাও নড়বো না।

ঃ তাজ্জব! কোথাকার বৃদ্ধা? কোথা থেকে এসেছে?

ঃ তাও কিছুই বলছে না। শুধুই বলছে, তোমাদের হুজুরকে গিয়ে বলো সিংগীর মা এসেছে। সিংগীর মা।

রোকন ও বইঘর.কম

শুধু ফরিদা বেগম ছাড়া এ কথায় ভেতের-বাইরে চমকে উঠলেন সকলেই। সবিস্ময়ে সকলেই একসাথে বলে উঠলেন, এ্যাঁ, সিংগীর মা এসেছে? সিংগীর মা এসেছে?

দারোয়ান বললো, জি হুজুর, সিংগীর মা।

সরদার আব্বাস খাঁ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, নিয়ে এসো তাকে। সসম্মানে নিয়ে এসো এখানে। জলদি।

দারোয়ান ফের ছুটলো। ফরিদা বেগম তুলসীবাঈকে বললো, সিংগীর মা! সিংগীর মা কে বহিন?

তুলসীবাঈ আবেগের সাথে বললো, আমার পরিচারিকা বহিন। এ দুনিয়ায় আমার একমাত্র আপনজন। সুখ দুঃখের সাথী।

ফরিদা বেগম ফের সবিস্ময়ে বললো, একমাত্র আপনজন। শুনলাম, আপনার পিতামাতা সবাই আছেন। আপনার পিতামাতার চেয়েও কি আপনজন? তাঁদের দরদের চেয়ে কি এই পরিচারিকার দরদই বেশি?

ঃ দরদ তাঁদের যতই থাক, আমার মা-বাপ সকলেই সমাজের হাতে জিম্মি। সমাজের ভয়ে তাঁদের দরদ প্রকাশের উপায় নেই। কিন্তু সিংগীর মা-এর কাছে আগে আমি, পরে সমাজ।

ঃ বহিন!

ঃ আমার ব্যাপারে সমাজের কোন ধার ধারে না সে।

একটু পরেই হাজির হলো সিংগীর মা। কেউ কিছু বলার আগেই সিংগীর মা বললো, এই যে বাছারা, আপনারা এখানে থাকতেই ঐ মরার পুতেরা আমাকে ঢুকতেই দেয় না ভেতরে? দিদিমনির চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে আছি আর আবাগীর বেটারা শুনতেই চায় না কথা আমার? দিদিমনি কৈ? আমার দিদিমনি?

দরজার ওপার থকে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো তুলসীবাঈ। ব্যাকুলকণ্ঠে বলতে লাগলো সিংগীর মা, তুমি বেঁচে আছো সিংগীর মা? ঐ দুশমনেরা মেরে ফেলেনি তোমাকে?

সিংগীর মা সতেজকণ্ঠে বললো, আমাকে মারবে কিলো! কোন ল্যাং-খেকোর পুত নাগাল পাবে আমার? বুড়ো হয়ে গেছি বলে কি জ্ঞানগম্মি হারিয়ে ফেলেছি সব?

ঃ সিংগীর মা!

ঐ সব্বনেশে পুরীতে তো ফিরে যাইনি আর। আমাকে মারবে কি?

ঃ তাই নাকি? বেশ-বেশ। তা এখানে এলে কিভাবে?

ঃ আপনার পিতৃকুলের যে সব অকম্মারা ঐ শ্মশানে সঙ দেখতে গিয়েছিল, তাদের সাথে। এই বাছারা আপনাকে তুলে আনার পরে পরেই শ্মশান থেকে

রোকন ও বইঘর.কম

বেরিয়ে এলো তারা। বাড়িতে ফেরার জন্যে তৈয়ার হলো। সাথে তাদের ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি। আমিও পথে তাক করে রইলাম। ওরা ফিরে আসার পথে আমিও উঠে পড়লাম গাড়িতে।

ঃ আচ্ছা। তা এতরাতে এই কিল্লায় পৌঁছলে কি করে?

ঃ ঐ তো, এই কিল্লার অনেকটা পাশ দিয়েই পথ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই বাছারা এই কিল্লাতেই নিয়ে এসেছে আপনাকে। ব্যস, নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। আপনাদের ঐ আত্মীয়দের কয়েকজনই পৌঁছে দিলো আমাকে। হাজার হোক আত্মীয় তো! আপনি বেঁচে যাওয়ায় তারাও তো খুশি।

সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, তাই বলে এতরাতে তুমি ছুটে এলে সিংগীর মা?

সিংগীর মা বিস্মিতকণ্ঠে বললো, ওমা! আসবো নাতো যাবো কোথায়?

আব্বাস খাঁ বললেন, কেন, তুলসীর পিতার বাড়িতে। ওখানেই তো বরাবর আছো তুমি!

ঃ মরণ! দিদিমনিকে ফেলে রেখে আমি গিয়ে থাকবো ওখানে! কি আজব কথা বাপু!

ঃ থাকবে না?

ঃ কি করে বাছা? এই দিদিমনিকে ফেলে একটা রাতও আমি কোথাও থেকেছি নাকি? যেখানে দিদিমনি, সেখানে আমি।

ঃ বলো কি!

ঃ কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি দিদিমনিকে। দরদ নেই আমার?

ঃ তা তোমার দিদিমনি যদি বরাবর এখানেই থাকেন, তাহলে তুমি করবে কি?

ঃ আমিও এখানে থাকবো।

ঃ কিন্তু এটা তো মুসলমানের কিল্লা। জাত যাবে না তোমার?

ঃ জাত! জাত কিসের বাছা? দিদিমনির যে জাত আমারও সেই জাত। ও নিয়ে কথা কি?

ঃ সাব্বাস! তাহলে তোমার দিদিমনির সাথেই থাকতে চাও?

ঃ থাকতেই তো এসেছি। দিদিমনিকে ছাড়া চোখে কি ঘুম ধরে আমার?

ঃ তাঁর সাথে অন্য কেউ থাকলে?

ঃ না-না, ওটি কখনও হবার নয়। এক দিদিমনির পছন্দ করা সোয়ামী টোয়ামী থাকতো যদি, সে কথা আলাদা। তা যখন নেই, শুধু শুধুই আমিই জুদা হয়ে থাকবো কেন? কখ্খনো তা হতে পারে না বাছা। কখ্খনো নয়।

সরদার আব্বাস খাঁ এবার ফরিদা বেগমকে উদ্দেশ্য করে হাসিমুখে বললেন, এবার কি করবেন বহিন? বাড়তি ঘর তো নেই। এদের আবার পৃথক করে শুতে দেবেন কোথায়?

রোকন ও বইঘর.কম

ফরিদা বেগম চিন্তিতকণ্ঠে বললো, তাই তো হলো ভাইসাহেব। পৃথক ব্যবস্থা করাতো এখানে সম্ভব নয়।

ঃ অতএব, আর রাত বাড়িয়ে কাজ নেই। কুলসুমকেও দরকার নেই। তুলসীবাঈকে ছাড়ুন এবার।

এরপর আব্বাস তুলসীবাঈকে প্রশ্ন করলেন, কি আপনার কোন আপত্তি আছে নাকি?

তুলসীবাঈ ব্যগ্রকণ্ঠে বললো, আপত্তি! এমনটিইতো মনে মনে চাইছিলাম। এতদিন পরে বহিনের স্বামী এসেছেন ঘরে। তাঁর স্বামীকে কি বাইরে ঠেলে দিয়ে আমি থাকবো বাহনিকে আঁকড়ে ধরে? আপনি আমাকে সরিয়ে নিতে না এলে, কুলসুমকে নিয়ে এই বসার ঘরেই বিছানা পেতে নিতাম। মাথায় মুগুর মারলেও কারো বারণ শুনতাম না।

ফরিদা বেগম বিস্মিত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, ওমা, কি সাংঘাতিক মেয়ে গো!

ঃ কেন, বয়স-বুদ্ধি কি হয়নি আমার?

ঃ তাইতো দেখছি! পেটে পেটে এত?

সরদার আব্বাস খাঁ হেসে বললেন, আর পেটের খবরে কাজ নেই বহিন। এজাযত দিন, আমরা বিদেয় হই।

এজাযত শেষে দিতেই হলো আর তুলসীবাঈও সিংগীর মা সহকারে বেরিয়ে পড়লেন আব্বাস খাঁ।

পথ চলতে চলতে তুলসীবাঈ খোশকণ্ঠে বললো, সরাসরি আপনার খাস-কামরাতেই আমাকে তুলছেন সরদার? এ সৌভাগ্যও শেষ পর্যন্ত হলো আমার?

এ কথায় আব্বাস খাঁর কণ্ঠে কোন খোশ প্রবাহ বইলো না। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন, আপাতত উঠুনতো। পরে আর সেখানে আপনাকে তোলার কোন খোশনসীব আমার হবে কিনা, কে জানে!

তুলসীবাঈ হোঁচট খেয়ে বললো, এ কথা বলছেন কেন?

ঃ শাহী দরবারের অনেক তেলেসমাতিই যে আমার দেখা আছে তুলসী। এই বাদশাহর মেজাজমর্জিরও অনেক খবর রাখি। স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি আমার কাছে আসতেন, আপন ইচ্ছেয় ঘর বাঁধতেন আমাকে নিয়ে, তাহলে কোন বিপত্তিই ঘটতো না। কিন্তু যে অস্বাভাবিকভাবে এখানে আপনার আগমন ঘটলো, তাতে কোথাকার পানি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে।

ঃ সেকি! আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কোন কিছু ঘটতে পারে?

ঃ সব পারে।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আমি গলায় দড়ি দেবো তাহলে।

ক্লীষ্টহাসি হেসে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, চলুন, পরের কথা আগেই ভেবে মন খারাপ করে কাজ নেই।

ঃ সরদার!

ঃ বাদশাহর উপরেও তো বাদশাহ একজন আছেন। দেখাই যাক, তিনি কি করেন।

৭

মানুষের মনটাই অনেকটা আয়না। ভবিষ্যৎ তার কাছে অজ্ঞাত অদৃশ্য হলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কিছু ছায়া পড়ে সেই আয়নায়। ভবিষ্যতের কিয়দংশ সে আয়নায় প্রতিফলিত হয়। চিন্তার গভীরে ভবিষ্যত সে কিছু কিছু বুঝতে পারে, দেখতে পায়।

সরদার আব্বাস খাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তুলসীবাঈকে ঘিরে তার জন্য যে ভবিষ্যত অপেক্ষমান, তার অনেকখানি প্রতিফলিত হলো আব্বাস খাঁর অন্তরের আয়নায়। অনাগত সেই ভবিষ্যতের অনেকখানিই অনুমান করতে পারলেন তিনি। আবছা আবছা হলেও তিনি বুঝতে পারলেন, কি ঘটতে পারে ভবিষ্যতে।

অনুমান তাঁর মিথ্যা মোটেই হলো না। দিন চারেক পরেই তাঁর কিল্লাতে চলে এলো শিকল আর পালকি। শিকল এলো সরদার আব্বাস খাঁকে কয়েদ করে দরবারে হাজির করতে। পালকি এলো, সম্রাটের জিম্মায় নেয়ার জন্য তুলসীবাঈকে সম্রাটের অন্দর মহলে নিয়ে যেতে।

সরদার আব্বাস খাঁরা ফিরে আসার দিন চারেক পরেই সসৈন্যে ফিরে এলেন সম্রাট। সেনা সৈন্যেরা চলে গেলেন নিজ নিজ ডেরায়। কিন্তু সম্রাট আর তখনই তাঁর ডেরায় পৌঁছতে পারলেন না। ফটকের কাছে আসতেই তাঁর সামনে এসে

রোকন ও বইঘর.কম

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন বৃদ্ধ দুর্গাধিপতি বীর সিংহ। সম্রাট আকবর শাহর কাছে এই রাজপুত অমাত্যেরা সম্পূর্ণ এক পৃথক পদার্থ। সাক্ষাত করার জন্যে সম্রাটের সময়-সুযোগের পরোয়া করার প্রয়োজন তাঁদের পড়ে না। আহারে-বিহারে, সমরে-শয্যায়, সর্বত্রই এদের জন্যে অবারিত দ্বার। বিঘ্ন কিছু ঘটলে, সম্রাটেরও বিঘ্ন ঘটে নিশিথে কুঞ্জের দ্বার খোলা পাওয়ার ব্যাপারে। www.boighar.com

বীর সিংহের আহাজারীতে ফটকেই দাঁড়িয়ে গেলেন সম্রাট। সম-বেদনার সুরে বীর সিংহকে বললেন, শুনেছি বীরোত্তম। আপনার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পথেই আমি শুনেছি। একটিমাত্র সন্তান। সেই সন্তান হারালে পাঁজর ভাঙ্গে না কার? বড়ই বেদনাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু কি করবেন মহামাত্য! সবই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। মানুষের তো কিছু করার নেই এখানে! এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

আহাজারী তুঙ্গে তুলে বীর সিংহ বললেন, মানুষই জাঁহাপনা, মানুষই। পরমেশ্বর যা করেছেন, মানুষ করেছে তার দশগুণেরও অধিক। হাতুড়ী শাবল চালিয়ে ভাঙ্গা পাঁজর আরো চূর্ণ করে দিয়েছে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমার জাতি-ধর্ম মান-সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে জনাব। মানুষের সমাজে আর মুখ তুলে দাঁড়ানোর উপায় নেই আমার। মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারলে ভেঙ্গে পড়ে না কে? এর প্রতিকার চাই দিল্লীশ্বর। দুর্বৃত্তের কঠোর দণ্ড বিধান করে আমার দুর্বিষহ যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করুন প্রভু।

বিস্মিত হলেন দিল্লীশ্বর আকবর। বললেন, দুর্বৃত্ত! কে সে দুর্বৃত্ত যে আপনার জাতি-ধর্ম নস্মাৎ করে দিয়েছে?

ঃ দাম্ভিক কিল্লাদার আব্বাস খাঁ জাঁহাপনা। সরদার আব্বাস! অপরিণত বয়সে বিশাল এক কিল্লার ভার পাওয়ায় আর সম্রাট তাকে মাঝে মাঝেই আস্কারা-প্রশ্রয় দেয়ায়, ধরাকে সে সরাজ্ঞান করছে হুজুর। কোন কিছুরই পরোয়া সে করছে না।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। থতমত খেয়ে আকবর শাহ বললেন, সরদার আব্বাস! কি করেছে সে?

ঃ আমার বিধবা পুত্রবধূকে হরণ করেছে প্রভু।

ঃ হরণ করেছে!

ঃ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। পুত্রবধূটি আমার অতীব সুন্দরী। রূপের তার তুলনা মেলা ভার। সেই রূপ দেখে লম্পট আব্বাস খাঁ তাকে লুটে নিয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হলেন সম্রাট। বললেন, লুটে নিয়ে গেছে কেমন! কোথা থেকে লুটে নিয়ে গেল? আপনার দুর্গ থেকে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আজ্ঞে না খোদাবন্দ্। শ্মশান থেকে। আমার শুধু মান ইজ্জতই মারেনি সে, আমার ধর্মেও আঘাত হেনেছে চরম।

ঃ শ্মশান থেকে! শ্মশান থেকে কি রকম?

ঃ জাঁহাপনা সতীদাহ আমাদের চিরন্তন প্রথা। আমাদের ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনন্ত স্বর্গ লাভের জন্য আমাদের সতীরা সাগ্রহে মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেয়। দিল্লীশ্বরের এসব অজানা কিছু নয়। আমার পুত্রবধূ যেমনই রূপবতী তেমই সতীসাধ্বী। পুত পবিত্র নারী। স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিলে স্বর্গ তার নিশ্চিত। সে সতীসাধ্বী মা আমার সানন্দে শ্মশানে এসেছিল সেই আত্মাহুতি দিতে।

বাদশাহ আকবর থমকে গিয়ে বললেন, কিন্তু সতীদাহ প্রথার উপর আমি যে একটা কানুন জারি করেছি, তা কি জানেন? ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে দাহ করা চলবে না। সেক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা রহিত করেছি আমি। এ বিষয় কি জ্ঞাত আছেন?

ঃ তা থাকবো না কেন হুজুর? হুজুরের বিশ্বস্ত একজন সেবক আমি। আমি তা জানবো না? সর্বৈব জ্ঞাত আছি।

ঃ আপনার সেই পুত্রবধূ কি স্বেচ্ছায় পুড়ে মরতে রাজী ছিল?

ঃ স্বেচ্ছায়-স্বেচ্ছায়। তো আর বলছি কি? বিনা প্ররোচণায়, বিনা পরামর্শে মা আমার সাগ্রহে স্বর্গে যেতে এসেছিল।

ঃ বলেন কি!

ঃ সেই সৎযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্র পাঠ চলছিল। সেই সময় অন্যধর্মের লোক এসে যদি সেই যজ্ঞ পণ্ড করে দেয়, তাহলে কি আর ধর্ম থাকে আমাদের? আমার সেই সতীসাধ্বী বিধবা পুত্রবধূকে নিজের লালসা চরিতার্থ করার জন্য কোন লম্পট এসে যদি তুলে নিয়ে যায়, তাহলে কি আর মান সম্মান থাকে কিছু হুজুর? সমাজে কি মুখ দেখানোর উপায় থাকে?

ঃ সিংহ মশাই!

ঃ এ নিয়ে চারদিকে ছিঃ-ছিঃ রব উঠেছে হুজুর। ঐ লম্পট আব্বাস খাঁর প্রাণদণ্ড না হলে, লজ্জায় আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। হা ভগবান! এতটাই ললাটে আমার ছিল! একে পুত্রশোক তার উপর এই ধিক্কার!

বীর সিংহ কপালে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করতে লাগলেন। দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোল খেতে খেতে সম্রাট আকবর শাহ বললেন, কি অসম্ভব কথা। সরদার আব্বাসের মতো ছেলে এমন কাজ করবে, এ যে আমি ভাবতেই পারছিনে।

কণ্ঠে জোর দিয়ে বীর সিংহ বললেন, দিনে-দুপুরের কাণ্ড হুজুর।

রোকন ও বইঘর.কম

ভাবতে না পারার ফাঁকটা কোথায়? হাজার লোক দেখেছে, শত লোক সাক্ষী আছে। আরো-যে সব অঘটন সে ঘটিয়েছে, তাও সর্বজন জানে।

ঃ আরো অঘটন!

ঃ অনেক অনেক। হুজুর সন্ধান নিয়ে দেখুন, আমি আর মুখে বলবো কি! আমার মুখের কথার কি দাম?

আগাগোড়া সাজানো এক নাটক। মহড়া দিয়ে তৈয়ার করা দৃশ্যকাব্য। সম্রাটের কানুন আমান্য করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুলসী বাঈকে পুড়িয়ে মারতে যাওয়াটা প্রমাণ হয়ে গেলে আর সরদার আব্বাসকে হত্যা করার চেষ্টাটা ফাঁশ হয়ে গেলে, বীর সিংহের সাথে ভগবত সিং ও অর্জুন সিং ফেঁশে যাবেন সকলেই। প্রকাশ্য দিবালোকের ঘটনা। সত্যটা গোপন কখনো থাকবে না বুঝে এ নাটক আগেই তৈয়ার করা ছিল। সরদার আব্বাস খাঁকে আগেই ফাঁশিয়ে দিতে চান তাঁরা।

বীর সিংহ থামতেই সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভগবতসিং ও অর্জুন সিং। তাঁদের কপালে-মাথায় বাহুতে-গর্দানে ইয়া বড়ো বড়ো অনেকগুলো পট্টি। ক্ষতের আয়তন যতটা, প্রত্যেকটি পটির আয়তন তার চেয়ে দুই তিনগুণে বড়। এঁদের এই বীভৎস চেহারা দেখে চমকে উঠলেন বাদশাহ। প্রশ্ন করলেন-একি ভগবত সিং-অর্জুন সিং, আপনাদের এই অবস্থা?

পুরাতন কাতরানীর পুনরাবৃত্তি করে ভগবত সিং বললেন, মরেই গিয়েছিলাম জাঁহাপনা। বিলকুল শেষ করেই দিয়েছিল। এই অধমদের উপর জাঁহাপনার দোআ ছিল বলেই কোন মতে জানে বেঁচে গেছি।

ঃ সে কি! আপনাদের এ দশা করলো কে?

ঃ কে আবার হুজুর? দুনিয়াকে যে খোলামকুচি জ্ঞান করে, সেই দুর্বৃত্ত আব্বাস খাঁ। কিল্লাদার আব্বাস খাঁ।

সম্রাট ফের চমকে উঠলেন। বললেন, বলেন কি! এখানেও আব্বাস খাঁ!

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমাদের ধর্মকর্মে বাধা দান করার প্রতিবাদ করলে। সে অতর্কিতে হামলা করে আমাদের এই হাল করেছে।

ঃ একা সে আপনাদের এই হাল করলো?

ঃ একা হবে কেন হুজুর? সাথে যে তার একপাল সঙ্গীসাথি ছিল। আমরা শুধু মুখে কথা বলছিলাম। এ জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

ঃ তাজ্জব! কোথায় হামলা করলো তারা?

রোকন ও বইঘর.কম

বীর সিংহকে দেখিয়ে দিয়ে ভগবত সিং বললেন, এই সিং মশাইয়ের পুত্রবধূর সতীদাহ উৎসব, মানে যজ্ঞ যেখানে হচ্ছিল, সেই শ্মশানে।

ঃ শ্মশানে!

ঃ আজ্ঞে হুজুর। শ্মশান থেকে হিন্দুর বিধবাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা শুধু প্রতিবাদ করেছিলাম। আর তাতেই সেই দুরাচার এই অবস্থা করলো আমাদের।

ঃ আপনারা সেখানে গেলেন কি করে? যুদ্ধ থেকে আমরা তো একসাথেই ফিরছিলাম!

ঃ এই সিং মশাইয়ের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ যে পথেই পেলাম। ইনি আমার নিকট আত্মীয়। তাই খবর শুনেই তার ওখানে গিয়েছিলাম।

বিস্মিত নয়নে সম্রাট কিছুক্ষণ তাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন। এর পরে বললেন, কি অসম্ভব কথা! সরদার আব্বাসের এতটাই দুর্মতি হলো?

ভগবত সিং জোরকণ্ঠে বললেন, দুর্মতি বলে দুর্মতি হুজুর? এই সিং মশাইয়ের পুত্রবধূ তুলসীবাঈ বেচারীর কি অবস্থা এখন, সেইটেই দয়া করে বিবেচনা করুন। স্বামী হারা হয়ে বেচারী তুলসীবাঈ একে শোকাচ্ছন্ন, তাতে আবার ঐ লম্পট তাকে কিল্লায় নিয়ে গিয়ে যে কি হালটা তার করে ছাড়ছে, সেইটেই জাঁহাপনা ভাবুন।

দপ করে জ্বলে উঠলো সম্রাট আকবরের দুচোখ। প্রশ্ন করলেন, কিল্লায় নিয়ে গিয়ে মানে?

ঃ মানে, আব্বাস খাঁ তো বিধবাটাকে সরাসরি তার কিল্লায় নিয়ে গেছে প্রভু। কারো জিম্মায় রেখে যায়নি বা তার পিতার গৃহেও পাঠায়নি। একে রূপসী যুবতী, তাতে কিল্লায় কোন মেয়েছেলে নেই। তার ঘরে তো নেই-ই। দশজনে মিলে ঐ অসহায় বিধবাটার উপর যে কি পাশবিক নির্যাতন তারা চালাচ্ছে, হুজুর একটু চিন্তা করলেই তা অনুমান করতে পারবেন। এর চেয়ে খোলাসা করে বলা সম্ভব নয় হুজুর।

সম্রাটের মাথায় আগুন ধরে গেল। সক্রোধে বললেন, একথা সত্য? ঐ মেয়েটাকে সে কিল্লায় নিয়ে গেছে, এটা সত্য?

ঃ আমাদের এখানে বেঁধে রেখে জাঁহাপনা সেখানে লোক পাঠিয়ে দিন। মিথ্যা হলে আমরা আমাদের মাথা দিতে প্রস্তুত।

সম্রাট ছটফট করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, পুঁতে ফেলবো। শয়তানটাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। তলে তলে এত?

ঃ এতই তো হুজুর। গুজরাট থেকে সবাই আমরা একসাথে ফিরলাম আর ঐ দুর্বৃত্ত তা ফিরলো না কেন হুজুর? ঐ পথে যাওয়ার তার গরজটা ছিল কি? সবই পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার হুজুর। অনেকদিন থেকেই সে তাক করে ছিল।

রোকন ও বইঘর.কম

সম্রাটের মনে ধরলো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো। এবার তো তার সোজাপথ ধরার কোন যুক্তিই ছিল না। বুঝতে পারছি, সব এখন বুঝতে পারছি।

ঃ মেয়েটাকে বাঁচান হুজুর। আমরা তো আর সমাজে তাকে নিতে পারবো না। মেয়েটাকে এনে হুজুরের স্বজাতির আগ্রহী কারো সাথে সত্বর শাদি দিয়ে দিন। সীমাহীন রূপ। দেখলেই যে কোন পদস্থব্যক্তি তাকে শাদি করতে আগ্রহী হবে।

ঃ ভগবত সিং!

ঃ মেয়েটাকে জলদি জলদি সরিয়ে আনুন হুজুর। ঐ লম্পটের নজরের মধ্যে না রেখে কারো সাথে শাদি দিয়ে এখনই তাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিন। আবার তাকে দেখলেই শয়তানটা আর একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে নিশ্চিত।

ঃ বলেন কি!

কথা ধরে এবার দুর্গাধিপতি বীর সিংহ বললেন, জি-জি, তাই করুন জনাব, শিগ্গির তাই করুন। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে, দুকুল রক্ষে পাবে। অঘটনও আর ঘটবে না, আর মেয়েটা চোখের আড়াল হয়ে গেলে সমাজের ছিঃ ছিঃ রবটাও তাড়াতাড়ি থেমে যাবে।

সম্রাট দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তাই করা হবে। যা করলে কিছুটা তৃপ্তি আসে আপনাদের, তাই করা হবে। মেয়েটাকে এখনই নিজের জিম্মায় নিয়ে আসি, তারপর সব দেখছি!

ফুঁশতে লাগলেন সম্রাট। ভগবত সিং মিনতি করে বললেন, আজকের মধ্যেই সব কিছু শেষ করে ফেলুন প্রভু। রাতারাতি সরিয়ে ফেলুন মেয়েটাকে। আমাদের ইজ্জত রক্ষে করুন।

ঃ ধৈর্য্য হারা হবেন না, এখন শুধু দেখুন।

ঃ সেই সাথে ঐ লম্পটটারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া চাই খোদাবন্দ।

ঃ অপরাধ প্রমাণ হলে, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো তাকে। এই, কোই হ্যায়।

হাঁক দিলেন সম্রাট। পাশেই ছিলেন নগররক্ষী প্রধান, অর্থাৎ কোতোয়াল। তিনি কূর্ণিশ করে বললেন, হুকুম হোক মালিক!

ঃ এখনই পালকি পাঠিয়ে তুলসীবাঈ নামের মেয়েটাকে তুলে আনুন আব্বাস খাঁর কিল্লা থেকে। তাকে তুলে এনে আমার জেনানা মহলে সোপর্দ করুন।

ঃ যথাদেশ মালিক।

ঃ সেই সাথে শিকল পাঠিয়ে দিন। আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে সরদার আব্বাসকে হাজির করুন দরবারে। জলদি।

হুকুম দিয়েই সম্রাট অন্দরের পথ ধরলেন।

রোকন ও বইঘর.কম

ঐ দিনই সন্ধ্যার আগে শিকল আর পালকি নিয়ে নগর কোতোয়াল নিজেই হানা দিলেন সরদার আব্বাস খাঁর কিল্লায়।

নগর কোতোয়াল তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে সরদার আব্বাস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্ষণকাল কোন কথাই তাঁর মুখ থেকে বেরুলো না। পরে তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, একি বলছেন নগরপাল? এইজন্যেই এসেছেন আপনি এখানে?

নগররক্ষী মাথা নিচু করলেন। সদাচরণ আর সৎ-স্বভাবের জন্যে সরদার আব্বাস খাঁর প্রতি তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। জবাবে তাই নগররক্ষী বিনীত কণ্ঠে বললেন, আমার কসুর নেবেন না জনাব। আমি হুকুমের গোলাম। সম্রাটের হুকুম হয়েছে আমার উপর। কড়া হুকুম। হুকুম তামিলে কিঞ্চিৎ অন্যথা হলে বড়ই মুসিবত হবে আমার।

ঃ তাজ্জব! এই হুকুম দিলেন সম্রাট?

www.boighar.com

ঃ জি, শক্ত কণ্ঠে দিলেন।

ঃ হঠাৎ এই হুকুম তিনি কি কারণে দিলেন, তা কি কিছু জানেন?

ঃ সবই জানি জনাব। আমার চোখের সামনে ঘটনা।

সরদার আব্বাস ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, জানেন? তাহলে তা ব্যক্ত করতে আপনার কি আপত্তি আছে কিছু? মানে, মোটামুটি ঘটনা?

ঃ না-না, আপত্তি থাকবে কেন? জাজ্জল্যমান যা দেখলাম আর শুনলাম, তা বলতে আমার আপত্তি কিসের?

নগররক্ষী অতঃপর তামাম ঘটনা বর্ণনা করে গেলেন। এমনটিই আশংকা ছিল আব্বাস খাঁর। তাই উচ্চবাচ্য না করে নিরবে চেয়ে রইলেন তিনি। সব ঘটনা বলার পর নগররক্ষী ফের বললেন, তুলসীবাঈকে এখনই শাদি দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিবেন। এরপর প্রকাশ্য দরবারে বিচার হবে আপনার। অপরাধ প্রমাণিত হলে, কথা আটকে গেল নগররক্ষীর কণ্ঠে। আব্বাস খাঁ প্রশ্ন করলেন, প্রমাণিত হলে?

ঃ আপনার প্রাণদণ্ড হবে।

ঃ নগরপাল!

ঃ অবস্থা যা দেখলাম, তাতে বিচারটা যে নিরপেক্ষ হবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম! দণ্ড হয়তো আপনার---।

নিঃশ্বাস চেপে নগরপাল ফের মাথা নিচু করলেন। আব্বাস খাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তুলসীবাঈ। এ কথায় সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, তাহলে শুধু

রোকন ও বইঘর.কম

আমাকেই নিয়ে চলুন জনাব। এই কিল্লাদারকে বেঁধে দরবারে নিয়ে যাবেন না। দোহাই আপনার, তাঁকে বাঁচতে দিন!

জবাব দিলেন আব্বাস খাঁ। ম্লানকণ্ঠে বললেন, তাতে লাভ কি হবে তুলসী?

তুলসীবাঈ আকুলকণ্ঠে বললো, বিচারে হাজির হলে যে প্রাণদণ্ড হবে আপনার!

আব্বাস খাঁ করুণ কণ্ঠে বললেন, সম্রাট তাদের প্রতি যা দুর্বল, তাতে সে কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু---।

ঃ কিন্তু?

ঃ আপনাকে যদি অন্যের সাথে শাদি দিয়েই ফেলেন, তাহলে আমার এ প্রাণের আর দাম কি থাকবে, বলুন?

ঃ অসম্ভব! আমাকে অন্যের সাথে শাদি দেবেন মানে? শাদি দেয় সাধ্য কার? আমি শাদি করতে রাজী হলে তো?

ঃ আপনার রাজী-নারাজীতে কি এসে যায় তুলসী? সম্রাট যা চাইবেন, তা হবেই। নামমাত্র শাদির অনুষ্ঠান করে আপনাকে তুলে দেবেন অন্যের হাতে। তিনি যদি গোঁ ধরেন এ ব্যাপারে, তাহলে সম্রাটের হাত ছাঁদবেন আপনি কি করে?

ঃ ছাঁদতে না পারি, মরতে তো পারবো। অন্য কারো সাথে সম্রাট আমার শাদি দিলে আমার লাশের সাথেই দেবেন, আমার সাথে নয়। আমি রাজপুতানী। সে ব্যবস্থা সব সময় সাথেই থাকে আমার।

আব্বাস খাঁ চমকে উঠে বললেন, তুলসীবাঈ?

ঃ শ্মশানেও মরতে আমি পারতাম। কিন্তু কেন যেন আমার মন বললো, উদ্ধার আমি পাবোই। আপনার সাথে দেখা আমার হবেই। ঈশ্বরকে তো কম ডাকিনি আমি!

ঃ তুলসী!

ঃ প্রথম দেখার দিন থেকেই মনে প্রাণে একমাত্র আপনাকেই কামনা করে এসেছি আমি। সেই আপনাকেই হারাতে হয় যদি, তাহলে আর আমি বেঁচে থাকবো কিসের আশায় সরদার?

ঃ কিন্তু মরে গেলেই কি পাবেন আপনি আমাকে?

ঃ এ জনমে না পাই পর জনমে পাবো। মরার আগে । ঈশ্বর, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এই আরজই জানিয়ে যাবো অনুক্ষণ।

ক্লীষ্টহাসি হেসে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, না তুলসী, ওতে কোন ফল হবে না। কারণ, পরজনমে বিশ্বাসী আমি নই। কোন মুসলমান তা বিশ্বাস করে না।

হতাশ হলো তুলসীবাঈ। হতাশকণ্ঠে বললো, সরদার!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ আর তা ছাড়া, আত্মহত্যা মহাপাপও। আত্মহত্যাকারীর কোন আরজ কবুল করেন না আল্লাহ তায়ালা। আত্মহত্যা কখনো আপনি করবেন না, আমার নিষেধ রইলো।

তুলসীবাঈ কাতর কণ্ঠে বললো, তাহলে কি করবো আমি বলে দিন।

আব্বাস খাঁ ধরা গলায় বললেন, আমাদের এ জিন্দেগীটা ব্যর্থ হয়েই যায় যদি, আল্লাহ তায়ালার কাছে সব সময়ই প্রার্থনা করবেন, পরকালে আমরা যেন একে অন্যকে পাই!

ঃ সরদার!

সরদার আব্বাস খাঁ আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু পিণ্ডের আকারে বড় বড় কয়েকটা বেদনা পিণ্ড। তা দেখে তুলসীবাঈয়ের কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলই সে কাঁদতে লাগলো দাঁড়িয়ে থেকে।

নগর কোতোয়াল এতক্ষণ নতমস্তকে এঁদের আলাপ শুনছিলেন। এবার তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলে ম্লানকণ্ঠে বললেন, আমি বড় অভাগা জনাব। আপনাদের এই বিচ্ছেদের উপলক্ষ্য আমাকেই হতে হলো! এই করুণ দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। অধিক দেরি হলে আমি দুর্বল হয়ে যাবো। মেহেরবানী করে আপনারা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন জনাব। আমাকে আদেশ পালনে সাহায্য করুন।

সিংগীর মা এই সময় মহলে ছিল না। কি যেন কি কাজে ছিল নিকটেই। খবর শুনে প্রথমে চমকে উঠলো এবং সব কথা শুনার পর যারপরনাই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে এসে সে তিরিক্ষি কণ্ঠে বললো, ঝাঁটা মারি, এমন বিচারের মুখে ঝাঁটা মারি সাতবার। কোন গোমুক্কু গুলিখোর দেশের বাদশাহ হয়েছে গা? চোরাকে ছেড়ে অচোরাকে বাঁধতে পাঠায় কোন গাঁড়োলের পুত। চোখকান কি সব খেয়ে বসে আছে?

ফিরোজ মাহমুদ ও ফরিদা বেগমসহ ইতিমধ্যেই কিল্লার আরো অনেকেই সেখানে এসে জুটেছিল। সিংগীর মায়ের উক্তিতে সরদার আব্বাস খাঁ ও অন্যান্য সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কোতোয়ালের উদ্দেশ্যে সিংগীর মা ফের বললো, পেয়েছো কি তোমরা বাছা? বাদশাহর না হয় ভীমরতি হয়েছে। গুলি ভাঙ্গ খেয়ে তার না হয় হুঁশবুদ্ধি সব চুলোর মধ্যে গেছে। তোমরাও কি ক্ষেপে গেছো তার সাথে? ন্যায় অন্যায় বোধটা কি গুলিয়ে ফেলেছো বিলকুল?

সরদার আব্বাস খাঁ ত্রস্তকণ্ঠে বললেন, আহ! এসব কি বলছো সিংগীর মা? না বুঝে না সমঝে কাকে কি বলছো? থামো থামো, তুমি থামো?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ থামবো কেন বাছা? থামবো কার ভয়ে?

ঃ এসব কথা বাদশাহর কানে গেলে তিনি শূলে তুলবেন তোমাকে।

ঃ তুলুক। ঐ বুদ্ধিহীন বাদশাহকে তাই বলে কি ছেড়ে কথা বলবো, দোষ করলো যারা তাদের বিচার নেই, নিদ্দোষীকে বাঁধতে পাঠায় কোন আক্কেলে? তার কি ধম্ম-অধম্ম কোন জ্ঞান নেই?

সিংগীর মাকে থামাতে না পেরে সরদার আব্বাস খাঁ নগররক্ষীকে বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না ভাইসাহেব। এই বুড়ি বেটির মাথায় একটু ছিট আছে। ওর কথায় কান দেবেন না দয়া করে।

এ কথায় আরো ক্ষেপে গেল সিংগীর মা। বললো, আমার মাথায় ছিট থাকবে কেন গা? হক কথা বলছি বলে?

ঃ সিংগীর মা!

ঃ ছিট থাকলে আছে এই সব বেহুঁশদের মাথায়। মন্দলোক রেখে ভাল লোককে ধরতে এসেছে কোন জ্ঞানে?

বিরক্তিবোধ করলেও নগররক্ষী অর্থাৎ কোতোয়াল সাহেব সিংগীর মায়ের মর্মব্যথা অনুধাবন করতে পারলেন। তাই তাকে আর না চটিয়ে নরম সুরে বললেন, আমাকে গালমন্দ করে লাভ কি বুড়ি মা? আমি হুকুমের গোলাম। সম্রাটের হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে।

ঃ তাহলে সেই সম্রাট কৈ? তার সাথেই আমি বোঝাপড়া করতে চাই।

ঃ তা করতে চাইলে বিচারের দিন সম্রাটের দরবারে যাবেন। যা বলতে হয় সেখানে গিয়ে বলবেন। আমাকে বিরক্ত করবেন না।

এরপর কোতোয়াল সাহেব আব্বাস খাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবেন না জনাব। তাড়াতাড়ি আপনারা তৈয়ার হয়ে আসুন। জোর খাটাতে হলে বড় দুঃখ পাবো আমি।

সিংগীর মা দাঁড়িয়ে থেকে বকবক করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন আব্বাস খাঁ ও তুলসীবাঈ। দুজনের চোখই তখন ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে।

তুলসীবাঈকে পালকিতে উঠতে দেখেই আবার লাফিয়ে উঠলো সিংগীর মা। দৌড়ে এসে বললো, ওমা সেকি! দিদিমনি একা যাবেন কেন? আমিও তাহলে সাথে যাবো।

নগররক্ষী শক্ত কণ্ঠে বললেন, থামুন। দুসরা কাউকে পালকিতে নেয়ার হুকুম নেই। আপনি সরে যান।

ঃ সরে যাবো মানে?

ঃ মানে বিদেয় হোন। আমাকে আর কত বিরক্ত করবেন?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ ওমা সেকি কথা? আমি সম্রাটের কাছে যাবো না? আসল কথা তাকে আমি বলবো না?

ঃ পরে গিয়ে বলবেন। এই পালকিতে নয়।

ঃ কিন্তু পরে যদি।

ঃ আহ!

নগররক্ষী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। উপস্থিত লোকজনদের উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন, এই বুড়িটাকে কি আপনারা কেউ সামলাবেন, না আমিই একে ঠাণ্ডা করে দেবো!

ফিরোজ মাহমুদ ও ফরিদা বেগম একপাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানি মুছছিল। ফিরোজ মাহমুদ এসে সিংগীর মাকে সরিয়ে নিতে নিতে বললো, বিচারের দিন সবাই আমরা যাবো সিংগীর মা। তুমিও আমাদের সাথে যাবে। এখন সরে এসো।

ঃ অতঃপর পালকিতে করে তুলসীবাঈকে এবং কয়েদ অবস্থায় সরদার আব্বাস খাঁকে নিয়ে বিদেয় হলেন নগররক্ষী, অর্থাৎ কোতোয়াল সাহেব।

পর পর দুদিন বিচারে বসার কোন সময় করতে পারলেন না দিল্লীর সম্রাট জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর। এই দুদিনই সরদার আব্বাস খাঁ কয়েদ খানায় রইলেন। তৃতীয় দিনের দিন যথাসময়ে সম্রাট বিচারে এসে বসলেন। সম্রাটের সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে গেলেন বাদীগণ। দুর্গাধিপতি বীর সিংহ এবং কিল্লাদার ভগবত ও অর্জুন সিংহ। সম্রাটের আদেশে সরদার আব্বাস খাঁকে এনে বিচারালয়ে হাজির করা হলো। তাঁর হাতে পায়ে শৃঙ্খল। কয়দিনেই ভীষণ শুকিয়ে গেছেন সরদার আব্বাস খাঁ। বিমলিন হয়ে গেছে তাঁর অনুপম কান্তি ও ঈর্ষণীয় অঙ্গ সৌষ্ঠব। চোখ দুটো সেঁদিয়ে গেছে কোটরে।

তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই থমকে গেলেন সম্রাট। মুহূর্ত খানেক নির্নিমেষ চেয়ে থাকার পর নামিয়ে নিলেন চোখ। শাস্ত্রীকে ডেকে অবিচলকণ্ঠে বললেন, শৃঙ্খল খুলে নাও।

শাস্ত্রী এসে শৃঙ্খল খুলে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকার পর সম্রাট আবার চোখ তুলে সরাসরি তাকালেন। গুরুগম্ভীরকণ্ঠে আব্বাস খাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কেন এইভাবে এখানে আনা হয়েছে, তা কি তুমি জানো?

অভিমানে আব্বাস খাঁ গুমরে গুমরে মরছিলেন। নত মস্তক অল্প একটু তুলে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, জি না, সঠিক কিছু জানিনে।

রোকন ও বইঘর.কম

সম্রাট একই কণ্ঠে বললেন, গুরুতর অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত গর্হিত কাজ করার অভিযোগ। বিচার হবে এখন তার। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যেই এখানে তোমাকে হাজির করা হয়েছে।

জড়তা কাটিয়ে আব্বাস খাঁ বললেন, জাঁহাপনা মহানুভব। সেই অভিযোগকারী কে, বান্দা তা জানতে চায় হুজুর।।

ঃ অভিযোগকারী একজন নন, একাধিক জন আর অত্যন্ত বিশিষ্ট জন। তারা তোমার সামনেই দণ্ডায়মান।

ঃ জাঁহাপনা।

দুর্গাধিপতি বীর সিংহ, কিল্লাদার ভগবত সিংহ আর অর্জুন সিংহ মহাশয়েরাই এনেছেন এই অভিযোগ।

সরদার আব্বাস খাঁ অনিহার সাথে এঁদের দিকে একটুখানি চোখ তুলে তাকালেন এবং এর পরেই বাদশাহর দিকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললেন, কি সে অভিযোগ, বান্দা তা জানতে চায় মালিক।

ঃ জরুর তা শোনানো হবে তোমাকে। www.boighar.com

বলেই বাদশাহ বাদীগণকে তাঁদের অভিযোগ উপস্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাদীরা তিনজন ইনিয়ে বিনিয়ে তাঁদের পূর্ব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং ক্রোধে ফুঁশতে ফুঁশতে বললেন, এই অমার্জনীয় অপরাধের কঠোর দণ্ডবিধান করা হোক দিল্লীশ্বর। আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়া হোক।

এদের চরিত্র সরদার আব্বাস খাঁ অনেকখানি জানতেন। কিন্তু এঁরা যে এমন জঘন্য মিথ্যাচার করতে পারেন, এতটা তিনি জানতেন না।

এঁদের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার শুনতে শুনতে সরদার আব্বাস খাঁ শরমে নিজের কাছে নিজেই সংকুচিত হয়ে গেলেন এবং অভিযোগ শেষে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এঁদের দিকে। বাদশাহ অতঃপর আব্বাস খাঁকে প্রশ্ন করলেন, এঁদের এসব কথা সত্য?

নজর না ফিরিয়েই আব্বাস খাঁ বললেন, একবিন্দুও নয় মালিক।

বাদশাহ ফের বললেন, বাদীপক্ষের অভিযোগ অস্বীকার করো তুমি?

নজর ফিরিয়ে নিয়ে আব্বাস খাঁ এবার বাদশাহর দিকে তাকালেন এবং ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, যা সর্বৈব মিথ্যা, তা স্বীকার করার প্রশ্নই কিছু ওঠে না মেহেরবান।

ঃ এই বীর সিংহ মহাশয়ের পুত্রকে যেখানে দাহ করা হয়, সেই শ্মশানে তুমি যাওনি?

ঃ গিয়েছি জাঁহাপনা।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ সেখান থেকে তুমি বীর সিংহ মহাশয়ের পুত্রবধূকে তুলে নিয়ে যাওনি?

ঃ জি হাঁ, তাও গিয়েছি।

দুর্গাধিপতি বীর সিংহ সংশোধন করে বললেন, সেরেফ তুলে নিয়ে যাওয়াটা আমার অভিযোগ নয় জনাব। আসামী আমার বিধবা পুত্রবধূকে অপহরণ করেছে। লুটে নিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আকবর শাহ বললেন, সরদার আব্বাস!

জবাবে আব্বাস খাঁ বললেন, জিনা, আমি অপহরণও করিনি, লুটে নিয়েও যাইনি। মহামুসিবত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছি মাত্র।

ঃ মহা মুসিবত!

ঃ দুর্গাধিপতির লোকেরা তাঁর সেই বিধবা পুত্রবধূ তুলসীবাঈকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতে যাচ্ছিল। সেই বিপদ থেকে আমি তাকে উদ্ধার করেছি জাঁহাপনা।

আকবর শাহ বললেন, কিন্তু বাদীপক্ষের বক্তব্য সেই বিধবা তুলসীবাঈ স্বেচ্ছায় সহমরণে এসেছিল।

ঃ নির্জলা মিথ্যা কথা। তাঁকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল।

ঃ জোর করে?

ঃ বল প্রয়োগ করে মালিক। তাঁকে বেঁধে আনা হয়েছিল আর হাত-পা বেঁধে স্বামীর চিতায় তুলে দেয়া হচ্ছিল।

ঃ বলো কি! একদম তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে?

ঃ বিলকুল তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। উদ্ধার পাওয়ার জন্যে বেচারী একটানা চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। বাঁচার জন্যে সে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করছিলেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাঁর সে আর্তনাদ ঢেকে দেয়া হচ্ছিল। ঐ অবস্থায় আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি জাঁহাপনা।

ঃ আব্বাস খাঁ!

ঃ ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে পুড়িয়ে মারায় জাঁহাপনার নিষেধ আছে। জাঁহাপনার সে কানুন রক্ষে করেছি আমি। এতে আমার অপরাধটা কোথায় আলমপনা?

হতভম্ব হয়ে গেলেন সম্রাট। থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ নিরব হয়ে রইলেন। এরপর বীর সিংহকে প্রশ্ন করলেন, আসল ঘটনাটা কি সিংহ মহাশয়? কার কথা সত্য? তারটা, না আপনারটা?

বীর সিংহ কিছু বলার আগেই ভগবত সিং সরবে বলে উঠলেন, আসামী কি কখনো সত্য কথা বলে হুজুর, না সত্যটা স্বীকার করে? বাঁচার জন্যে সে তো উল্টো কথা বলবেই।

ঃ উল্টো কথা?

ঃ জি প্রভু। ঐ তুলসীবাঈ সতীসাধ্বী নারী। আপন ইচ্ছেয় আর পরম আনন্দে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে চেয়েছিল। অথচ দুরাচার আসামী তার সেই মহৎ উদ্যোগ সফল হতে দেয়নি। রূপ দেখে পাগল হয়ে সে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

ঃ ভগবত সিং!

ঃ তাকে জোর করে আনা হয়নি। হাত-পাও বাঁধা হয়নি, ঢাকঢোলও পেটানো হয়নি। কিছুই এসব করা হয়নি জাঁহাপনা।

"পোকা পড়বে, ঐ মুখে পোকা পড়বে কাঁড়ি কাঁড়ি। এতবড় মিথ্যাবাদীকে ঈশ্বর কখনো ছেড়ে কথা বলবেন না। মুখে কুঁড়িকুষ্ঠ হবে, দুর্গন্ধ ছুটবে।"– এক কোণে দাঁড়িয়ে সিংগীর মা এই সময় সশব্দে বলে উঠলো, এই কথা।

বিচারকক্ষে উপস্থিত তামাম লোকজন চমকে উঠে সেদিকে তাকালেন। সম্রাটও সেদিকে তাকিয়ে সক্রোধে বললেন–একি! ঐ উন্মাদিনী বৃদ্ধা এখানে এলো কোত্থেকে। ওকে ঢুকতে দিল কে? কার সাথে এলো? এয়, কোই হ্যায়।

ফিরোজ মাহমুদের সাথেই সিংগীর মা এসেছিল এবং ফিরোজ তার পাশেই ছিল। বাদশাহ হাঁক দিতেই ফিরোজ মাহমুদ শশব্যস্তে বলে উঠলো, আমার সাথে এসেছে মেহেরবান। আসামীপক্ষের সাক্ষী হয়ে আমরা এখানে এসেছি।

www.boighar.com

ফিরোজ মাহমুদকে দেখে বাদশাহ প্রসন্ন হলেন এবং খোশকণ্ঠে বললেন, একি ফিরোজ মাহমুদ! তুমি এখানে। তুমি আসামী পক্ষের সাক্ষী?

ঃ জি হুজুর! আমি আর এই বুড়িবেটি, আমরা দুজনই। আমি যে বরাবরই আসামীর সাথে ছিলাম মালিক। লড়াই থেকে আমরা একসাথেই ফিরছিলাম।

ঃ আচ্ছা। তা ঐ বুড়িবেটিও কি তোমাদের সাথে ছিল?

ঃ জিনা জাঁহাপনা। বরাবর সে তুলসীবাঈয়ের সাথেই ছিল। এই বুড়িবেটি ঐ বিধবা তুলসীবাঈয়ের পরিচারিকা। তুলসীবাঈকে জব্বোর পেয়ার করে সে।

ঃ বলো কি নওজোয়ান।

ঃ তুলসীবাঈ সাহেবাকে যে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল, সে খবর এই বুড়ি বেটিই আমাদের দিয়েছিল।

ঃ কি ভাবে?

ঃ আসামী আর আমি নদীর তীর বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলাম। শ্মশানের বিপুল ঢাকঢোলের আওয়াজে আমরাও সেদিকে আকৃষ্ট ছিলাম। শ্মশানের কাছে আসতেই এই বুড়িবেটি ছুটে এসে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালো। অশ্বের সামনে এসে তার দিদিমনিকে বাঁচানোর জন্যে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করতে লাগলো। জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে এ কথা শুনেই শ্মশানে আমরা গিয়েছিলাম মেহেরবান।

বোকা ও বইঘর.কম

ঃ তাজ্জব! এই যে বুড়িবেটি, এদিকে এসো।

সম্রাটের ডাকে সিংগীর মা সামনে এগিয়ে এলে, সম্রাট তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তুলসীবাঈয়ের পরিচারিকা?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ কতদিন থেকে তার কাছে আছো?

ঃ দিদিমনির জন্মকাল থেকে। আমিইতো দিদিমনিকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। দিদিমনির সাথে দিদিমনির শ্বশুরবাড়িতে আমিও ছিলাম।

ঃ বলো কি! তাহলে তোমার দিদিমনি পুড়ে মরার জন্যে স্বেচ্ছায় আসেনি?

ঃ আজ্ঞে না। সে ইচ্ছে তাঁর কস্মিনকালেও ছিল না। তাঁর হাত বেঁধে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। দিদিমনি আমার কত কান্নাকাটি করলেন তবু কেউ শুনলেন না।

ঃ সত্যি?

ঃ আজ্ঞে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে এমনভাবে তাকে ঘিরে নিয়ে গিয়েছিল যে, দিদিমনিকে দেখতেও কেউ পেলো না, তাঁর কান্না শুনতেও কেউ পেলা না।

সম্রাট এবার গরম চোখে বীর সিংহের দিকে তাকালেন। সিংগীর মাকে দেখেই বীর সিংহের হৃদকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখ দিয়ে তৎক্ষণাৎ কোন কথা বেরুলো না। জবাব দিলেন ভগবত সিং। জোরালোকণ্ঠে বললেন, সাজনো সাক্ষী, বানানো সাক্ষী জাঁহাপনা। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই পরিচারিকাকে হাত করেছে আসামীপক্ষ।

ঃ ভগবত সিং!

ঃ একজন পরিচারিকার ওজন কতটুকু হুজুর? পাঁচ আশরফীর জায়গায় দশ আশরফী ফেললেই এমন দাসীবাঁদীকে অনায়াসেই হাত করা যায়। এই বুড়িবেটি শেখানো কথা বলছে। হুবহু মিথ্যা কথা বলছে।

সিংগীর মা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, আমি মিথ্যা কথা বলছি? ঝাড়ু মারি মিথ্যার মুখে! আমার কি পরকালের ভয় নেই? আপনাদের মতো হায়ালজ্জা কি বেচে খেয়েছি গা?

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে ফিরোজ মাহমুদ বললো, আহ, সিংগীর মা! এটা বিচার কক্ষ। জাঁহাপনা তোমার সামনে। এখানে বেসামাল কথা বলো না।

সেদিকে সম্রাট একবার চোখ তুলে তাকালেন। এরপর বীর সিংহকে প্রশ্ন করলেন, কি হলো দুর্গাধিপতি, আপনি নিরব কেন?

বীর সিংহ জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন, না, মানে আমি আর কি বলবো প্রভু? ভগবত সিং তো সে কথা বলছেনই। পয়সা দিয়ে মিথ্যা বলিয়ে নেয়াটা কঠিন কিছু নয়। এমন তো হয়েই থাকে।

রোকন ও বইঘর.কম

সম্রাট ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। সিংগীর মা শাসন-নিয়ম মানলো না। সেও সে বললো, আহারে, কি ঢংয়ের কথা! সেটা হয়ে থাকলে আপনাদের মধ্যেই হয়ে থাকে সিঙ্গি মশাই। আমাদের মধ্যে নয়। পয়সা পেলেই আমরা সবাই ছয় কে নয়, আর নয়কে ছয় করতে পারিনে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ তিন কাল গেলো, আর এক কালও যাই-যাই করছে। এই বয়সে এমন হল্‌ফিল মিথ্যা কথা? এই আপনার চরিত্তির?

ক্ষেপে গেলেন বীর সিংহ। ধমক দিয়ে বললেন, খামুশ! বেয়াদব দাসী কাঁহাকার। এই সেদিনও আমার গৃহে দাসীগিরি করলে। তুচ্ছ দাসী হয়ে আমার মুখে মুখে কথা বলো?

সিংগীর মা দমলো না। সেও সঙ্গে সঙ্গে বললো, কেন বলবো না গা? আপনারা যদি আমার দিদিমনিকে জোর করেই পুড়িয়ে মারতে পারেন, আমি হক কথাটা বলতে পারিনে?

ঃ হক কথা?

ঃ নয়? উপরে ভগবান আছেন। বুকে হাত দিয়ে বলুন দিখিনি, আমার কথা মিথ্যা আর আপনার কথা সত্যি? আপনাদের সাথে সাথে থেকে সব কিছু নিজের চোখে দেখলাম আর মিথ্যা হলো আমার কথা? শরমে মরে যাই গো!

সম্রাট এবার সিংগীর মাকে গরম কণ্ঠে বললেন, হুঁশিয়ার বুড়িবেটি। তোমার কথা সত্যি না হলে, তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবো নির্ঘাত।

ঃ তা জল্লাদের হাতেই দিন আর যার হাতেই দিন, যা সত্যি তা আমি বলবোই। সত্যি কথা বলতে আমার ভয় কিসের?

ঃ অর্থাৎ, তোমার কথাই সত্যি?

ঃ আমার কথায় কাজ কি বাছা? যাঁকে নিয়ে ঘটনা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। আমার দিদিমনিকেই জিজ্ঞাসা করুন!

ভগবত সিং সোচ্চার কণ্ঠে বললেন, কেন-কেন,তাকে কেন? তাকে আবার কি দরকার?

ঃ ওমা! বলে কি গো! যাকে নিয়ে ঘটনা, জুলুম হলো যার উপর, তাকে দরকার নেই! এ আবার কি ধরনের বিচার গা?

কণ্ঠে জোর দিয়ে ভগবত সিং বললেন, না, তাকে দরকার নেই। তার কথা তো আমরাই বলছি।

ঃ আমিও তো তাঁর কথাই বলছি বাছা! কারটা সত্যি কারটা মিথ্যা তাঁকে ডাকলেই তো বেরিয়ে আসে সব।

ভগবত সিং সহাস্যে বললেন, আরে বুঢ়্‌টি, তাকে এখন পাবে কোথায়? সে কি আর এ মুলুকে আছে?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ নেই মানে! সেকি গা?

ঃ জাঁহাপনা তাকে শাদি দিয়ে বিদায় করেছেন যে! তার নয়া খসম তাকে নিয়ে কোন মুলুকে গেছে, সে খোঁজ এখন কে দেবে তোমাকে?

এ কথা কানে যাওয়া মাত্র আঁতকে উঠলেন সরদার আব্বাস খাঁ। তাঁর মুখমণ্ডল রক্ত শূন্য হয়ে গেল। কাঁপন ধরলো শরীরে। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, শাদি দিয়ে দিয়েছেন?

ভগবত সিং বললেন, তো আর বলছি কি? সে এখন হাওয়া। কাজেই, সে আশায় না থেকে এখন অপরাধটা স্বীকার করুন ঝটপট। বিচার শেষ হয়ে যাক। হুজুর কি এই নিয়েই বসে থাকবেন সারাবেলা?

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আব্বাস খাঁ। এরপর হতাশকণ্ঠে বাদশাহকে বললেন, তাহলে আর বিচারের এই প্রহসন করে কাজ নেই জাঁহাপনা। আমাকে জল্লাদের হাতে দিন। আর আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইনে।

বাদশাহ বললেন, চাওনা?

সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, কেন চাইবো জাঁহাপনা? যাকে নিয়ে ঘটনা সে যখন নেই, আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়েই যেখানে বিচার, সেখানে আমার মতো নগণ্যজনের কথা বিশ্বাস করবেন কেন? বাদীরা বিশিষ্ট জন। তাঁদের কথাই রাখুন জাঁহাপনা। তুলসীবাঈ নেই যখন, তখন আর আমার---।

বাদশাহ এতক্ষণ এদের বিতণ্ডা শুনছিলেন। বিতণ্ডার আয়নায় সবার চেহারা দেখছিলেন। আর তিনি চুপ থাকতে পারলেন না। আব্বাস খাঁর কথায় ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, নেই মানে? কে বললো তুলসীবাঈ নেই?

ঃ এই তো এঁরাই বলছেন জাঁহাপনা!

ঃ এঁরা বললেই কি হবে? তুলসীবাঈ আছে।

চমকে উঠলেন বাদীরা তিনজনই। কম্পন শুরু হলো সারা অঙ্গে তাঁদের। ভগবত সিং বললেন, সে কি জাঁহাপনা। শাদির পর তুলসীবাঈ এখনও আছে? স্বামীর সাথে চলে যায়নি সে?

www.boighar.com

ঃ শাদিই যার হলো না, তার আবার স্বামী এলো কোত্থেকে?

ঃ এ্যাঁ! সেকি প্রভু? প্রভু যে বলেছিলেন, তুলসীবাঈকে এনেই শাদি দিয়ে তাকে বিদেয় করে দেবেন! পাঠিয়ে দেবেন দূরে কোথাও!

ঃ হ্যাঁ, বলেছিলাম। আপনাদের অত্যধিক অনুরোধের ফলে আপনাদের কথাতেই রাজী আমি হয়েছিলাম। কিন্তু তুলসীবাঈকে নিয়ে এসে কোতোয়াল সাহেব যে আভাস আমাকে দিলেন, তাতে আপনাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আর সম্ভব আমার হলো না।

ঃ হুজুর মেহেরবান!

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে থাকতে, তাকে বাদ দিয়ে বিচার করার নির্বুদ্ধিতা আর করতে আমি পারলাম না। তুলসীবাঈ আছে আর এখানেই আছে।

আসামীত্রয় আবার ভীত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন-দিল্লীশ্বর! জগদীশ্বর!

ঃ আপনাদের সবার কথা শুনলাম, এখন তার কথা শুনবো। বিচারের ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এখন তার কথার উপর।

একথা বলেই বাদশাহ মুন্সীকে হুকুম করলেন, মুন্সীজী, তুলসীবাঈকে আনো।

সরদার আব্বাস খাঁর মরা দেহে প্রাণ ফিরে এলো। তাঁর পাংশু মুখে ফিরে এলো রক্তের জোয়ার। মনে মনে কেবলই তিনি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।

তুলসীবাঈকে এনে বাদশাহর সামনে দাঁড় করানো হলো। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম!

তুলসীবাঈ নত মস্তকে বললো, আমার নাম তুলসীবাঈ জাঁহাপনা।

ঃ এই দুর্গাধিপতি বীর সিংহ মহাশয় কি তোমার শ্বশুর?

ঃ জি।

ঃ বহুত আচ্ছা। এবার বলো, তোমার উপর কি কেউ কোন অবিচার করেছে? কোন অত্যাচার? জুলুম?

বেদনায় মলিন হলো তুলসীবাঈয়ের মুখমণ্ডল। সে ধরা গলায় বললো, চরম অবিচার জাঁহাপনা। আমার উপর অমানুষিক জুলুম আর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

সংগে সংগে ভগবত সিং নেচে উঠে বললেন, দেখুন জাঁহাপনা, নিজেই এবার দেখুন আমার কথা ঠিক কিনা। কিল্লায় নিয়ে গিয়ে এই আসামী যে মেয়েটার উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে আমার সে কথা সত্যি কিনা, দেখুন।

তুলসীবাঈ এঁদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সম্রাট তাকে প্রশ্ন করলেন, কে তোমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে?

ঃ আমার শ্বশুর আর তাঁর পক্ষের লোকজনেরা জাঁহাপনা।

ঃ তোমার শ্বশুর পক্ষ তোমার উপর নির্যাতন চালিয়েছে?

ঃ জি হুজুর, তাঁরাই।

ঃ বলো কি! আর আব্বাস খাঁ? সরদার আব্বাস খাঁ তোমার উপর কোন জুলুম করেনি?

ঃ কেন, তা করবেন কেন?

ঃ সে তোমাকে জোর করে তার কিল্লায় নিয়ে যায়নি?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তা নেবেন কেন হুজুর? তিনি তো আমাকে তাঁর কিল্লায় নিতে রাজীই ছিলেন না। আমার সাধসাধিতেই উনি বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর কিল্লায় নিয়ে গেলেন।

ঃ তোমার সাধাসাধিতে? তুমি সাধাসাধি করতে গেলে কেন?

ঃ নইলে যে পাশের দরিয়াতেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হতো। আগুন থেকে বেঁচে এসে আবার পানিতে আমাকে ডুবে মরতে হতো।

ঃ তা হতো কেন?

ঃ নইলে আর আমার উপায় কি ছিল হুজুর? আমাদের সমাজে আমার স্থান নেই। সমাজের ভয়ে আমার মাতাপিতারও আমাকে আশ্রয় দেয়ার উপায় নেই। কিল্লায় না নিয়ে উনি যদি আমাকে পথেই ফেলে দিয়ে যেতেন, তাহলে আমার কি দশা হতো একবার অনুমান করুন জাঁহাপনা? আমার কি জান মান ইজ্জত কিছু রক্ষে পেতো তাতে করে? একা আর অসহায় এক মেয়েছেলে আমি। পাঁচ দিকের পাঁচ শকুন কি আস্ত রাখতো আমাকে? বলুন হুজুর, ঐ অবস্থায় কি উপায় ছিল আমার?

সম্রাট চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, সে তো একটা কথাই বটে। তা কিল্লায় এনে সরদার আব্বাস তোমার সাথে কোন অশোভনীয় আচরণ করেনি?

ঃ সে কি! তা করবেন কেন হুজুর? তাঁর মতো চরিত্রবান, নীতিবান আর ধর্মপ্রাণ সৎমানুষ ক'টা আছে এই দুনিয়ায়? এ পর্যন্ত একটাও তো দেখলাম না।

ঃ দেখলে না?

ঃ কৈ দেখলাম জাঁহাপনা? কত বড় বড় পদস্থ মানুষ দেখলাম, মস্ত মস্ত তক্‌মা-আঁটা হুজুরের কত তা-বড়ো তা-বড়ো অমাত্য দেখলাম আর আজও দেখছি, কিন্তু মানুষ দেখলাম কৈ? সবই তো তক্‌মা আঁটা অমানুষ জাঁহাপনা। দ্বিপদ জন্তু।

সম্রাট ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, তুলসীবাঈ!

ঃ কসুর মাফ হয় মেহেরবান। সবাই রংমাখা সঙ। সারপদার্থহীন রঙ্গিন কাঁচ। বিবেক, বস্তু, কিছুই তো তাঁদের মধ্যে দেখলাম না।

ঃ আর সরদার আব্বাস খাঁ?

ঃ তা হুজুর, কার্পণ্য করে না বললে, আসলেই তিনি মানিক। ধূলোয় পড়ে থাকলেও, অনেক তক্‌মাধারীদের তুলনায় তিনি বিলকুল মানিক।

ঃ তুলসীবাঈ!

ঃ হুজুরের তিনি একজন নগণ্য কর্মচারী। কিন্তু হুজুরের অনেক অনেক বিশিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে মানুষ এযাবত এই একটাই দেখলাম।

ঃ তাজ্জব! তোমার কথা শুনে আমি যে কেবলই তাজ্জব হচ্ছি তুলসীবাঈ! সরদার আব্বাসকে তুমি এতটাই জেনেছো?

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তাজ্জব তো আমিও হচ্ছি জাঁহাপনা। তিনি একজন জাহাপনার বাধ্যগত কর্মচারী। শুনেছি, বহুবার জাঁহাপনার কাছে কাছে থেকে জাঁহাপনার অনেক খেদমতে অনেক সৎকর্ম তিনি করেছেন আর সে জন্য জাঁহাপনার অনেক তারিফ কুড়িয়েছেন। এত কাছে পেয়েও হুজুর যে আজও চিনতে তাঁকে পারেননি, এটা ভেবে আমিও যে তাজ্জব হচ্ছি জিয়াদাই।

বাদশাহ এবার যথার্থ ক্রুদ্ধ হলেন। রোষভরে বললেন, থামো! কে বললো চিনতে আমি পারিনি?

তুলসীবাঈয়ের দিলেও ক্ষোভ ছিল প্রচুর। মরাকাকের চড়কের ভয় ছিল না। সেও সবলকণ্ঠে বললো, তা পারলে, এমন একজন সৎমানুষকে জাঁহাপনা এভাবে অপমান করতে পারতেন না। তাঁর হাতে-পায়ে শৃঙ্খল উঠাতে কষ্ট হতো জাঁহাপনার দিলে।

তুলসীবাঈয়ের দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। চুপসে গেলেন বাদশাহ। এতবড় শক্ত কথা তাঁর মুখের উপর এভাবে শোনাতে কোন নারীই সাহসী হয়নি কোনদিন। সরদার আব্বাসের সততার খবর একমাত্র বাদশাহ ছাড়া আর কেউ বেশি জানতেন না। আব্বাসের সেই সততার কথা এমনভাবে তাঁর সামনে আর কেউই তুলে ধরেনি কখনো। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন বাদশাহ। কিছুক্ষণ আর কথা খুঁজে পেলেন না।

তুলসীবাঈও দাঁড়িয়ে রইলো নত মস্তকে। বাদশাহকে নিরব দেখে ফের সে মাথা তুলতেই ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বাদশাহ বললেন, আব্বাস খাঁর কথা থাক। এবার বলো, তোমার শ্বশুর আর শ্বশুর পক্ষের লোকেরা তোমার উপর কি জুলুম করেছে।

তুলসীবাঈ ফের শক্ত হলো। সতেজ কণ্ঠে বললো, তাঁরা আমাকে জোর করে পুড়িয়ে মারছিলেন জাঁহাপনা।

ঃ জোর করে?

ঃ জি হ্যাঁ জাঁহাপনা। জোর করে ধরে এনে জোর করেই আমাকে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ঃ বলো কি! সহমরণে তুমি স্বেচ্ছায় আসোনি?

ঃ জি না হুজুর। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা আমাকে পুড়িয়ে মারছিলেন।

ঃ তাতে যে স্বর্গ পাওয়া যায়, তা তুমি শোননি?

ঃ শুনেছি জাঁহাপনা। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনে।

ঃ বিশ্বাস করো না?

ঃ জি না হুজুর।

ঃ কিন্তু আমি তো শুনেছি, তা পাওয়া যায়।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ তা পাওয়া গেলেও ঐভাবে জীবন্ত পুড়ে মরে সে স্বর্গ আমি চাইনে জাঁহাপনা।

ঃ আচ্ছা। তাহলে তাঁরা তোমার সম্পূর্ণ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পুড়িয়ে মারছিলেন তোমাকে? মানে, জোর করে?

ঃ জি-হাঁ হুজুর। আমার হাতপা বেঁধে আমাকে চিতায় তুলে দিচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে ঐ কিল্লাদার সাহেব গিয়ে আমাকে উদ্ধার না করলে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

ঃ তাহলে তুমি লোক ডাকোনি কেন, চিৎকার দাওনি কেন?

ঃ দিয়েছিলাম জাঁহাপনা, প্রাণপণে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই চিৎকার শুনতে পাবে কে? আটদশটা ঢাক সমানে পিটিয়ে তখন এমন আওয়াজ তোলা হচ্ছিল যে, আমার নিজের কানেই তালা লেগে গিয়েছিল, অন্যে তা শুনতে পাবে কি করে?

ঃ এই যুবক তোমাকে উদ্ধার করায় তুমি কি খুশি হয়েছো?

ঃ সেরেফ খুশিই হইনি জাঁহাপনা, তাঁকে আমি এখনও মনে প্রাণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁর কাছে আমি আকণ্ঠ ঋণী।

ঃ হুঁউঁ–

সম্রাট গুম হয়ে গেলেন। ভীষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপরে ভগবত সিংহের দিকে তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ভগবত সিং!

থর থর করে কেঁপে উঠে ভগবত সিং বললেন, মহানুভব!

সম্রাট বললেন, কিছুই নাকি হয়নি? জোর করে ধরে আনা হয়নি, হাত-পা বাঁধা হয়নি, ঢাকঢোলও পেটানো নাকি হয়নি? তুলসীবাঈ নাকি স্বেচ্ছায় সহমরণে এসেছিল?

ঃ কসুর মাফ হয় প্রভু। সবই আমার শোনা কথা। আমি শোনা কথাই বলেছি।

ঃ শোনা কথা! আপনি ওখানে ছিলেন না?

ঃ জি না দয়াময়। ওখানে আমি অনেক পরে গিয়েছিলাম।

ঃ অনেক পরে কখন?

ঃ তুলসীবাঈকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে।

বাঘের মতো গর্জে উঠলেন বাদশাহ। বললেন, খামুশ বেঈমান! এক মুখে কয় কথা বলবেন?

ঃ মেহেরবান!

ঃ বরাবর আপনি বলে আসছেন, ঘটনার সময় শ্মশানে আপনি ছিলেন। ধর্মেকর্মে বাধা দিতে দেখে আপনি তার প্রতিবাদ করেন। তাতেই সঙ্গী সাথি নিয়ে

রোকন ও বইঘর.কম

আসামী অতর্কিতে আক্রমণ করে আপনাদের ক্ষত বিক্ষত করে ঐ শ্মশানেই। এখন কোন মুখে বলছেন, তখন আপনি শ্মশানেই ছিলেন না?

লা-জবাব হয়ে ভগবত সিং কেবলই কাঁপতে লাগলেন। সম্রাট ফের ধমক দিয়ে বললেন, বলুন, ক্ষত বিক্ষত হওয়াটা কি কেবলই আপনাদের ভান? ঐ সব পট্টিগুলোও কি মিথ্যা পট্টি?

ভগবত সিং এবার শশব্যস্তে বললেন, জি না হুজুর, জি না। এই দেখুন, সত্যিই আসামী আমাদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

কয়েকটা পট্টি পড়পড় করে তুলে ভগবত সিং ও অর্জুন সিং ক্ষতস্থান দেখালেন। তা দেখে বাদশাহ বললেন, তাহলে কোথায় আর কি কারণে আহত হলেন আপনারা, তার সদুত্তর দিন। এরপরও মিথ্যা বললে, জল্লাদ ডাকতে ভুল করবো না আমি।

ভগবত সিং ও অর্জুন সিং পুনরায় নিরব হয়ে গেলেন। ঝড়ের মুখে কদলীপত্রবৎ কাঁপতে লাগলেন কেবলই। তুলসীবাঈ বললো, আমি জানি জাঁহাপনা। আমার চোখের সামনে ঘটনা।

সম্রাট বললেন, তোমার চোখের সামনে? বলো, কি ঘটনা, বিস্তারিত বলো।

পথে থেমে যাওয়ার কালে ভগবত সিংদের অতর্কিতে হামলা করা থেকে আব্বাস খাঁদের হত্যা করার উন্মত্ত চেষ্টা পর্যন্ত সমস্ত কথা তুলসীবাঈ এক এক করে বলে গেল। এরপরে বললো, সেরেফ ঠেকা দিয়ে প্রাণরক্ষা হয় না দেখে আসামী ও তাঁর সঙ্গী পাল্টা হামলা করলে, তবেই এঁরা আহত হয়ে পালিয়ে যান।

সম্রাট সংগে সংগে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, এয়, কোই হ্যায়।

বাদীরা তিনজনই ডুকরে উঠলেন একসাথে। দুহাত জোড় করে বললেন, দোহাই প্রভু! দোহাই মালিক! অধম গোলামদের প্রাণে মারবেন না দয়াময়!

সম্রাট দাঁত পিষে বললেন, প্রাণে আপনাদের মারাটাই এই ঘৃণ্য আচরণের একমাত্র বিচার। কিন্তু তা আমি মারবো না। আপনাদের মতো কয়েকটা নাদান মেরে গোটা রাজপুত জাতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারবো না। কারণ তাঁরাই আমার অন্যতম প্রধান বল আর তাঁদের প্রীতিই আমার সর্বদা কাম্য।

আশ্বস্ত হয়ে বাদী তিন জন বললেন, জাঁহাপনা দরাজদিল! জাঁহাপনা মহানুভব!

ঃ কিন্তু হুঁশিয়ার, এই জঘন্য চরিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটালে, কোন কারণেই আর রেহাই আপনাদের দেবো না। জীবন্ত আপনাদের মাটি চাপা দেবো।

রোকন ও বইঘর.কম

ঃ হবে না জাঁহাপনা, আর কখ্খনো এমনটি হবে না। আমরা কসম খেয়ে বলছি।

অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বাদশাহ ফের বললেন, সরদার আব্বাস খাঁর মতো একজন সৎ, নিষ্ঠাবান আর মহৎ মানুষের বিরুদ্ধেও এতবড় মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারেন আপনারা? আমারই কর্মচারী হয়ে আমার কানুন অমান্য করেন আপনারা নিজেরাই? গলায় দড়ি বেঁধে আপনাদের গাছে ঝুলানো উচিত।

তলব পেয়ে শাস্ত্রী এসে বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার কূর্ণিশ করে বললো, আদেশ করুন জাঁহাপনা।

বাদী তিনজনকে দেখিয়ে দিয়ে বাদশাহ বললেন, এখনই এদের এই বিচার কক্ষের বাইরে নিয়ে যাও আর প্রাসাদ এলাকার বাইরে ছুড়ে ফেলে দাও। এদের মুখ দেখতেও আর রুচি হচ্ছে না আমার।

সঙ্গে সঙ্গে একাধিক শাস্ত্রী এসে ঘিরে ধরলো বাদীদের এবং ঘিরে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

এর সাথেই আস্তে আস্তে ফাঁকা হলো বিচার কক্ষ। সম্রাট এবার তুলসীবাঈকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তারপর তুলসীবাঈ, কি করবে তুমি এখন?

তুলসীবাঈ ক্ষীণকণ্ঠে বললো, জাঁহাপনা!

ঃ তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয় তুলসীবাঈ। স্বামীর সংসারও নসীবে তোমার টিকলো না, সমাজেও ঠাঁই রইলো না তোমার। সত্যিই তোমার নসীব বড় মন্দ কি আর করবে? আপাতত আমার হেরেমে গিয়েই থাকো। এরপর চিন্তা করে দেখি, আমি কি করতে পারি তোমার জন্য।

সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরদার আব্বাস খাঁ এই সময় আওয়াজ দিলেন, জাঁহাপনা।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে সম্রাট পরম উল্লাসে বলে উঠলেন, সাব্বাস আব্বাস খাঁ, সাব্বাস। সততার পরীক্ষায় বার বার তুমি অত্যন্ত অসাধারণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছো। তোমার সততা, নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা আর সত্যবাদিতা পুনঃ পুনঃ মোহিত করেছে আমাকে। তুমি আমার গর্ব, তুমি আমার অহংকার।

ঃ মেহেরবান!

ঃ তোমার কাছে আমার অনেক অনেক মাফি চাওয়ার আছে। কুলোকের কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমার উপর নিদারুণ অবিচার করেছি। অথচ এসব কিছুই আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তুমি আমার বড়ই স্নেহের পাত্র। আমার এই বিভ্রান্তি তুমি মাফ করে দাও নওজোয়ন।

রোকন ও বইঘর.কম

সংকুচিত হয়ে সরদার আব্বাস খাঁ বললেন, জাঁহাপনা মহানুভব! আমাকে শরমিন্দা করবেন না মালিক। জাঁহাপনা সত্যটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। ন্যায়ের জয় হয়েছে। এরপর দিলে আর আমার একবিন্দুও ক্ষোভ বা গ্লানি নেই। আমি এখন মহাখুশি জাঁহাপনা। এ জন্যে বরং জাঁহাপনার কাছেই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্রাট খোশকণ্ঠে বললেন, তোফা তোফা!

আব্বাস খাঁ এবার ইতস্তত করে বললেন, জাঁহাপনা।

ঃ বলো।

ঃ গুজরাট বিজয়ের পর জাঁহাপনা আমাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন।

বিপুল উৎসাহে দুলে উঠলেন সম্রাট। উল্লাসভরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, জরুর-জরুর। সে পুরস্কার আজও তোমার জন্যে তোলা আছে। আজ কি সে পুরস্কার তুমি চাও?

ঃ চাই মেহেরবান!

ঃ বহুত খুব-বহুত খুব! বলো, কি চাও? পুরস্কার স্বরূপ কি চাও তুমি? জায়গীর? মানসবদারী? উচ্চপদ? হিরে-জহরত, সোনাদানা? কি চাও?

ঃ ও সব কিছুই আমি চাইনে জাঁহাপনা।

থমকে গেলেন বাদশাহ। বললেন, তবে?

সরদার আব্বাস মাথা নিচু করলেন। ধীর অথচ স্বচ্ছকণ্ঠে বললেন, আমি তুলসীবাঈকে চাই মেহেরবান। তুলসীবাঈকে আমাকে দিন।

সম্রাট সবিস্ময়ে বললেন, বলো কি! তুলসীবাঈকে? সেরেফ তুলসীবাঈকে?

ঃ জি মালিক, সেরেফ তুলসীবাঈকে। আর কিছুই আমি চাইনে।

সম্রাট এক নিমেষ স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন। এরপর উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, বাহবা! বাহবা! অবশ্য এই সাথে বাহবা দিতে হয় আমার কোতোয়াল সাহেবকেও। বাইরে তিনি বেজায় কর্কশ-কঠিন হলেও, ভেতরে দেখছি তাঁর রসবোধ আছে জিয়াদা। বুঝতে মোটেই ভুল করেননি তিনি।

ঃ আলমপনা!

ঃ কিন্তু তুলসীবাঈতো সোনাদানার মতো জড় পদার্থও নয়, হাতীঘোড়ার মতো কোন গৃহপালিত প্রাণীও নয়। সে মানুষ। জ্ঞানবতী বুদ্ধিমতি সাবালিকা মেয়ে। তুমি চাইলেই তাকে আমি দেই কি করে নওজোয়ান? এখানে তারও যে সম্মতি থাকা প্রয়োজন!

www.boighar.com

ঃ সে কথা তাকেই জিজ্ঞাসা করুন জাঁহাপনা।

ঃ জরুর-জরুর, তা তো অবশ্যই করবো।

রোকন ও বইঘর.কম

এরপর সম্রাট তুলসীবাঈকে বললেন, তুলসীবাঈ সবই তো শুনলে। এতে সম্মতি আছে তোমার?

তুলসীবাঈয়ের মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠলো। লজ্জায় সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করলো এবং সলজ্জ হাসি মুখে বললো, আছে মেহেরবান! আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

ঃ সাব্বাস! এতে তুমি খুশি হবে?

ঃ এর চেয়ে অধিক খুশি দুনিয়ার আর কোন কিছুর বিনিময়েই আমি হবো না মালিক।

ঃ মারহাবা–মারহাবা!

ঃ মেহেরবানী করে কিল্লাদার সাহেবের এই আরজ মঞ্জুর করুন জাঁহাপনা।

জাঁহাপনা সহাস্যে বললেন, মঞ্জুর।

www.boighar.com